Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন সুলতানা রুপন্তি

রোলঃ 23090121224

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন সুলতানা রুপন্তি

রোলঃ 23090121224

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন সুলতানা রুপন্তি, আইডিঃ 23090121224 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sharmin Sultana

(স্বাক্ষর)

শারমিন সুলতানা রুপন্তি

আইডিঃ 23090121224

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

১. ভুমিকা :.....5

২. বিষয় নির্বাচনের কারণ.....7

৩. সাহিত্যধর্মী সুচনা :-.....12

৪.থিসিসে / গবেষণার উদ্দেশ্য.....13

৫. গবেষনা / থিসিসের প্রশ্ন সমুহ.....15

৬. গবেষণার গুরুত্ব :-.....16

৭. সাহিত্য পর্যালোচনা.....18

৮. সমাজতাত্ত্বিক ও নৈতিক দিক দিয়ে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য : ...46

৯. গবেষণার পদ্ধতি: উৎস, দৃষ্টিকোণ ও বিশ্লেষণধর্মী কাঠামো.....56

১০. সমাজবিজ্ঞান, নৈতিক দর্শন এবং পারিবারিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ.....79

১১. পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য: ধর্মীয় নির্দেশনা ও আধুনিক নৈতিক তত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ.....81

১২. বৃদ্ধাশ্রম, ধর্মীয়, সামাজিক,নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি.....93

১৩. “সমাজে বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধির কারণগুলো কী কী, এবং তা পরিবারের দায়বদ্ধতা ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত?”.....100

১৪. “বৃদ্ধাশ্রমের প্রসার কি নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতির সাথে যুক্ত?”.....102

১৫. পিতা মাতার সম্বলিত আইন.....106

১৬. পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সালাফদের উদাহরণ.....108

১৭.পিতা মাতার সেবার ওসিলাই দোয়া কবুল.....113

১৮. বনি ইসরায়েলের এক আবেদ.....115

১৯. বাবা মায়ের দোয়ার ফল :.....116

২০.হযরত মুসা (আ) ও কসাইয়ের গল্প.....117

২১. ওয়ায়েজ আল করনীর ঘটনা.....119

২২.একজন উকিলের গল্প :.....122
২৩.মায়ের দোয়ায় কালিমা নসীব.....123
২৪.জান্নাতের বাগানে যে কণ্ঠস্বর নবিজির হৃদয় কাঁপিয়ে দিয়েছিল—হারিসা ইবনু নু'মানের গল্প.....126
২৫.অলৌকিক ভাবে ইমাম বুখারীর দৃষ্টির ফিরে পাওয়া.....130
২৬. "জ্ঞানের দরজা—যা খোলে বাবা মায়ের দোয়ায়".....131
২৭. মায়ের দোয়ার সীমানায় থেমে গেলো মৃত্যুর হুকুম.....135
২৮. খালিদ আল-ইসলামাবাদি : এক মায়ের কান্না ও বদদোয়ার আগুনে পুড়ে যাওয়া যুবক 136
২৯."বাবা-মায়ের হজ, আর আল্লাহর পুরস্কার".....139
৩০."মায়ের প্রতি অবাধ্যতা — সন্তানের পরিনতি".....142
৩১. মায়ের একটি বদদুআ... আর সন্তানের জীবনে ঝড়.....145
৩২. জীবন থেকে নেওয়া.....147
৩৩. এক মায়ের দোয়ার অলৌকিক প্রতিফল — হারাম শরিফের ইমাম.....150
৩৪. গবেষানার ফলাফল ও বিশ্লেষণ.....152
৩৫. সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ : সন্তানের দায়িত্ব বোধ হ্রাসের আধুনিক কারন সমুহ.....163
৩৬. পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সুপারিশসমূহ.....168
৩৭. যেভাবে মা বাবার হৃদয় জয় করবেন.....172
৩৮. আবাধ্য সন্তানের প্রতি কিছু নাসীহাহ.....177
৩৯. পরবর্তী গবেষণার জন্য সুপারিশ.....179
৪০. উপসংহার.....183

১. ভুমিকা :

পরিবার হলো মানব জীবনের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এটি শুধু সামাজিক একক নয়; এটি শিশুর জীবনের প্রথম বিদ্যালয়, যেখানে নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক আচরণের ভিত্তি স্থাপন হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হলেন পিতা-মাতা। তাঁরা কেবল জন্মদাতা নন, বরং সন্তানের জীবনের প্রথম অভিভাবক, প্রেরণার উৎস এবং মানবিক গঠনের সূচনাকারী।

পিতা-মাতার ভূমিকা অনন্য। তারা সন্তানের সামান্য হাসি, ছোট্ট আনন্দ এবং জীবনের সুখের জন্য নিজের স্বপ্ন, স্বাচ্ছন্দ্য এমনকি জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাদের ভালোবাসা নিঃস্বার্থ, অবিরাম এবং নিরবচ্ছিন্ন। সন্তানকে দুনিয়ার আলো দেখানো থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ছোট বড় শিক্ষা প্রদান, সমস্ত কিছুতেই পিতা-মাতার অবদান অপরিসীম।

সন্তান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল সেই ভালোবাসা ও ত্যাগের মূল্য বুঝে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। এটি কেবল সামাজিক বা নৈতিক দায় নয়; এটি মানবিক এবং আধ্যাত্মিক কর্তব্যও বটে। ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশিত রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
(সুরা বনি ইসরা আয়াত ২৩)

অর্থ:
“তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করো। তাদের একজন বা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ পর্যন্ত বলো না এবং ধমক দিও না; বরং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলো।”

অর্থাৎ আল্লাহর পর তাদের কথা এসেছে আর এমন উত্তম আচরনের জোর দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে "উফ" শব্দ টা যাতে না বলে।

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, পিতা-মাতার মর্যাদা আল্লাহর নির্দেশে সর্বোচ্চ। তাদের সম্মান করা, কথা শোনা এবং সেবা করা কেবল দায়িত্ব নয়; এটি সন্তানের জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ।
কুরআনে যেমন পিতা মাতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি হাদিসে ও রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস
করল - হে আল্লাহর রাসূল আমার নিকট উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বললেন তোমার মা। লোকটি বলল অতঃপর কে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা। সে আবার বলল অতঃপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। লোকটি আবার বলল অতঃপর কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতা।

সমাজে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বহীনতা ও অবজ্ঞা পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করে, মানসিক চাপ সৃষ্টি করে এবং সামাজিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান সময়ে আমরা প্রায়ই দেখি, বৃদ্ধ পিতা-মাতার যত্ন নেওয়ার পরিবর্তে সন্তানরা তাদের বোঝা মনে করছে। এটি একটি গভীর সংকেত যে, পিতামাতার প্রতি দায়িত্ববোধের প্রয়োজন এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি।

সন্তানের দায়িত্ব শুধু শারীরিক যত্নে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানসিক ও আবেগগত সাপোর্টও অন্তর্ভুক্ত করে। পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক, শ্রদ্ধা এবং যত্ন প্রদর্শন করে সন্তান নিজেই নৈতিক ও মানবিকভাবে গড়ে ওঠে। এটি পরিবারের ভিতকে শক্তিশালী করে এবং সমাজে নৈতিক আদর্শ স্থাপন করে।

পিতা-মাতার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নদীর মতো প্রবাহমান। তারা সন্তানের সুখ, সাফল্য এবং সুরক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত নিজেকে ক্ষয় করে। সেই ভালোবাসা, ত্যাগ ও যত্নের প্রতিদান হলো সন্তানদের দায়িত্ববোধ, শ্রদ্ধা, আনুগত্য এবং ভালোবাসা। এটি কেবল একটি মানবিক দায়িত্ব নয়; এটি জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ও পূর্ণতাসাধক আবেগ।

সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য মানবিক, নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি দায়িত্বশীল সন্তান তার পিতা-মাতার অধিকার বোঝে, তাদের সেবা করে এবং সম্মান প্রদর্শন করে। এই কর্তব্য পালন কেবল পারিবারিক শান্তি ও ঐক্য রক্ষা করে না, বরং সমাজে মানবিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা স্থাপনেরও এক অনন্য মাধ্যম।

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন এবং তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করা সেই নৈতিক ও সামাজিক তন্ত্রের ভিত্তি, যা একদিকে যেমন পরিবারের বন্ধন দৃঢ় করে, অন্যদিকে সমাজকে মানবিক ও নৈতিকভাবে সুসংগঠিত করে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষার অংশ, যা প্রতিটি সন্তানকে শিখায় কেবল ভালো মানুষ হতে নয়, বরং সৎ, দায়িত্ববান ও মানবিক চরিত্রের অধিকারী হতে।

২. বিষয় নির্বাচনের কারণ

মানবজীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর সত্য হলো—পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যিনি সন্তানের জন্য পিতা-মাতার মতো নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারেন। সন্তানের প্রথম কান্না থেকে প্রথম পদচারণা, প্রথম ব্যর্থতা থেকে প্রথম সাফল্য—সবকিছুর অন্তরালে থাকে পিতা-মাতার অশেষ ত্যাগ, স্নেহ ও দোয়া। তবুও আধুনিক সমাজে আমরা ক্রমে দেখতে পাচ্ছি এক নির্মম বাস্তবতা—সন্তানরা ব্যস্ততার অজুহাতে পিতা-মাতাকে অবহেলা করছে, পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে, এবং জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনেক পিতা-মাতা আশ্রয় খুঁজছেন বৃদ্ধাশ্রমের নীরব কক্ষে, যেখানে সন্তানের স্নেহের উষ্ণতা নেই, পারিবারিক মায়ার আলো নেই। এই বাস্তবতা কেবল একটি সামাজিক সমস্যা নয়, এটি মানবিকতার গভীর সংকট।

এই বেদনাদায়ক পরিবর্তন আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে—কেন সেই পিতা-মাতা, যারা সন্তানের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, শেষ সময়ে নিরাপত্তাহীনতা ও একাকিত্বে ভুগবেন? কেন সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধুই তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে, বাস্তব জীবনে তার প্রামাণ্য প্রতিফলন ঘটবে না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমি এই বিষয়টি আমার গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছি।

পিতা-মাতার অধিকার কেবল নৈতিক বা সামাজিক দাবি নয়; এটি ধর্মীয়ভাবে উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত। কুরআনে আল্লাহ তাআলা নিজের ইবাদতের পরপরই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। নবিজি (সা.) পিতা-মাতার সেবাকে জান্নাত লাভের দ্বার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কিন্তু আজকের সমাজে ধর্মীয় নির্দেশনা ভুলে গিয়ে মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে পারিবারিক মূল্যবোধ ক্ষয় হচ্ছে, সন্তানরা দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছে, এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ভালোবাসা ও দায়িত্বের ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। তাই এই গবেষণা শুধু একটি একাডেমিক আলোচনা নয়; এটি একটি মূল্যবোধের পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টা।

এই বিষয়টি আমি আরও একটি ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে নির্বাচন করেছি। আমি দেখেছি—পিতা-মাতার একটি দোয়া সন্তানের জীবন পাল্টে দিতে পারে, আবার সন্তানের অবহেলা পিতা-মাতার চোখে কতটা অশ্রু এনে দিতে পারে। আমি অনুভব করেছি—পিতা-মাতার হৃদয় ভাঙা মানে আসলে একটি সভ্যতার হৃদয় ভেঙে দেওয়া। তাই আমি চাই, আমার গবেষণার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে, সমাজকে ভাবতে বাধ্য করতে, এবং পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে—পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন মানে শুধু কর্তব্য নয়, এটি ভালোবাসার সর্বোচ্চ রূপ, এটি কৃতজ্ঞতার ভাষা, এটি মানবিকতার পরিচয়।

এই থিসিসের মাধ্যমে আমি পিতা-মাতার প্রকৃত মর্যাদা তুলে ধরতে চাই, সন্তানের দায়িত্বের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে চাই, অবহেলার ফলে যে মানসিক ও সামাজিক বিপর্যয় তৈরি হয় তা উদঘাটন করতে চাই, এবং অবশেষে এমন সমাধানের পথ দেখাতে চাই যা পরিবারকে পুনরায় ভালোবাসা, সম্মান ও দায়িত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে।

কারণ আমি বিশ্বাস করি—একটি জাতির উন্নয়ন কেবল প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে নয়, সুস্থ পারিবারিক বন্ধনে, পারস্পরিক দায়িত্ববোধে এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসায় নিহিত। আর সেই ভালোবাসা পুনর্জাগরণের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে—এই গবেষণা।

এই প্রেক্ষাপটে "পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়টি গবেষণার জন্য বেছে নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে হারিয়ে যাওয়া শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ, এবং পারিবারিক বন্ধনের পুনর্জাগরণ ঘটানো। এই বিষয়টি শুধু নৈতিক বা সামাজিক নয়, বরং ধর্মীয় ও মানবিক দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ

২.১ ধর্মীয় প্রেরণা ও নৈতিক তাৎপর্য

ইসলাম, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ—সব ধর্মেই পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও সেবার গুরুত্ব অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় উল্লেখিত।
কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

" وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"

“তোমার প্রভু আদেশ করেছেন, তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করো এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।”
— (সূরা আল-ইসরাঃ ২৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত আছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত আছে পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে।”
— (তিরমিজি, হাদীস: ১৮৯৯)

ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা সর্বোচ্চ। কোরআন ও সুন্নাহে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের সদাচরণের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَـٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থ:
আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছি।
যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে প্ররোচিত করে যার বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা শোনো না।
তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে, আমি তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করব।

সূরা আল-আনকাবুত (২৯:৮)

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্নিত,,

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবীরা গুনাহ্‌র কথা উল্লেখ করলেন অথবা তাঁকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ও আছে। মুলত নবীদের দ্বারা আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

২.৩ সামাজিক ও মানবিক প্রয়োজন

পরিবার কেবল ব্যক্তির গঠন নয়, এটি সমাজের নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি। পিতা-মাতা সেই ভিত্তির অটল স্তম্ভ। তারা সন্তানকে জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা, দায়িত্ববোধ এবং আচরণগত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। বর্তমান সমাজে দেখা যাচ্ছে, পারিবারিক বন্ধন ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। বৃদ্ধ পিতা-মাতার যত্ন নেওয়ার পরিবর্তে অনেক সন্তান তাঁদের বোঝা মনে করছে। এ ধরনের আচরণ পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সমাজে মানসিক চাপ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। মা-বাবা নিঃস্বার্থ ভালোবাসার এক অপরিসীম উদাহরণ। সন্তানকে সুখী দেখতে তারা নিজের স্বপ্ন, আনন্দ এবং প্রায়শই নিজের জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করে দেন।
তাদের ভালোবাসা নদীর স্রোতের মতো—অবিরাম, নিরবচ্ছিন্ন এবং নিঃশর্ত। সন্তানের দায়িত্ববোধ, শ্রদ্ধা ও যত্ন শুধু পরিবারকে দৃঢ় করে না, সমাজের মানবিক ও নৈতিক মানকেও উন্নত করে। যখন সন্তান পিতা-মাতার অধিকার বোঝে, তখন তার মধ্যে সহানুভূতি, মানবিক চেতনা এবং নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। পরিবার ও পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ সামাজিক স্থিতিশীলতার মূল। সন্তানদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হলে পরিবার ও সমাজ দুটোই শক্তিশালী হয়। সমাজে পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে

সচেতনতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এটি শুধু পরিবারকে সুসংগঠিত রাখে না, বরং নতুন প্রজন্মকে মানবিক ও নৈতিকভাবে গড়ে তোলে। মা-বাবার প্রতি সন্তানদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, যত্ন এবং শ্রদ্ধা জীবনকে পূর্ণতা দেয়। এটি শুধুমাত্র দায়িত্ব নয়; এটি ভালোবাসার সবচেয়ে সুন্দর ও নিখুঁত প্রতিফলন।

পরিবার সমাজের মৌলিক একক, এবং পিতা-মাতা হলো সেই এককের নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি। তারা সন্তানকে জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ব এবং আচরণগত দিকনির্দেশনা দেয়।
অপরদিকে, পিতা-মাতার প্রতি অবজ্ঞা ও দায়িত্বহীনতা পারিবারিক ভাঙন, মানসিক চাপ এবং সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি করতে পারে।

বর্তমান সমাজে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে। বৃদ্ধ পিতা-মাতার যত্ন নেওয়ার পরিবর্তে অনেকেই তাঁদের বোঝা মনে করছে। সন্তানের নৈতিক অবক্ষয় ও আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা সমাজে এক গভীর সংকট সৃষ্টি করেছে।
এই গবেষণার মাধ্যমে সমাজে পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সন্তানদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা যাবে।

মা-বাবা সেই মানুষ, যাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা সন্তানের জন্য নদীর স্রোতের মতো নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়। সন্তানের সামান্য হাসি দেখার জন্য যাঁরা নিজের স্বপ্ন, সুখ এমনকি নিজের জীবনও ত্যাগ করেন—তাঁদের প্রতিদান শুধু দায়িত্ব নয়, বরং ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ প্রতিফলন।

২.৪ মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগীয় দিক

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, সন্তানের আচরণ ও মানসিক বিকাশের মূল ভিত্তি গড়ে ওঠে পিতা-মাতার স্নেহ ও দিকনির্দেশনায়। যেসব সন্তান পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধ শেখে, তারা সমাজে দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে ওঠে।
এই বিষয়টি গবেষণার মাধ্যমে সমাজে পরিবারকেন্দ্রিক আবেগীয় স্থিতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

২.৫ আইনগত ও নীতিগত গুরুত্ব

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা বিষয়ে আইনি দায়িত্ব নির্ধারিত আছে।
বাংলাদেশে “পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩” অনুযায়ী, প্রত্যেক সন্তান আইনত বাধ্য পিতা-মাতার দেখভাল করতে।
এই গবেষণা আইন ও নৈতিকতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে দেখাবে কীভাবে ধর্মীয় নির্দেশনা রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
এই সব গুলো দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি এই বিষয় টা নির্বাচন করেছি।

৩. সাহিত্যধর্মী সুচনা :-

পিতা-মাতার স্নেহ ও দৃষ্টি মানবজীবনের অমূল্য দিশারী। জীবনের প্রথম নিঃশ্বাস থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপে তাদের ছায়া সন্তানকে মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে গড়ে তোলে। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য শুধুমাত্র সামাজিক দায়িত্ব নয়; এটি হৃদয়ের অন্তর্নিহিত নৈতিক আহ্বান, যা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রভাব ফেলে।

মানুষের জীবনের সূর্যোদয় হয় যে দু'টি মুখের ছায়ায়—সেই মুখ দুটি হলো পিতা ও মাতা। তাঁদের দো'আয় লুকিয়ে থাকে সন্তানের ভবিষ্যৎ, তাঁদের চোখের অশ্রুয়েই জ্বলে সন্তানের জীবনের প্রদীপ। পিতা-মাতা সেই অমূল্য ধন, যাঁদের ত্যাগের হিসাব কোনো কলম লিখে শেষ করতে পারে না।

শৈশবে তাঁদের আঙুল ধরে আমরা হাঁটা শিখেছি, তাঁদের কণ্ঠে "বাবা" ও "মা" শব্দ দুটি উচ্চারণ করতে শিখেছি—যে দুটি শব্দেই পৃথিবীর সমস্ত মমতা, ভালোবাসা আর আত্মত্যাগের ছোঁয়া লুকানো। তাঁরা ক্লান্ত শরীর নিয়ে রাত জেগেছেন আমাদের ঘুম পাড়াতে, নিজের ক্ষুধা ভুলে খাইয়েছেন আমাদের মুখে প্রথম আহার।

কিন্তু সময়ের নির্মম গতিতে যখন তাঁদের পিঠ বাঁকা হয়ে আসে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়, তখনই সন্তানের কর্তব্য শুরু হয়—সেই ত্যাগের ঋণ একটু হলেও পরিশোধ করার সময় আসে। পিতা-মাতা কেবল দায়িত্ব নয়, তাঁরা এক সেতু—যে সেতু পার হয়েই মানুষ জান্নাতের পথ খুঁজে পায়।

যে সন্তান পিতা-মাতার প্রতি কোমল হৃদয়ে ভালোবাসা রাখে, তাঁদের সেবা করে, তাঁর ঘরে আল্লাহ বরকত বর্ষণ করেন; আর যে তাদের অবহেলা করে, সে নিজের জীবন থেকেই আলো নিভিয়ে দেয়। কারণ, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁদের রাগই আল্লাহর রাগ।

তাই সন্তানের জীবনের সবচেয়ে মহিমান্বিত দায়িত্ব হলো—পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় জীবনকে পরিপূর্ণ করা। তাঁদের প্রতিটি নিঃশ্বাস যেন শান্তিতে ভরে ওঠে সন্তানের সেবায়, এটাই হোক মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ইসলামী শিক্ষার আলো এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞান উভয়ই স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে, সন্তান যখন তাদের সম্মান, স্নেহ ও দোয়া প্রদর্শন করে, তখন সে কেবল পরিবারের বন্ধনকে দৃঢ় করে না, বরং নিজের চরিত্র ও মানসিকতা ও উন্নত করে। এই গবেষণায় আমরা সেই দায়িত্বের গভীরতা, নৈতিক প্রভাব এবং আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছি, যাতে পাঠক হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের সৌন্দর্য ও মহিমা।

৪.থিসিসে / গবেষণার উদ্দেশ্য

৪. ১. মেইন উদ্দেশ্য

৪.১.১ আল্লাহর সন্তুষ্টি : - আল্লাহর তায়ার সন্তুষ্টি লাভ করা এবং এই থিসিসের শিক্ষা নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা।

৪.১.২ পূর্ণাঙ্গ ধারনা তৈরি :- পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রকৃতি, তাৎপর্য এবং এর সামাজিক-নৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা,
ইসলামী শিক্ষা ও বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি করা।
অর্থাৎ, গবেষণা কেবল "কী দায়িত্ব আছে" তা তালিকাভুক্ত করবে না, বরং দেখাবে কিভাবে দায়িত্ব পালন বা অবহেলা ব্যক্তি ও সমাজকে প্রভাবিত করে, এবং ইসলাম এই বিষয়ে কী নির্দেশ দিয়েছে।

৪.২. উপ-উদ্দেশ্যসমূহ (Specific Objectives)

৪.২.১. **ধর্মীয় বিশ্লেষণ:**
কুরআন ও হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দয়া, শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও সেবার নির্দেশাবলী বিশ্লেষণ করা।
৪.২.২ **নৈতিক ও মানবিক দিক:**
সন্তানদের মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা ও সহমর্মিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা। বৃদ্ধাশ্রমের ব্যবহার ও প্রসার বিশ্লেষণ করা, এবং তা কীভাবে সন্তানদের দায়িত্ব পালনের সামাজিক ও নৈতিক প্রতিফলন।

৪.২.৩ **সামাজিক বাস্তবতা মূল্যায়ন:**

বর্তমান সমাজে সন্তানরা পিতা-মাতার প্রতি কতটা দায়িত্ব পালন করছে এবং দায়বদ্ধতার অভাবের কারণ বিশ্লেষণ করা। সমাজে বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধির কারণগুলো বোঝা, যেমন পারিবারিক একাকীত্ব, আর্থিক ও সামাজিক।

৪.২.৪ **শিক্ষা ও সচেতনতা:**

শিক্ষা ও পরিবারে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব মূল্যায়ন, যা পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে সহায়ক।

৪.২.৫ **পরিণতি বিশ্লেষণ:**

যেসব সন্তান দায়িত্ব পালন করে না, তাদের জীবনে, সমাজে ও আখিরাতে এর প্রভাব বিশ্লেষণ।

৪.২.৬ **ভালোবাসা ও দয়ার বাস্তব প্রয়োগ:**

সন্তানরা কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে তা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো।

৪.২.৭ **তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ:**

ইসলামী আদর্শ ও আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও মিল বিশ্লেষন করে

৪.২.৮ **কর্তব্য সচেতনতা বৃদ্ধি :**

সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকগুলো সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা,

৪.২.৯ **সচেতনতা সৃষ্টি:**

গবেষণার মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি, যাতে সন্তানরা পিতা-মাতাকে কেবল জন্মদাতা নয়, বরং জান্নাতের মাধ্যমে ঈমানের অংশ হিসেবে দেখে।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য একটি সমন্বিত নৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক বিষয়। এটি কেবল পারিবারিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে না, বরং সমাজে নৈতিক সংহতি স্থাপন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথও সুগঠিত করে। এই থিসিসের মাধ্যমে

আমি সেই দায়িত্বের গুরুত্ব, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং প্রভাবসমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করছি ইনশাআল্লাহ।

৫. গবেষনা / থিসিসের প্রশ্ন সমুহ

৫.১ মেইন প্রশ্ন (Main questions):
পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি এবং কিভাবে তা বাস্তবে পালিত ও অবহেলিত হচ্ছে.?

৫.২ উপ-প্রশ্নসমূহ (Sub-questions):

১. ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

২. বর্তমান সমাজে সন্তানরা এই দায়িত্ব কতটা পালন করছে?

৩. পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব অবহেলার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব কী কী?

৪. শিক্ষা, ধর্ম ও সামাজিক পরিবেশ পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
৫. বাস্তব জীবনের উদাহরণ ও কাহিনীর মাধ্যমে দায়িত্ব পালন বা অবহেলার শিক্ষণীয় দিকগুলো কীভাবে প্রকাশ করা যায়?
৬. কিভাবে সন্তানের দায়িত্ব পালন পরিবার ও সমাজে সম্পর্ক ও শান্তি বজায় রাখতে সহায়তা করে?

৭. শরীয়ত বিরোধী কাজ হলে ও তা না করার মাধ্যমে কিভাবে সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায়?

৮ "বৃদ্ধাশ্রমের ব্যবহার কি পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালনের ঘাটতির প্রতিফলন?"

৯ "সমাজে বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধির কারণগুলো কী কী, এবং তা পরিবারের দায়বদ্ধতা ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত?"

১০ "বৃদ্ধাশ্রমের প্রসার কি নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতির সাথে যুক্ত?"

৬. গবেষণার গুরুত্ব :-

প্রতিটি গবেষনার মুল লক্ষ্য হলো শুধু মাত্র তথ্য সংগ্রহ নয়, বরং সেই তথ্যের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা তৈরি করা।নৈতিক শিক্ষা পৌছে দেওয়া এবং জীবন মান উন্নয়ন করা। নিচে এই গবেষনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো।

৬.১ ধর্মীয় গুরুত্ব

কুরআন ও হাদীসে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখিত। কুরআন ও হাদিস উভয়েই এর প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছে।

গবেষণা শিশু, কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মনে স্মরণ করাবে যে, পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন শুধুমাত্র সামাজিক কর্তব্য নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

সুরা নিসা আয়াত ৩৬

“আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শির্ক করো না।
পিতামাতার প্রতি সদাচরণ কর।

অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের পরেই মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যা এর ধর্মীয় গুরুত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশ। মুলত আল্লাহর এই আদেশ মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়।

৬.২ মানবিক গুরুত্ব

পরিবার ও সমাজে শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা এবং দায়িত্ববোধের মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

সন্তানদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা, দয়া ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করে, যা সুস্থ সামাজিক পরিবেশের ভিত্তি তৈরি করে।
পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন ধর্মীয় ছাড়া ও এটা একটা মানবিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই মানবিক দায়িত্বের অর্ধেক পালিত হয়ে থাকে।

৬.৩ সামাজিক গুরুত্ব

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন সম্পর্ককে দৃঢ় করে, পরিবারে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখে। পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবা পরিবারে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। ইসলামিক সমাজ বিজ্ঞানি সৈয়দ কুতুব বলেন "পারিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম একক।যদি সন্তানরা পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বশীল হয়,তবে গোটা সমাজেই শান্তি প্রতষ্ঠিত হয় "।
(ফি যিলালিল কুরআন)

অবহেলার ফলাফল—যেমন পারিবারিক বিচ্ছেদ বা মানসিক অস্থিরতা—কতটা হ্রাস করা যায় তা তুলে ধরা সম্ভব।

৬.৪ নৈতিক গুরুত্ব

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন শুধু ধর্মীয় নয়, এটি নৈতিক চরিত্র গঠনের মুল ভিত্তি। সন্তান যদি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সাথে পিতা-মাতার সেবা করে,তবে তার ভেতরে বিনয়,কৃতকৃতজ্ঞতা গড়ে উঠে।

৬.৫ শিক্ষাগত গুরুত্ব

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এই গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পাঠ্যক্রম বা কর্মশালা আয়োজন করতে পারে।
সন্তানদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধ বিকাশে সহায়ক হবে।

৬.৬ বাস্তব জীবনের গুরুত্ব

দৈনন্দিন জীবনে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন ও সেবা করার বাস্তব উপায় তুলে ধরা। কেননা আমাদের প্রতিনিয়ত জীবনের সব অংশে পিতা মাতার গুরুত্ব অপরিসীম।

আর তা আমরা বিভিন্ন ভাবে লাভ করে থাকি। যেমিন, প্রাপ্ত উদাহরণ, গল্প ও কাহিনী সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

৬.৭ ভবিষ্যৎ গবেষণার গুরুত্ব

ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। সমাজবিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচন করবে।

পরবর্তী গবেষকরা আধুনিক প্রযুক্তি, সামাজিক মিডিয়া ও পারিবারিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে কাজে লাগাতে পারবে।

এই অধ্যায় স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, গবেষণার উদ্দেশ্য, উপ-উদ্দেশ্য, গবেষণা প্রশ্নসমূহ এবং গুরুত্ব একসাথে এক সুগঠিত কাঠামো দেয়।
এতে থিসিস কেবল ধর্মীয় ও নৈতিকভাবে নয়, বাস্তব ও সামাজিক দিক থেকেও সমৃদ্ধ হয়।

৭. সাহিত্য পর্যালোচনা

মানবজীবনের সম্পর্কের বিশাল পরিসরে পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক এক অনন্য অলৌকিক বন্ধন। এ সম্পর্কের গভীরে আছে অশেষ ভালোবাসা, ত্যাগের সুধা আর মমতার অবিরাম ঢেউ। পিতা-মাতা সেই মানুষ, যাদের নিঃস্বার্থ স্নেহে সন্তান প্রথমবার পৃথিবী চিনে নেয়, জীবনের মানে শিখে, আশ্রয়ের মর্ম বোঝে। তাদের স্নেহের স্পর্শে সন্তান যেমন বেড়ে ওঠে, তেমনি গড়ে ওঠে তার নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মানবিকতা।

সভ্যতার ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে, প্রতিটি ধর্মে, প্রতিটি সাহিত্যধারায় পিতা-মাতার মর্যাদা ও সন্তানের কর্তব্যকে আলোর মত উজ্জ্বল করে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন—

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

(সুরা আল লোকমান আয়াত -১৪)

অর্থ- "আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই কাছে (সকলের) প্রত্যাবর্তন হবে।"

এই আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার অধিকারকে স্থান দেওয়া হয়েছে, যা তাদের মর্যাদার সর্বোচ্চ প্রমাণ। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন—

" এক লোক রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞেস করলো - আমি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করছি, এখন আপনার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞেস করতে এসেছি। রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা আছেন কি? সে বল্ল জ্বী আছেন।রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,তার খেদমতে লেগে থাকো। জান্নাত তোমার মায়ের পদতলে" (সহীহ আল-নাসায়ী, হাদীস নং ৩১০৪)

এই বাণী যেন মমতার সবচেয়ে সুন্দর কবিতা, যেখানে মায়ের পদতলেই সন্তানের জান্নাতের দরজা খুলে যায়।

মানুষের আবেগ, নৈতিকতা ও মানবতার যে শিকড়, তা পরিবার থেকেই গড়ে ওঠে। পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধ সেই শিকড়েরই পুষ্টি। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, যাদের মনে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা রয়েছে, তাদের জীবন শান্ত, হৃদয় নির্মল, সমাজে তাদের অবদান গভীর।

সবশেষে বলা যায় — পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু একটি ধর্মীয় আদেশ নয়; এটি মানুষের অন্তরের গভীরতম আহ্বান, ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ রূপ, আর মানবতার অনন্ত আলোকধারা।

বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক নৈতিক গ্রন্থে পিতা মাতার প্রতি কর্তব্যের ও গুরুত্ব বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে।

৭.১ কুরআনুল কারীমে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৭.১.১ সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের উপস্থাপন

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বহু স্থানে পিতা-মাতার মর্যাদা, তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সবচেয়ে বিখ্যাত আয়াতগুলোর একটি হলো :-

সুরা আল-ইসরা (১৭:২৩)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অর্থ : - “তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁর ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করো না এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।"
উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাঁর নিজের ইবাদতের সাথে পিতামাতার সেবাকে একত্রিত ভাবে বর্ননা করেছেন।অর্থাৎ এটাকে তাওহীদ এর পরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর কারন সৃষ্টি কর্তা হিসেবে যেমন আল্লাহর কোন শরীক নেই, তেমনি জন্মদাতা হিসেবে পিতা মাতার ও কোন শরীক নেই। আল্লাহর ইবাদত যেমন অপরিহার্য তেমনি পিতা মাতার সেবাও অপরিহার্য।

এছাড়া ও সুরা বাকারাতে আল্লাহ তায়ালা পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।যেমন আল্লাহ বলেন,

সুর আল বাকারাহ (২:৮৩)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَٰنًا

অর্থ :- "আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম — তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করো না এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো,

অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের পর পিতামাতার আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। তাঁদের সাথে সদাচারের কথা বলা হয়েছে।
তেমনি সুরা নিসাতে ও আল্লাহ পিতা মাতার প্রতি সদাচারের কথা বলেছেন।

সুরা আন নিসা (৪:৩৬)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

অর্থ :- "আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শির্ক করো না।
পিতামাতার প্রতি সদাচরণ কর।"

আল্লাহ তায়ালা যেমন সরাসরি ভাবে পিতা মাতার অনুগত্যের কথা বলেছেন তেমনি লোকমান হাকিম নামক এক জ্ঞানি ব্যক্তির মা বাবা সম্পর্কে ওনার ছেলেকে দেওয়া উপদেশ ও কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

সুরা আল লোকমান (৩১:১৫)

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

অর্থ:- "যদি তারা অর্থাৎ (পিতা মাতা) তোমাকে আমার সঙ্গে এমন কিছু শির্ক করতে জোর দেয়, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আজ্ঞা মেনে চলো না।
তবু তাদের সঙ্গে পৃথিবীতে সদাচরণ কর।

অর্থাৎ এখানে শরীক বলতে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদারের কথা বলা হয়েছে, সেক্ষত্রে তাঁদের সেই আদেশ মান্য করা যাবে না। কিন্তু এরপর ও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

সুরা আনকাবুত (২৯:৮)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থ:- "আমরা মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি।
কিন্তু যদি তারা তোমাকে এমন কিছু শির্ক করতে বাধ্য করে, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মেনে চলো না।
শেষে তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে, আমি তোমাদের জানাবো যা কিছু তোমরা করেছ।"
সুরা আহকফ (৪৬:১৫)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

অর্থ :- "আমরা মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি; তার মা তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে; তার গর্ভধারণ ও দুধ খাওয়ানোর সময়কাল ছিল ত্রিশ মাস।

৭.১.২ শির্ক নিষিদ্ধ করার পরপরই পিতা-মাতার হকের উল্লেখ

আয়াতগুলোতে দেখা যায় যে, আল্লাহ প্রথমে নিজেকে একমাত্র ইবাদ্য হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তারপরই পিতা-মাতার অধিকার উল্লেখ করা হয়।
সূরা আনআম (৬:১৫১)

أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِۦ شَيْـًٔا وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا

অর্থ :- "তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো"।
এর মাধ্যমে বোঝানো হয়—আল্লাহর সাথে কোনো شريک না করা এবং পিতা-মাতার প্রতি সর্বোচ্চ সদাচরণ অপরিহার্য।

৭.১.৩ পিতা-মাতার প্রতি দয়া, নম্রতা ও দোয়া

পিতা-মাতার প্রতি দয়া ও নম্র আচরণের নির্দেশ:
সুরা ইসরা (১৭:২৪)

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

"দয়া ও করুণার সঙ্গে তাদের সম্মান কর।"

দোয়ার নির্দেশ:

رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا
"হে প্রভু! তাদের প্রতি দয়া কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।

এখানে কেবল শারীরিক সেবা নয়, বরং মনোভাব, কৃতজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক দিকও গুরুত্ব পেয়েছে।

৭.২ সহীহ হাদীসে পিতা-মাতার অধিকার ও সন্তানের কর্তব্য

হাদীসে পিতা-মাতার মর্যাদা এবং সন্তানের দায়িত্ব আল্লাহর নির্দেশনার পরিপূরক। হাদীস কেবল আইনগত নির্দেশ দেয় না, বরং মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিকও প্রকাশ করে। সহীহ হাদীসে দেখা যায়, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকে ঈমানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

এটি কেবল পারিবারিক দায়িত্ব নয়, বরং একজন মুসলিমের চরিত্র ও নৈতিকতার অন্যতম ভিত্তি

৭.২.১ পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ " أَحَىٌّ وَالِدَاكَ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ "

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্নিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসলো। এরপর সে তাঁর নিকট জিহাদে অংশগ্রহনের অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন, তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তাদের উভয়ের (খিদমাত করে) সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা কর।

(সহিহ মুসলিম হাদিস:৬৩৯৮)

এই হাদিসে দেখা যায়, আল্লাহর রাসূল (সা.) জিহাদের চেয়ে পিতা-মাতার সন্তুষ্টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এটি আমাদের মনে করায় যে, জীবনের বৃহত্তম সাফল্য কেবল আল্লাহর ইবাদত নয়, বরং পিতামাতার প্রতি ভালো ব্যবহার ও সেবা থেকেও আসে

এছাড়া ও আরেক টা হাদিসে আছে,
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ . قَالَ " فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَىٌّ " . قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلاَهُمَا . قَالَ " فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন

তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর দরবারে দরবারে আগমন করলো। এরপর সে বলল, আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের জন্য বাই’আত গ্রহণ করব। (এর দ্বারা) আমি আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, তারা দুজনেই জীবিত। তিনি আবার বললেন, সত্যিই কি! তুমি আল্লাহর নিকট প্রতিদান আকাঙ্খা করছ? সে বলল, হ্যাঁ! তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দু’জনের সঙ্গে সদাচরণ কর।

(সহিহ মুসলিম হাদিস ৬৪০১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ " . قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّة" َ

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্নিত,, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নাক ধূলিমলিন হোক, আবারও নাক ধূলিমলিন হোক, আবারও নাক ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ব্যক্তির, হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে বার্ধক্যাবস্থায় পেল অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।

(সহিহ মুসলিম হাদিস: ৬৪০৪)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট কোন কাজ সব থেকে অধিক পছন্দনীয়? তিনি বলেন সময় মত সালাত আদায় করা। আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন তারপর কোনটি? তিনি বললেন,পিতা মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা।

(সহীহ বুখারি, হাদীস ৫৯৭০)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ " هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُك" َ

আবু ওমামা রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত
এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল সন্তানের উপর মাতা পিতার কি অধিকার আছে? তিনি বললেন : তারা তোমার জান্নাত তারা তোমার জাহান্নাম

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ৩৬৬২)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعَ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ " الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْه" ُ

আবু দারদা (রা) হতে বর্নিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন : পিতা হলো জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী দরজা। অতএব তুমি ঐ দরজা নষ্টও করতে পারো অথবা তার হেফাজতও করতে পারো

(সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৬৬৩)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাবার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং বাবার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর তায়ালার অসন্তুষ্টি।

(জামে আত-তিরমিজি,হাদিস:১৮৯৯)

এগুলো ছাড়া এমন অনেক হাদিস রয়েছে যেগুলো রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা, তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার এর কথা, তাদের জন্য দোয়ার কথা বলেছেন। যেমন

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ؟ قَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্নিত, এক ব্যক্তি নবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি হিজরত করার জন্য আমার পিতা-মাতাকে কান্নারত রেখে আপনার নিকট বায়আত হতে এসেছি। তিনি বলেনঃ তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেভাবে কাদিয়েছে সেভাবে
তাদের মুখে হাসি ফোটাও

সহিহ মুসলিম

৭.৩ তাফসিরে পিতা-মাতার মর্যাদা ও সন্তানের দায়িত্ব:

কুরআনের আয়াতগুলোকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাফসিরগ্রন্থ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ইবনে কাসির, মাআরিফুল কুরআন, তাওযীহুল কুরআন,তাফসীরে জাকারিয়া এবং আহসানুল বায়ান পিতা-মাতার মর্যাদা, সন্তানের দায়িত্ব, সদাচরণ ও দোয়ার গুরুত্ব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।
এই তাফসিরগুলো কেবল আয়াতের ব্যাখ্যা নয়, বরং সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক দিকও সমৃদ্ধভাবে তুলে ধরে।

৭.৩.১ তাফসীর ইবনে কাসির

তাফসীর ইবনে কাসির গ্রন্থ ইবনে কাসির (রা) এর।
তাফসির ইবনে কাসির এমন একটি গ্রন্থ, যা কুরআনের প্রকৃত মর্ম ও সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যাকে একত্রে উপস্থাপন করেছে।

এই তাফসির কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রামাণিকতা, স্বচ্ছতা এবং সহজবোধ্যতার এক অসাধারণ সমন্বয়।

তাফসির ইবনে কাসিরে কুরআনের আয়াতসমূহকে হাদীস, সাহাবা ও প্রাচীন আলিমদের বক্তব্য দিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থকে তাফসির সাহিত্যের মানদণ্ড বলা হয়, কারণ এটি জ্ঞান, সনদ ও বুঝের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভারসাম্য রক্ষা করেছে।

উম্মাহর সর্বস্তরে এই তাফসির এমনভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে যে, কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে এটি বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।
পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে কুরআনের কয়েক টা আয়াত নিয়ে ইবনে কাসির (রা) কি কি ব্যাখ্যা করেছেন তা আলোচনা করা হলো:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁর ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করো না,
এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।
তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়,
তবে তাদেরকে ‘উফ্’ পর্যন্ত বলো না,
তাদের ধমক দিও না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো।”
(সূরা আল-ইসরাঃ ১৭:২৩)

এখানে قَضَىٰ শব্দের অর্থ আদেশ করা। আল্লাহ তাআলার গুরুত্বপূর্ণ আদেশ যা কখনো নড়বার নই। তা এই যে এবাদত করতে হবে শুধু আল্লাহর এবং পিতা-মাতার আনুগত্যে যেন তিল পরিমান ত্রুটি না হয়।

আর وَلَا تَنْهَرْهُمَا বিশেষ করে তাদের বার্ধক্যের সময় তাদের সাথে ভদ্রতা পূর্ণ আচরণ করা। কোন বড় কথা মুখ দিয়ে বের না করা। এমনকি তাদের সামনে বিরক্তি সূচক কোনো কথা উচ্চারণ না করা।

বরং وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا আদব ও সম্মানের সাথে কথাবার্তা বলা, ভদ্রতার সাথে কথোপকথন করা। তারা যে সৎকাজে সন্তুষ্ট থাকেন সেই কাজ করা। তাদেরকে দুঃখ না দেওয়া।তাদের সামনে বিনয় প্রকাশ করা। তাদের বার্ধক্যের সময় এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া করা।

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

সুরা আহকফ ১৫ আয়াত

“আমরা মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি; তার মা তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে; তার গর্ভধারণ ও দুধ খাওয়ানোর সময়কাল ছিল ত্রিশ মাস।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ইবনে কাসির বলেন,

মা সন্তানকে কস্টের পর কস্ট করে গর্ভে ধারণা করেন। মুজাহিদ (রহ) বলেন,গর্ভে সন্তান ধারন করা মায়ের জন্য একটি কস্টকর ব্যাপার। কাতাদাহ (রহ) বলেন উহা হলো পরিশ্রান্তির উপর পরিশ্রান্তি।আতা আল খোরাসানি (রহ) বলেন, তা হলো দুর্বলতার সাথে আরো দুর্বলতা যোগ করা।

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

সুরা লোকমান আয়াত ১৫

“যদি তারা অর্থাৎ (পিতা মাতা) তোমাকে আমার সঙ্গে এমন কিছু শির্ক করতে জোর দেয়, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আজ্ঞা মেনে চলো না।
তবু তাদের সঙ্গে পৃথিবীতে সদাচরণ কর।
এখানে
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
তোমার মাতা পিতা যদি তোমাকে পিড়াপিড়ি করে। আমার সাথে শরিক করতে তোমার কোন জ্ঞান নেই। তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের প্রতি ইহসান কর পরিত্যাগ করবে।
তোমাদের উপর তাদের প্রার্থীর যে হক রয়েছে অবশ্যই পূরণ করবে। আল্লাহর নাফরমানি মুলক কথা মানবে না কিন্তু বাদ বাকি তাদের সকল কথা মানবে, কোন ভাবেই তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না।
তবে এটা মনে রাখতে হবে যে তারা যদি শিরকের দিকে আহবান করে তা মানা যাবে না।মানুষের জেনে রাখা উচিত যে তাদের আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যদি মানুষ আল্লাহর সাথে শিরক করার ক্ষেত্রে তাদের মাতা পিতার আদেশ না মানে এবং আল্লাহর উপর ইমান আনে ও সৎ কাজ করে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

৭.৩.২ তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন :

তাওযীহুল কুরআন মুফতি তাকি উসমানির সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য তাফসির গ্রন্থ। এতে কুরআনের আয়াতগুলো খুব সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠকও সহজে বুঝতে পারে।

গ্রন্থটি দলিলভিত্তিক ও সহিহ ব্যাখ্যার উপর দাঁড়ানো, তবে অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ আলোচনা এড়ানো হয়েছে।পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে কুরআনের আয়াত গুলো সম্পর্কে এই গ্রন্থে খুবই সুন্দর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন:

:
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

সুরা আহকফ ১৫ আয়াত

“আমরা মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি; তার মা তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে; তার গর্ভধারণ ও দুধ খাওয়ানোর সময়কাল ছিল ত্রিশ মাস।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতি ত্বকি উসমানী ওনার তাওযীহুল গ্রন্থে লিখেন যে, ঈমানের উপর অবিচল থাকার একটা দাবী এও যে, মানুষ তার পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।তাছাড়া সুরার পরিচিতিতে যেমন বলা হয়েছে,কোন কোন পরিবারে পুত্র ইসলাম গ্রহন করেছিলো। কিন্তু পিতা মাতা ছিলো কাফের,সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিতো এই কাফের পিতা মাতার সাথে কি রকম আচরন করবে? এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অনুগ্রহ বিপুল।তা সর্বদা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

আকিদা বিশ্বাসে কখনো তাদের অনুসরণ করা যাবে না এবং কোন গুনাহের ব্যাপারে ও তাদের কথা মানা যাবে না।

পরবর্তীতে

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মানব শিশুর জীবিত জন্মগ্রহনের সর্বনিম্ন মেয়াদ হল ছয় মাস আর দুধ পান করানোর সর্বোচ্চ মেয়াদ দু বছর। এভাবেই ত্রিশ মাস বা আড়াই বছর কাল শিশুর জন্য মাকে অতিরিক্ত কস্ট করতে হয়।

মুলত সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে প্রতিটি সন্তানের তার মায়ের ঋন কিছুতেই শোধ করতে পারবে না।

আরেক টা আয়াতে

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

সুরা আনকাবুত ৮ আয়াত

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, পিতা মাতা অমুসলিম হলে ও সন্তানের কর্তব্য তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। তাদেরকে অসম্মান করা বা তাদের মনে কস্ট দেওয়া কোন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। তবে তারা যদি কুফর ও শিরকে লিপ্ত হতে বাধ্য করতে চায়,তা কিছুতেই মানা যাবে না।

সুরা লোকমান এর ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাওযীহুল কুরআনে বর্নিত হয়ে যে,
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে পিতা মাতা কোন অন্যায় কথা বললে তা মানা তো জায়েয হবে না কিন্তু তাদের কথা এমন পন্থায় রদ করা যাবে না, যা তাদের জন্য কস্টকর হয় বা যাতে তারা নিজেদেরকে অপমানিত বোধ করে।
বরং তাদের কে নম্র ভাষায় বুজিয়ে দেওয়া উচিত যে, আমি আপনাদের কথা মানতে অপারগ। কেবল এতোটুকুই নয় ; বরং সাধারণ ভাবে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই তাদের সাথে সদাচারন করতে হবে। তাদের খেদমত করতে হবে। আর্থিকভাবে তাদের সাহায্য করতে হবে। আর তারা অসুস্থ হয়ে গেলে তাদের সেবা যত্ন করতে হবে ইত্যাদি।

আরেকটা যেমন:
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অর্থ:

“তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁর ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করো না,
এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।
তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়,
তবে তাদেরকে ‘উফ্’ পর্যন্ত বলো না,
তাদের ধমক দিও না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো।”

(সূরা আল-ইসরাঃ ১৭:২৩)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,"উফ" পর্যন্ত বলো না এর অর্থ, তাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করো না। আর তাদেরকে বিরক্তিসূচক কোন কথা বলো না,যেমন তারা যদি কোন কথা বার বার বলে বা অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলে, যেমন বৃদ্ধ ও শিশুরা করে থাকে, তখন বিরক্তির সাথে তার জবাব দিও না।

৭.৩.৩ তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন :

মাআরেফুল কুরআন খুব সহজ ভাষার একটি প্রসিদ্ধ তাফসিরগ্রন্থ।
এটি লিখেছেন মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.)।
মূলত উর্দু ভাষায় লেখা হলেও পরে বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।
৮ খণ্ডে পুরো কুরআনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।
সহজ ব্যাখ্যার সাথে সাথে হাদীস, ফিকহী মাসআলা ও নসীহতও আছে। পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। নিচে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো ;

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

(সুরা নিসা আয়াত ৩৬)

“আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শির্ক করো না।
পিতামাতার প্রতি সদাচরণ কর।"

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাআরেফুল কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে। তাওহীদের পর পিতা মাতার অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা : অতপর সমস্ত আত্মীয় আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিতা মাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় এবাদত বন্দেগী হক সমূহের পর পরই পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত বিবরণ দানের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন। যে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহ একান্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কিন্তু বাহ্যিক উপকরণের দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়। আল্লাহ এরপরে মানুষের প্রতি সর্বাধিক ইহসান বা অনুগ্রহ থাকে পিতা-মাতার।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَٰنًا

“আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম —
তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করো না,
এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো,

(সুরা বাকারা আয়াত ৮৩)

অর্থাৎ যখন আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি যে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করবে না এবং পিতা মাতার প্রতি সদে ব্যবহার করবে। পিতা মাতার ব্যাপারে এ কথা বলা হয়নি যে তাদের হক সমূহ আদায় করবে কিংবা তাদের সেবাযত্ন করবে বরং বলা হয়েছে তাদের প্রতি احسان (ইহসান) করবে। এ শব্দের সাধারণ মর্মে এ কথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে প্রয়োজন বোধে তাঁদের খোরপোশের জন্য স্বীয় সম্পদ ব্যয় করবে, প্রয়োজন অনুপাতে দৈহিক সেবা সুশ্রূষা করবে এবং তাদের সাথে কথা বলার সময় কঠোর ভাষায় এবং জোরে কথা বলবে না।
যাতে তাদের মনে কষ্ট হতে পারে। আর পিতা-মাতা যদি সন্তানের হক আদায়ের বেলায় শৈথিল্য ও প্রদর্শন করে,তথাপি তাদের সাথে কোনরকম অসদাচরণ করার অবকাশ নেই।
অন্য একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে,
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

সুরা আনকাবুত ৮ আয়াত
এখানে حسن ----- بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ শব্দটির ধাতু।এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমন্ডিত ব্যবহার কে অতিশয়ার্থে حسن বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। وان جاهداك لتشرك بي অর্থাৎ পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটা জরুরী যে আল্লাহর নির্দেশাবলির অবাধ্যতা না হয় না হয় সেই সীমা পর্যন্ত পিতা মাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করে। তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অর্থ:

"তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁর ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করো না, আর পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।
তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়,
তবে তাদেরকে 'উফ্' পর্যন্ত বলো না,
তাদের ধমক দিও না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো।"
— (সূরা আল-ইসরাঃ ১৭:২৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মাআরেফুল কুরআন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, প্রথম অংশে বলা হয়েছে আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। অর্থাৎ শিরক করো না।
আর দ্বিতীয় অংশ যে, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا এখানে বলা হয়েছে তোমার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তারা তোমার কাছে থাকে এবং তাদের একজন অথবা উভয়েই বার্ধক্যে অর্থাৎ বার্ধক্যের বয়সে উপনীত হয় এবং সে কারণে সেবা যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং যখন স্বভাবতই তাদের সেবা যত্ন করা কঠিন মনে হয়। তবে তাদেরকে হ্যা হু ও বলোনা এবং তাদেরকে ধমক দিওনা এবং তাদের সাথে খুব আদব সহকারে কথা বল।
তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে সবিনয়ে ইজ্জত সম্মান করে দাও এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর। "হে আমার পালনকর্তা।
তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন"। শুধু এই বাহ্যিক সম্মান পদর্শনকে যথেষ্ট মনে করো না।
অন্তরেও তাদের প্রতি এর প্রতি আদাব ও আনুগত্যের ইচ্ছে পোষণ করবে কেননা তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনের কথা খুব ভালো জানেন। তাদের সাথে বিরক্তিবশত কোন বাহ্যিক ত্রুটি যাতে না হয়ে যায়।

পিতা-মাতার আদব সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব : ইমাম কুরতুবী বলেন : এই আয়াত আল্লাহ তায়ালা পিতা মাতার আদব সম্মান ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্র করে ফরজ করেছেন।

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

(সুরা লোকমান আয়াত ১৫)

যখন লোকমান তার ছেলেকে উপদেশ ছলে বললেন হে বৎস! আল্লাহ পাকের কোন অংশীদার স্থাপন করো না। কেননা অংশী স্থাপন নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ। আর আমি মানবকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে বিশেষ আদেশ প্রদান করেছি। যেন তাদেরকে মান্য করে এবং তাদের সেবা-যত্ন করে। কেননা মাতা পিতা বিশেষ করে মা তাদের জন্য জানাবিদ জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। মা দুঃখের উপর দুঃখ সয়ে তাদেরকে উপরে বহন করেছেন।
কেননা গর্ভধারণকাল বৃদ্ধির সাথে সাথে গর্ভবতীর দুঃখ কষ্টের মাত্র বেড়ে যায় এবং দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের পর তা ছাড়াতে হয়। অনুরূপভাবে পিতা ও অবস্থা অনুযায়ী ত্যাগ স্বীকার ও নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। তাই আমি আমার প্রাপ্য সমূহ আদায়ের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রাপ্য সমূহ আদায় করা নির্দেশ প্রদান করছি।

৭.৩.৪ তাফসীরে আহসানুল বায়ান

তাফসীরে আহসানুল বায়ান হচ্ছে কোরআনের একটি তাফসীর। যা "মুহাম্মদ আলী সুকাইনা" কর্তৃক রচিত। এটি আরবি আরবি থেকে বাংলাই অনুদিত হয়েছে।মুলত এটি একটি আধুনিক, সহজবোধ্য ও ব্যাখ্যা মুলক তাফসীর হিসেবে পরিচিত। নিচে পিতা মাতা সংক্রান্ত আয়াত গুলো আহসানুল বায়ানের সাহিত্যিক পর্যালোচনা উল্লেখ করা হলো

সুরা বনী ইসরাইল (আয়াত ২৩)
قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অর্থ:
তোমার প্রভু আদেশ করেছেন—তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে।তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনিত হলে তাদেরকে (বিরক্তি সুচক শব্দ) উফ বলো না এবং তাদেরকে ভৎর্সনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসুচক নম্র কথা।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পর দ্বিতীয় নম্বরে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাঁদের খেদমত করার এবং তাঁদের প্রতি আদব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কত যে গুরুত্ব তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

অর্থাৎ, প্রতিপালকের প্রতিপালকত্বের দাবীসমূহের সাথে সাথে পিতা-মাতার দাবীসমূহ পূরণ করাও অত্যাবশ্যক। হাদীসসমূহেও এর গুরুত্ব এবং এর প্রতি চরম তাকীদ করা হয়েছে। বিশেষ করে বার্ধক্যে তাঁদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলতে এবং তাঁদেরকে ধমক দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা, বার্ধক্যে তাঁরা দুর্বল ও অসহায় হয়ে যান। পক্ষান্তরে সন্তানরা হয় সবল এবং উপার্জন-সক্ষম ও (সংসারের সব কিছুর) ব্যবস্থাপক। এ ছাড়া যৌবনের উন্মাদনাময় উদ্যম এবং বার্ধক্যের ভুক্তপূর্ব স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সব অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি আদব ও শ্রদ্ধার দাবীসমূহের খেয়াল রাখার মুহূর্তটা হয় অতীব কঠিন। তাই আল্লাহর কাছে সন্তোষভাজন সেই-ই হবে, যে তাঁদের শ্রদ্ধার দাবী পূরণ ও প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হবে।

সুরা বনী ইসরাইল (আয়াত ২৪)

وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

অর্থ:
আর দয়ার সাথে বিনয়ী হয়ে তাদের প্রতি নম্রতার পাখা মেলে দাও এবং বলো, 'হে আমার প্রভু! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।'

পাখি যখন তার বাচ্চাদেরকে নিজ করুনার ছায়ায় রাখতে চায়, তখন তাদের জন্য নিজের ডানাকে নত করে দেয়। অর্থাৎ তুমি ও পিতা মাতার সাথে এরুপ উত্তম এবং করুনাসিক্ত আচরন কর।।আর তাদের ওই রূপ সেবা-যত্ন করো। যে রূপ তাঁরা তোমার সেবা- যত্ন করেছিলেন ; যখন তুমি শিশু ছিলে। অথবা এর অর্থ হল পাখি যখন উড়ার এবং ঊর্ধ্বে যাওয়ার ইচ্ছে করে। তখন তার ডানা দুটিকে প্রসারিত করে দেয়। আর যখন নিচে অবতরণ করার ইচ্ছে করে তখন ডানা দুটিকে গুটিয়ে নেই। এই দিক দিয়ে বাজু বিছিয়ে দেওয়ার অর্থ হবে পিতা-মাতার সামনে নম্র ও বিনয়ী হয়ে যাও।

সুরা আনকাবুত (আয়াত ৮)
وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حُسۡنًا ۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِى مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ فَلَا تُطِعۡهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

অর্থ:
আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছি।

যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে প্ররোচিত করে যার বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা শোনো না।
তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে, আমি তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করব।

কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের ও ইবাদতের আদেশ দানের সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করারও আদেশ দিয়েছেন। যাতে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর প্রতিপালকত্ব ও উপাস্যত্বের চাহিদা তারাই সঠিকভাবে বুঝতে ও পূরণ করতে পারে, যারা পিতা-মাতার আনুগত্য ও খিদমতের চাহিদাকে বুঝে ও পূরণ করে থাকে। যে ব্যক্তি এ কথা বুঝতে অক্ষম যে, পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব তার মাতা-পিতার মিলনের একান্ত ফল এবং তার লালন-পালন তাদের সীমাহীন করুণা ও মায়া-মমতার ফসল।
অতএব তাদের খিদমতে কোন প্রকার অনীহা ও তাদের কথার কোন প্রকার অবাধ্যতা প্রকাশ করা কোনক্রমেই সন্তানের উচিত নয়। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান অবশ্যই সৃষ্টিকূলের সৃষ্টিকর্তাকে বুঝতে এবং তাঁর একত্ববাদ ও ইবাদতের চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম। এই কারণেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকীদ হাদীসেও এসেছে।
এক হাদীসে মাতা-পিতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁদের অসন্তুষ্টিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ বলা হয়েছে।

অর্থাৎ, মাতা-পিতা যদি শিরক করতে অনুরূপ অন্যান্য পাপ করতে আদেশ করে এবং এর জন্য তারা যদি চাপ সৃষ্টি করে, তবুও তাদের আনুগত্য করা চলবে না। কেননা, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق অর্থাৎ, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন ব্যক্তির আনুগত্য চলবে না। (সহীহুল জামে ৭৫২০নং)
এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে সা'দ বিন আবী অক্কাস (রাঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়। কারণ যখন তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন, তখন তাঁর মাতা শপথ করেছিলেন যে, আমি আমরণ পানাহার করব না; যদি না তুমি মুহাম্মাদের নবুয়াতকে অস্বীকার করেছ! শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর মাতার মুখে জোরপূর্বক খাবার পুরে দিয়েছিলেন। যার জন্য উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।
(মুসলিম, তিরমিযীঃ সূরা আনকাবূতের ব্যাখ্যা পরিচ্ছেদ)

সুরা লোকমান (আয়াত ১৫)
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

“যদি তারা অর্থাৎ (পিতা মাতা) তোমাকে আমার সঙ্গে এমন কিছু শির্ক করতে জোর দেয়, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আজ্ঞা মেনে চলো না।
তবু তাদের সঙ্গে পৃথিবীতে সদাচরণ কর।

তিনি আপন বৎসকে করেছিলেন। মাঝের দুটি আয়াতে পৃথকভাবে আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। যার প্রথম কারণ এই বলা হয়েছে যে, লুকমান উক্ত অসিয়ত তাঁর ছেলেকে করেননি।
কারণ, এতে তাঁর নিজস্ব স্বার্থ ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যাতে এটা পরিস্ফুটিত হয়ে যায় যে,আল্লাহর একত্ব ও ইবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাদের সেবা করা জরুরী।
তৃতীয় কারণ এই যে, শিরক করা এত বড় পাপ যে, যদি পিতা-মাতা তা করার আদেশ করেন, তাহলে তাঁদের কথা মানা চলবে না।

সুরা আনআম (আয়াত ১৫১)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

বলুন, “এসো, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা পাঠ করে শুনাই— তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করো না,
আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো,"

অর্থাৎ, মাতা-পিতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে না। মহান আল্লাহর তাওহীদ (একত্বতা) এবং তাঁর আনুগত্যের পর এখানেও (এবং কুরআনের অন্য অনেক স্থানেও) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এ থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, প্রতিপালকের আনুগত্যের পর পিতা-মাতার আনুগত্য করার গুরুত্ব অপরিসীম। যদি কেউ এই ‘রুবূবিয়্যাতে সুগরা’ (পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের) দাবীসমূহ পূরণ না করে, তবে সে ‘রুবূবিয়্যাতে কুবরা’ (আল্লাহর আনুগত্যের) দাবীসমূহ পূরণ করতেও অসফল হবে।

সুরা আহকফ (আয়াত ১৫)

وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ

“আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে জন্ম দিয়েছে। গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময় মিলিয়ে ত্রিশ মাস।

অবশেষে যখন সে পূর্ণ বয়স্ক হয় এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছে, তখন বলে—

‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অনুগ্রহ করো যাতে আমি তোমার সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমার ও আমার পিতা-মাতার ওপর বর্ষণ করেছো, এবং এমন সৎকর্ম করি যা তুমি সন্তুষ্ট হবে।

আমার সন্তানের মাঝেও সংশোধন দান করো। নিশ্চয়ই আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি, এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশটিকে আরো বেশী জোরদার করার লক্ষ্যে এই দুঃখ-কষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে, সদ্ব্যবহারের এই আদেশে মা, বাপের উপর প্রাধান্য পাওয়ার দাবী রাখে। তার কারণ, একটানা দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত গর্ভধারণের কষ্ট এবং প্রসব বেদনা একমাত্র জননী একাই সহ্য করে থাকে।

পিতার এতে কোন অংশ থাকে না। তাই হাদীসেও সন্তানের সদ্ব্যবহারের শীর্ষে মাকে রাখা হয়েছে এবং বাপকে রাখা হয়েছে তিন ধাপ নিচে। একদা জনৈক সাহাবী নবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ‘আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী কে?’

তিনি উত্তরে বললেন, “তোমার মা।” সাহাবী আবার একই প্রশ্ন করলেন এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন। তৃতীয় দফায় আবার সাহাবী অনুরূপ জিজ্ঞাসা করলে নবী (সাঃ)ও একই জবাব দিয়ে বললেন, তোমার মা। পুনরায় চতুর্থবারে একই প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি (সাঃ) বললেন, “তোমার বাপ।” (মুসলিমঃ কিতাবুল বির্‌র্ অসসিলাহ)

فِصَال এর অর্থ দুধ ছাড়ানো। এ থেকে কোন কোন সাহাবী প্রমাণ করেছেন যে, গর্ভধারণের কমসে কম সময়কাল হল ছয় মাস। অর্থাৎ ছয়মাস গর্ভ থাকার পরে কোন নারীর যদি সন্তান

ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে সে ছেলে বৈধ বলেই গণ্য হবে, অবৈধ নয়। কারণ, কুরআনে দুধ পানের সময়কাল বলা হয়েছে দু' বছর (২৪ মাস)। (দেখুনঃ সূরা লুকমান ১৪, বাক্বারাহ ২৩৩ আয়াত) এই হিসাবে গর্ভধারণের সময়কাল ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে।

আর ُأَشُدَّه

পূর্ণ শক্তির কাল বলতে, যৌবন কালকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ এটাকে ১৮ বছর বয়স বলেছেন। এইভাবে বাড়তে বাড়তে সে চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়। এ বয়স হল জ্ঞান ও বিবেক শক্তির পূর্ণতা ও পরিপক্ক বয়স। এজন্যই মুফাসসির গনের মতে প্রতিটি নবীকে চল্লিশ বছর বয়সেই নবুয়ত দেওয়া হয়েছে। (ফাতহুল ক্বাদীর)

৭.৩.৫ তাফসীরে জাকারিয়া

তাফসীরে জাকারিয়া লিখেছেন "মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ জাকারিয়া (রহ)। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের একজন বিশিস্ট আলেম। এটি উর্দু ভাষায় রচিত পরে বাংলাই অনুদিত হয়েছে।

সুরা বনি ইসরায়েল (আয়াত ২৩)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করতে । পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উফ বলো না।আর তাদেরকে ধমক দিও না।তাদের সাথে সম্মান সুচক কথা বলো।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে قضى অর্থ امر বা নির্দেশ দিয়েছেন। মুজাহিদ বলেন,এখানে قضى মানে وصى বা অসিয়ত করেছেন। অন্য কোন কোন মুফাসসির বলেছেন,এখানে قضى শব্দটি قضاء شرعي বা শরীয়ত গত ফয়সালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পিতামাতার আদব,সম্মান এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরজ করেছেন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা নিজের শোকরের সাথে পিতা মাতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন। যেমন সুরা লোকমানে বলা হয়ে যে, " আমার শোকর কর এবং পিতা মাতার ও"। এতে প্রমানিত হয়েছে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতের পর পিতা মাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ওয়াজিব।হাদিসে এসেছে কোন একব্যক্তি রাসুল (স) কে জিজ্ঞেস করলো আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন টি.? তিনি বললেন, সময় হলে সালাত পড়া। সে আবার বল্ল তার পর কোন টি.? তিনি বললেন পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ।

অর্থাৎ যার পিতা-মাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলাবাহুল্য, আয়াতে ‘মারুফ’ বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে।

ইসলাম পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের এমনই গুরুত্ব দিয়েছে যে, যদি জিহাদ ফরযে আইন না হয়, ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকে, তখন পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্যে জেহাদে যোগদান করা জায়েয নেই।

আবদুল্লাহ ইবনে আমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, “একলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিহাদের যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার পিতামাতা কি জীবিত? সে বললঃ হ্যাঁ। রাসূল বললেন, “তাহলে তুমি তাদের খেদমতে জিহাদ করো”। [মুসলিমঃ ২৫৪৯]

অনুরূপভাবে পিতামাতার মৃত্যুর পরে তাদের বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করারও নির্দেশ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “কোন লোকের জন্য সবচেয়ে উত্তম নেককাজ হলো, পিতার মৃত্যুর পরে তার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতা-মাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সময়ও বয়সের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব।

কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতা-মাতা সন্তানের সেবাযত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানদের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়।

অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তদুপরি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতা-মাতার বাসনা এবং দাবীদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। আল্লাহ তা'আলা এসব অবস্থায় পিতা-মাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদপেক্ষা বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিল।

তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনাবাসনা তোমার জন্যে কোরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহমমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষিতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য।

أف বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যদ্দারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, যে কথায় পিতা-মাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ। এরপর বলা হয়েছে, (وَلَا تَنْهَرْهُمَا) এখানে نهر শব্দের অর্থ ধমক দেয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য।

প্রথমোক্ত দুটি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমনসব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতা মাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে,তাদের সাথে সম্প্রতি ও ভালোবাসাত স্বরে কথা বলতে হবে।

সুরা বনী ইসরাইল আয়াত ২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জাকারিয়া গ্রন্থে রয়েছে যে,পাখি যেমন তার সন্তানদের লালন পালন করার সময় তার ডানা নত করে আগলে রাখে তেমনি পিতা মাতাকে আগলে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তাছাড়া পাখি যখন উঠে তখন তার ডানা মেলে ধরে তারপর যখন অবতরন করতে চায় তখন ডানা গুটিয়ে নেয়। তেমনি পিতা মাতার প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাখি যেভাবে নিচে

নামার জন্য গুটিয়ে নিয়ে নিজেকে নিচে নামায় তেমনি তুমি নিজের থেকে গর্ব অহংকার ঝেড়ে মুক্ত হয়ে পিতা মাতার সাথে ব্যবহার করবে। (ফাতহুল কাদির)

উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন এর অর্থ, তাদের নির্দেশ মান্য করা এবং তাদের কাংখিত কোন বস্তু দিতে নিষেধ না করা। [ফাতহুল কাদীর]

এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার ষোল আনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোআ করবে যে, তিনি যেন করুণাবশতঃ তাদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। বৃদ্ধ অবস্থা ও মৃত্যুর সময় তাদেরকে রহমত করেন। [ইবন কাসীর]

সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও দো'আর মাধ্যমে সর্বদা পিতা মাতার খেদমত করা যায়। পিতামাতা মুসলিম হলেই তাদের জন্য রহমতের দোয়া করতে হবে।কিন্তু মুসলিম না হলে তাদের জীবদ্দশায় পার্থিব কস্ট থেকে মুক্ত থাকা ও ঈমানের তাওফীক হওয়ার দোয়া করা যাবে।

সুরা আনকাবুত এর ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জাকারিয়া গ্রন্থে রয়েছে যে,
আয়াতে বর্ণিত "যাকে তুমি আমার শরীক হিসেবে জানো না" বাক্যাংশটিও অনুধাবনযোগ্য। এর মধ্যে তাদের কথা না মানার সপক্ষে একটি শক্তিশালী যুক্তি প্রদান করা হয়েছে।

এতে শির্কের জঘন্যতা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ শির্কের সপক্ষে কোন জ্ঞান নেই। কেউ শির্ককে সঠিক বলে প্রমাণ করতে পারবে না। [সা'দী]
এটা পিতা-মাতার অধিকার যে, ছেলেমেয়েরা তাদের সেবা করবে, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে এবং বৈধ বিষয়ে তাদের কথা মেনে চলবে। কিন্তু শির্কের ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন গোনাহর কাজেও নয়। যেমনটি রাসূলের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এ অধিকার দেয়া হয়নি যে, মানুষ নিজের জ্ঞানের বিরুদ্ধে পিতামাতার অন্ধ অনুকরণ করবে। শুধুমাত্র বাপ-মায়ের ধর্ম বলেই তাদের ছেলে বা মেয়ের সেই ধর্ম মেনে চলার কোন কারণ নেই।

সন্তান যদি এ জ্ঞান লাভ করে যে, তার বাবা-মায়ের ধর্ম ভুল ও মিথ্যা তাহলে তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তার সঠিক ধর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের চাপ প্রয়োগের পরও যে পথের ভ্রান্তি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সে পথ অবলম্বন করা তার উচিত নয়। বাব-মায়ের সাথে যখন এ ধরনের ব্যবহার করতে হবে তখন দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেও এ ব্যবহার করা উচিত।
যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির সত্য পথে থাকা সম্পর্কে জানা যাবে ততক্ষণ তার অনুসরণ করা বৈধ নয়।

অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহর নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সীমা পর্যন্ত পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শির্ক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না; যেমন হাদীসে আছে, আল্লাহর অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়। [মুসনাদে আহমাদ: ১/১৩১]

কোন কোন বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

তিনি দশ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন এবং অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। তার মাতা হামনা বিনতে সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। [মুসলিম: ১৭৪৮]

এই আয়াত সাদকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাদের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিনদিন তিনরাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে সা'দ উপস্থিত হলেন।
মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহর ফরমানের মোকাবেলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেনঃ আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত, এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মা অনশন ভঙ্গ করল।

সুরা লোকমানের ১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জাকারিয়া গ্রন্থে রয়েছে যে,

এখানে যখন পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হেকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন।
নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ট হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।
যাতে দিন-রাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে তার দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন করার ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক বুকি-ঝামেলা বহন করতে হয়, সেজন্য শরীয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার আগে রাখা হয়েছে। যদি পিতা মাতার কৃতজ্ঞতা না আদায় করা হয়, তবে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় হয় না।

সুরা আহকফ এর ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জাকারিয়া গ্রন্থে রয়েছে যে, পিতা মাতার সেবা ও যত্ন ও আনুগত্য জরুরি হওয়ার একটি অন্যতম কারন এই যে তারা দুজনে তোমার জন্য অনেক কস্ট করে। বিশেষ করে মাতার কস্ট অনেক বেশিই হয়ে থাকে।
এখানে কেবল মাতার কস্টের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ ৯ মাস তাদেরকে গর্ভে ধারন করেন। তাছাড়া এই সময় তাকে অনেক কস্ট সহ্য করতে হয়।পিতার জন্য লালন পালনের কস্ট সহ্য করা সর্বাবস্থায় জরুরি হয় না। পিতা ধনী হলে চাকর বাকর দিয়ে ও সন্তানের দেখভাল করতে পারে। একারনেই রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতার হক বেশি রেখেছেন।

আলোচ্য আয়াতে মায়ের ৩ টি বেশি অধিকারের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
১. কস্ট করে মা তাকে গর্ভে ধারন করেছে।
২. কস্ট করেই তাকে প্রসব করেছে।
৩. গর্ভধারণ ও দুধ পান করাতে ৩০ মাস লেগেছে।
সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের পর মাতা রেহাই পায় না। এর পর সন্তানের খাদ্য ও আল্লাহ তায়ালা মায়ের স্তনে রেখেছেন। মাতা তাকে স্তন্য দান করেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে,সন্তানকে গর্ভে ধারন ও দুধ পান ছাড়াতে ৩০ মাস লাগে।

৮. সমাজতাত্ত্বিক ও নৈতিক দিক দিয়ে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য মানবজীবনের এক অনন্য সম্পর্কের প্রতিফলন। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, পরিবার হলো সমাজের প্রাথমিক একক, যেখানে সন্তানের নৈতিক ও সামাজিক চরিত্র গঠিত হয়। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের স্নেহ, শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব শুধু ব্যক্তিগত ভালোবাসার প্রকাশ নয়, বরং সমাজের সুসংগঠিত ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরির একটি মৌলিক ভিত্তি।

মনোবিজ্ঞানীরা এই বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের মতে, শিশুর মানসিক বিকাশে পিতা-মাতার মমতা, সহানুভূতি ও সদাচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন সন্তান তার পিতা-মাতার প্রতি সম্মান, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ প্রদর্শন করে, তখন সে কেবল তাদের অধিকার পূরণ করে না, বরং নিজের মানসিক স্থিতি, নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক সচেতনতা ও বিকাশ ঘটায়।

অতএব, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো এক ধরণের নৈতিক, সামাজিক ও মানসিক সংযোগ, যা একদিকে মানবিকতা ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়, অন্যদিকে ব্যক্তি ও সমাজকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে। এটি কেবল আদর্শ আচরণের নির্দেশনা নয়, বরং মানব জীবনের গভীর নৈতিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতার এক অমোঘ প্রতিফলন।

৮. ১ রিররুল ওয়ালিদাইন

এই গ্রন্থে ঈমাম ইবনু জাওযী বলেন,

সামাজিক মর্যাদা ও আদর্শ আচরণের অংশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন: সন্তানকে তার মায়ের বা বাবার সামনে নামেই ডাকার পরিবর্তে “আব্বা”, “আম্মি” ইত্যাদি সম্মানসূচকভাবে ডাকতে বলা হয়েছে; তাদের সামনে অতিরিক্ত স্বাধীন আচরণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এমন আচরণ শুধু ঘর-বাড়িতে সীমাবদ্ধ থাকে না — এটি সামাজিক সংস্কৃতিতে “বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান” তথা সিনিয়র-জনের প্রতি আদর-শুভেচ্ছার চেতনায় প্রসারিত হয়।

পরিবারে এ নৈতিকতা রক্ষা পেলে মাঠে-ঘাটে, কমিউনিটিতে সামাজিক বন্ধন ও সম্মান-পরিসরের উন্নতি হয়।

“যতই সদ্ব্যবহার করো, তুমি কৃতজ্ঞতা স্বয়ং দিতে পারবেনা” — এটি সামাজিকভাবে এই শিক্ষা দেয় যে, পিতামাতার অধিকার কখনোই বয়স বা সময়ের সঙ্গে শেষ হয় না; তাদের প্রতি সম্মান ও দায়িত্ব কোনো “বাস্তব পারিশ্রমিক” হিসেবে নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে রয়েছে।

এভাবে, ইবনুল জাওযীর ভাষ্য আমাদের সামাজিক কাঠামোর জন্য একটি নৈতিক রেফারেন্স তৈরি করে: পরিবার-সদস্যদের প্রতি দায়িত্বশীলতা, শ্রদ্ধা, আদর্শ আচরণ — যা বাড়ির বাইরে সমাজে উৎসাহিত হয়।

নৈতিক দিক থেকে

প্রধানভাবে, ইবনুল জাওযী “আদেশ পালন”, “নিষেধ থেকে বিরত থাকা”, “নফল ইবাদতের থেকে পূর্বাধিকার দেওয়া” ইত্যাদি বিষয়কে উল্লেখ করেছেন, যা নৈতিকভাবে নির্দেশ দেয় — ঈমানদার হিসেবে আমাদের মূল দায়িত্ব আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, তার হক আদায় করা। আর পিতা মাতার মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

বিশেষ করে, “নফল ইবাদতের থেকে পিতামাতার আদেশকে প্রথম দেওয়া” — এই কথাটি নৈতিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ: অর্থাৎ, পবিত্র ইবাদতও তখনই পূর্ণ হয় যখন সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব ঠিক থাকে। আল্লাহর প্রতি সম্পর্ক ও পিতামাতার প্রতি সম্পর্ক এক-অপরকে ছেদ করে না।

“নিজের ইচ্ছা, অহংকার, উচ্চস্বরে কথা বলা, ঝাপসা চোখে দেখার মতো আচরণ বর্জন” — এসব মূল নৈতিক শিক্ষা দিচ্ছে: নম্রতা, শ্রদ্ধা, ভালো ব্যবহার।

নৈতিকভাবেই দেখে নেওয়া যায় — পিতা-মাতাকে “প্রদানকারী”, “নিয়ন্ত্রক” বা শুধু সময়ের ইলেকটিভ দায়িত্বে থাকা উদাহরণ নয়; বরং তারা “অমুল্য দাতা”, “আদর্শ স্তম্ভ” হিসেবে

" :উপস্থাপিত হয়েছে। যেমনغير خاف على عاقل حق المنعم، ولا منعم بعد الحق تعالى على العبد كالوالدين "

"কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে এটি গোপন নয় যে অনুগ্রহকারী (নেয়ামতদাতা)-এর অধিকার (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের) কত বড়। এবং আল্লাহ্ তাআলার পর আর কোনো নেয়ামতদাতা নেই যিনি বান্দার প্রতি এত উপকার করেছেন, যেমন তাঁর পিতা-মাতা।"

অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে —
একজন জ্ঞানী মানুষ বোঝে যে উপকারকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা কতটা জরুরি, আর আল্লাহর পরে মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী হলো মা-বাবা।
এই নৈতিক শিক্ষাগুলি ব্যক্তির চরিত্র গঠনের জন্য প্রাসঙ্গিক: উদারতা, সহানুভূতি, ধৈর্য, নম্রতা — সবই এই দৃষ্টিতে এসেছে।

৮.২ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

এই গ্রন্থে ঈমাম গাজ্জালী (রা.) সন্তান ও পিতা মাতার হক এবং সমাজিক ও নৈতিক ভাবে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
আত্নীয়তা যত নিকটতর ও মজবুত হয় হক ও তত জোরদার হয়। সন্তানের সাথে পিতা-মাতার আত্মীয়তাই সর্বাধিক মজবুত ও নিকটবর্তী। তাঁর মতে, একজন মুসলিমের উচিত সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা, অন্যদের সাহায্য করা এবং ন্যায়ের পথে চলা। তিনি সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নৈতিকতা ও সদাচরনের ওপর জোর দিয়েছেন।

৮.৩ Book of Republic : পিতা-মাতা/পরিবারবোধ:

প্লেটোর রাষ্ট্রীয় আদর্শে ব্যক্তিগত পরিবার ধারণা বদলে দেওয়া হয়। Republic-এ সে প্রস্তাব দেয় যে শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের (গণ্য শ্রেণীর) সন্তানরা ব্যক্তিগত পরিবার থেকে আলাদা থাকবে — সন্তানদের বেড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনে, বাবা মা কর্তৃত্ব ব্যক্তিগত নয়, বরং রাষ্ট্র ও সাধারণ কল্যাণকে কেন্দ্র করে।

উদ্দেশ্য: ব্যক্তিগত স্বার্থ/পরিবারের আবেগ রাষ্ট্রীয় ন্যায় ও শ্রেষ্ঠত্বের পথে বিঘ্ন না ঘটাক।

নৈতিকতার দিক থেকে— পিতা-মাতাকে আদর্শভাবে সন্তানদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে; কিন্তু রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গলে ব্যক্তিগত বন্ধন বিকল্প রূপ পায়। প্লেটো ব্যক্তিগত পরিবারকে সীমিত করে 'রাষ্ট্র-পরিবার' বা সমাজকল্যাণকেন্দ্রিক অনুশাসনের পক্ষে; আবেগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের নিচে রাখে। কিন্তু শিশু বা সন্তানকে সুস্থ ভাবে লালন পালন করলে পরবর্তীতে তারা পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব শীল হয়ে উঠে বলে তার ধারনা ব্যক্ত করেন।

যদি ও তার এই মত নিয়ে অনেক সমালোচনা রয়েছে। তবু ও তিনি সন্তান, পিতা মাতা নিয়ে আর তাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় বুজাতে চেয়েছেন যে একে অন্যের পরিপুরক।

৮.৪ Politcs : পিতা-মাতা/পরিবারবোধ:

অ্যারিস্টটল মনে করতেন পরিবার—পরিজন হল প্রকৃত সামাজিক জীবনের প্রাথমিক ইউনিট। পরিবারের মধ্যেই মৌলিক চাহিদা ও প্রাথমিক নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়।

Politics-এ তিনি পরিবারের ভূমিকা — উৎস (origin) এবং শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের স্থান হিসেবে তুলে ধরেছেন; রাষ্ট্র ও পরিবারের সম্পর্ক স্বাভাবিক ও অদ্বিতীয়।

পিতৃত্ব/মাতৃত্বকে প্রাকৃতিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচ্য; কিন্তু পার্থক্য: তিনি পুরুষকে নাগরিক-রূপে উচ্চতর মনে করেছিলেন (ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে) — ফলশ্রুতিতে জীবনে পুরুষের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।
সারমর্ম: পরিবারকে অ্যারিস্টটল একটি অনিবার্য ও নৈতিক শিক্ষাগৃহ হিসেবে দেখেন—রাজ্যও পরিবার থেকে উঠে আসে কিন্তু পরিবার গুরুত্বপূর্ন ও স্বতন্ত্র।

আর এখানেই তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, পরিবারে পিতা মাতা ও সন্তানের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, আর সেটা অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি তিনি বিস্তারিত সেই সম্পর্কে আলোচনা করেন নাই।

"যারা সন্তানদের ভালোভাবে শিক্ষা দেয়, তারা তাদের জন্মদাতাদের চেয়েও বেশি সম্মানিত।"
— Aristotle, Nicomachean Ethics, Book 8

৮.৫ কনফুসিয়াস পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন:

“পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য হলো শ্রদ্ধা, সেবা, এবং তাদের সম্মান রক্ষা করা।”
— Confucian Ethics

৮.৬ হাসান, এম. (২০১৮) – Family Values in Modern Islamic Society

প্রকাশক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

বিষয়: এই গবেষণায় আধুনিক ইসলামী সমাজে পারিবারিক মূল্যবোধের ভূমিকা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে, পিতা-মাতার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক পারিবারিক স্থিতিশীলতা এবং মানসিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে গবেষানায় উল্লেখ করা হয়েছে যে,সন্তান পিতা মাতার প্রতি তার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের মাধ্যমেই পারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

লিংক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

২. রহমান, এস. (২০২১) – Sociological Perspectives on Parental Care

প্রকাশনা: BRAC Academic Review

বিষয়: এই প্রবন্ধে পিতা-মাতার যত্ন ও স্নেহের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি দেখিয়েছে যে, পিতা-মাতার স্নেহময় সম্পর্ক সন্তানদের মানসিক সুস্থতা এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। এছাড়া ও পিতা মাতার সন্তানের কাছ থেকে তাদের জন্য কিছু ভালো জিনিস আশা করে, যেমন পিতা মাতার প্রতি ভালো ব্যবহার, তাদের খোজ খবর, তাদের সেবা যত্ন ইত্যাদি।

লিংক: BRAC Academic Review

৮.৭ সেমিনার রিচার্স: E-Prosiding Seminar Antarabangsa Islam dan Sains 2021

ইউনিভার্সিটি সায়েন্স ইসলাম মালয়েশিয়া তে করা একটা সেমিনারে "ঈমাম আল বুখারীর " আল আদাব আল মুফরাদ" গ্রন্থের আলোকে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে। এই সেমিনারে মুলত পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের বিষয়টি কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আলোচিত হয়েছে।ইসলামে পিতা মাতাকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে তাই তাদের প্রতি সর্বদা সম্মান, শ্রদ্ধা,ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে।

সেমিনারে বলা হয়েছে, "আল আদাব আল মুফরাদ" গ্রন্থ অনুযায়ী পিতা মাতার প্রতি সন্তানের ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব : -

ক) পিতা মাতার সম্মান করা : প্রথমেই বলা হয়েছে পিতা মাতাকে সম্মান করার কথা। এই সেমিনারে দেখা হয়েছে যে এখানে কিছু আদব আছে যা হলো "বিরর আল ওয়ালিদাইন"।। যা সন্তানের উচিত প্রতিপালন করা
আরবি " বিরর" অর্থ সদয় হওয়া,সম্মান দেখানো,কর্তব্য পরায়ন হওয়া, নিবেদিত হওয়া,দানশীল হওয়া, সম্মান করা এবং প্রতিশ্রুতি পুর্ন হওয়া।

খ) পিতা মাতাকে প্রতিদান দেওয়া: সেমিনারে বলা হয়েছে, সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম হলো পিতা মাতাকে বিভিন্ন ভাবে প্রতিদান দেওয়া। কিন্তু এই প্রতিদানের মাধ্যমে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কোন হকই পুর্ন হবে না।

গ) পিতামাতার জন্য দোয়া করা

পিতামাতার জন্য দোয়া করা হলো পরবর্তী দায়িত্ব, যা আল-আদাব আল-মুফরাদ-এ উল্লেখ রয়েছে। মুসলমানদের জন্য, দোয়া (প্রার্থনা) অসীম ক্ষমতা রাখে। দোয়ার মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনা ঘটে এবং এটি একটি উপাসনার কাজ, যার প্রতি মুসলমানকে বিশ্বাস হারানো উচিত নয়। দোয়া প্রদর্শন করে যে একজন মানুষ আল্লাহর প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভরশীল, যিনি দোয়ার উত্তর দিতে সক্ষম।

এছাড়া ও সেমিনারে পিতা মাতার মৃত্যুর পর দায়িত্বের কথা ও বলা হয়েছে। যেমন:

ক) পিতামাতার ফরজ ঋণ পূরণ করা :
সন্তানের জন্য অবশ্যকৃত যে ঋণগুলো পিতামাতার আল্লাহর প্রতি রয়েছে, যেমন কুরবানী, হজ্ব ও রোযা, তা পূরণ করা।

খ) পিতামাতার অন্যান্য মানুষের প্রতি ঋণ পূরণ করা
যদি পিতামাতার অপরিশোধিত ঋণ থাকে, সন্তানের জন্য সেই ঋণ শোধ করা দায়িত্ব। মৃত ব্যক্তির সম্পদ ব্যবহার করে ঋণ শোধ করা উচিত।

গ) পিতা মাতার আত্নীয় ও বন্ধুদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা :- পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের আত্নীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব দের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা, এটাও সন্তানের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্যে।

৮.৮ The Duties of Children and Parents
Dec. 16, 2012
RA
Richard Adams
Listen with
Speechify
Richard Adams (1626-1698), in this article (a transcript of a sermon), examines Colossians 3:20-21 and explains the duties that both parents and their children have toward each other.
রিচার্ড এডামস তার এই প্রবন্ধে সন্তানের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরেন। যে..

১. পিতামাতার কথা শুনা : সন্তানেরা তাদের পিতা মাতার প্রতি কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি বিনয়ী হতে হবে। আর যা প্রেয়াজন তা আন্তরিক ভাবে পালন করবে।

শ্রদ্ধা : এডামসের মতে সবার শ্রদ্ধা শুরু হয় ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা দিয়ে। প্রকৃত শ্রদ্ধা সন্তানের মনে গভীর ইচ্ছে জন্মায় যে সে সবকাজ তার পিতা মাতাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য করবে।

ক) ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা :- পিতা মাতার সামনে সম্মানসুচক কথা বলতে হবে। যেমন পিতা - মাতা বলা

খ) আচরনের প্রতি শ্রদ্ধা: বয়স্কদের সম্মান জানাতে তাদের জন্য নিজের আসন ছেড়ে দেওয়া উচিত।

গ) আদেশ পালন :- এডামসের মতে পিতা মাতার আদেশ পালন হচ্ছে অন্যতম দায়িত্ব সন্তানের জন্য।
মোট কথা পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে প্রায় সব সমাজ বিজ্ঞানী,সাহিত্যিকের আলোচনার অনেক মিল রয়েছে। যা আমাদের ধর্মীয় সামাজিক ও নৈতিক মুল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত।

এগুলো ছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যুগের কবি সাহিত্যক গন পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁরা তাদের কবিতার মাধ্যমে পিতা মাতার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখিয়েছেন। আর সেটা যাতে পরবর্তী প্রযন্ম তাদের জীবিনের ক্ষেত্রে ও ব্যবহার করেন তার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন।

বিখ্যাত ঈমাম, ইসলামি সাহিত্যক, কবি ঈমাম শাফেয়ী (র) তার বিখ্যাত والدين সম্পর্কিত একটি কাব্য লিখেন। নিচে কবিতা টার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :

أطع الإلهَ كما أمر ْ
واملأ فؤادَك بالحذر ْ
وأطع أبـاك فإنـه
ربّاك من عهد الصغرْ

وَاحْمِلْ لِأُمِّكَ قَوْلَهَا
فَإِنَّ فِيهِـا كُلَّ خَيْـر ْ
إِنَّ الْأُمُومَةَ رَحْمَة ٌ
وَالْبِرُّ يَرْفَعُكَ لِلْقَدَرْ

مَنْ كَانَ يَبْغِي جَنَّة ً
فَبِرُّ وَالِدَيْهِ الطَّرِيق ْ
رِضَاهُمَا مِنْ رِضَا الرَّب ِّ
وَسَخَطُهُمَا وَيْلٌ يَضِيقْ

অর্থ :

আল্লাহ যেমন আদেশ করেছেন তেমন মান্য করো।
তোমার হৃদয়কে তাকওয়া ও সাবধানতায় পূর্ণ করো।

আর তোমার বাবার আনুগত্য করো, কারণ তিনিই শৈশব থেকে তোমাকে লালন করেছেন। তোমার মায়ের কথা কোমলভাবে গ্রহণ করো, এতে সব কল্যাণ নিঃসন্দেহে মাতৃত্ব একটি দয়া/রহমত।
পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার তোমার মর্যাদা উঁচু করবে।
যে জান্নাত চায়
তার পথ হলো পিতা-মাতার সাথে সৎ আচরণ
তাদের সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি।
আর তাদের অসন্তুষ্টি সংকীর্ণ কষ্টদায়ক ধ্বংস।

এই কাব্যে তিনি,
আল্লাহর আনুগত্য ও বাবার আনুগত্য এবং মায়ের প্রতি নম্রতা। মাতৃত্ব, রহমত, পিতা-মাতার সেবাই জান্নাতের পথ। তাদের খুশি করা, আল্লাহর খুশি। তাদের রাগ, ধ্বংস ও সংকীর্ণতা। ইত্যাদি তার কবিতাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

এছাড়া ও কবি " নাজির কব্বানি" الى امي নামক একটা কাব্য লিখেন। নিচে সে কাব্যটির কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো

يا أمّي
أحبّكِ مثلما أنت ِ
بصوتكِ الناعم ِ
ووجهكِ الهادئ ِ
وبقلبكِ المملوءِ بالنّقاء

يا أمّي
أنا لا أتغيّر ُ
مهما كَبُرت ُ
سأبقى ذلكَ الطفل َ
الذي يحتمي في حضنك ِ
ويبحثُ عن أمانٍ في يديك ِ

يا أمّي
إذا عدتُ من السفر ِ
ولم أجدك ِ
تحتَ نافذتي
فإنّ كلّ شوارعِ العالم ِ
تصبحُ بلا معنى

يا أمّي
دعيني أبكي على صدرك ِ
فالبكاءُ بين يديك ِ
عبادة ٌ
وحُبّك ِ
أجملُ قدرٍ في حياتي

হে মা,
আমি তোমাকে যেমন আছো তেমনই ভালোবাসি—
তোমার কোমল কণ্ঠ,
তোমার শান্ত মুখ,
তোমার নির্মল হৃদয়।

হে মা,
আমি বদলাই না,
যত বড়ই হই,
আমি সেই একই শিশু
যে তোমার কোলে আশ্রয় নেয়
এবং তোমার হাতে নিরাপত্তা খুঁজে পায়।

হে মা,
যদি আমি সফর থেকে ফিরে এসে
আমার জানালার নিচে তোমাকে না পাই—
তাহলে দুনিয়ার সব রাস্তা
নিরর্থক হয়ে যায়।

হে মা,
আমাকে তোমার বুকে কাঁদতে দাও,
কারণ তোমার সামনে কান্না করাও একপ্রকার ইবাদত,
আর তোমার ভালোবাসা
আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর নিয়তি।

এই কবিতাকে আরবি আধুনিক সাহিত্য ইতিহাসে "মায়ের প্রতি সবচেয়ে আবেগঘন শ্রদ্ধা" হিসেবে ধরা হয়।
মুলত দেখা যায় পিতা মাতার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা শুধু কুরআন, হাদিসে না,, সামাজিক,নৈতিক আর সবিশেষ কাব্যিক সাহিত্যের মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষ প্রকাশ করে গেছেন।

৯. গবেষণার পদ্ধতি: উৎস, দৃষ্টিকোণ ও বিশ্লেষণধর্মী কাঠামো

এই গবেষণাটি মূলত গুণগত (Qualitative) ও বিশ্লেষণধর্মী (Analytical) পদ্ধতির সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে তথ্য সংগ্রহ, উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উৎস ব্যবহার করা হয়েছে এবং একটি সুসংহত বিশ্লেষণ কাঠামোর মাধ্যমে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি অনুসন্ধান করা হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমি দেখাতে চেয়েছি গবেষণা টি একটি বাস্তব ধর্মী এবং এটা আমাদের জীবনে আজ্ঞা আজ্ঞি ভাবে জড়িত। আমি কুরআন, হাদিস এবং সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই গবেষনা টি আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করার চেস্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ। প্রাথমিক এবং গৌণ বিষয় গুলোর সমন্বয়ে এই গবেষানার বিভিন্ন দিক আলোচনা করার চেস্টা করা হয়েছে। নিচে গবেষণার প্রতিটি দিক আলাদাভাবে উপস্থাপিত হলো—

প্রাথমিক উৎস

সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য:
প্রাথমিক উৎস বলতে বোঝানো হয়েছে সেই মৌলিক ধর্মীয় গ্রন্থ ও সুন্নাহ-ভিত্তিক রচনাগুলোকে, যেগুলো থেকে পিতা-মাতার সম্পর্কে ইসলামের সরাসরি নির্দেশনা, নৈতিক আদর্শ এবং দেববাণীগত নীতিসমূহ, আদেশ নিষেধ, আচার আচরন, কথা বার্তা ইত্যাদি কেমন হবে সেগুলো আহরণ করা হয়েছে। এছাড়া ও বিভিন্ন নবীর কাহিনী,বিভিন্ন ইসলামিক গল্প, পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিভিন্ন গল্প আনা হয়েছে।
প্রাথমিক সূত্র হিসেবে থিসিসের গবেষণায় মূলত আল-কুরআন, কঠোরভাবে নির্বাচিত সহীহ হাদীসগ্রন্থ, এবং প্রধান তাফসীর–ফিকহ গ্রন্থগুলোকে ধরা হয়েছে; উদ্দেশ্য হলো বিষয়টির ধর্মীয় মূল স্থিতি নিরূপণ করা এবং পরে তা বিশ্লেষণধর্মী তুলনার জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করা।

আর এর মাধ্যমেই আমরা পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গবেষণা পদ্ধতি টি শুরু করেছি।

৯.১ প্রাথমিক উৎস আল-কুরআন: - পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহ সংগ্রহ এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করাই হলো এর মুল উদ্দেশ্য। আমরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথমেই কুরআনের আয়াতের দিকে তাকাবো। যে এই মহা গ্রন্থে পিতা মাতার সম্পর্কে কি কি বলা হয়েছে।

সূরা আল-ইসরা (১৭:২৩-২৪) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

অর্থ:
তোমার প্রভু আদেশ করেছেন—তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে।
তাদের মধ্যে একজন বা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না, তাদের ধমকিও দিও না, বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।
আর দয়ার সাথে বিনয়ী হয়ে তাদের প্রতি নম্রতার পাখা মেলে দাও এবং বলো, ‘হে আমার প্রভু! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।’

সূত্র: সূরা আল-ইসরা (১৭:২৩-২৪)

মুলত এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর পরে পিতা-মাতাকে স্থান দিয়েছেন। আর আদেশ দিয়েছেন যে, যাতে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে। ভালো ব্যবহার বলতে উত্তম আচরণ, যে আচরণের মাঝে বিরক্তির কোন লেশমাত্র তো থাকবেই না। বরং খুব সম্মানসূচক আচরণ করবে। মূলত এই আয়াতে আদেশ সূচকভাবে বলা হয়েছে যে তাদের সাথে উহ শব্দটা যাতে উচ্চারণ না করে।
আর এও আদেশ করা হয়েছে পিতা মাতার জন্য যাতে দোয়া করে। মূলত পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত যতগুলো বিষয় রয়েছে সব এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচনা করেছেন। আর এর দ্বারা একজন সন্তানের আচরণে দায়িত্বশীলতা ফুটে ওঠে এবং এর দ্বারা পিতা মাতার হক আদায় করা হয়।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলার এবাদত যেমন জরুরী তেমনি পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা তেমনি জরুরী বলে আদেশ করা হয়েছে। আর পরিশেষে তাদের প্রতি দোয়া করার কথা বলা হয়েছে।
অর্থাৎ শুধু শারীরিক দিক দিয়ে না। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে বলা হয়েছে।

এখানে আল্লাহ্ পিতামাতার প্রতি সদাচরণকে সরাসরি 'আদেশ'–রূপে উপস্থাপন করেছেন; বৃদ্ধাবস্থায় আত্মসম্মানহানির প্রতিরোধ, বিনম্র বাক্যবিনিময় ও দায়িত্বশীল আচরণের ওপর জোর রয়েছে। এই আয়াতটি কুরআনিক নির্দেশনার কর্তৃত্ব ও নৈতিক জোরদারী হিসেবে কাজ করে।

সূরা লুকমান (৩১:১৫)

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"যদি তারা অর্থাৎ (পিতা মাতা) তোমাকে আমার সঙ্গে এমন কিছু শির্ক করতে জোর দেয়, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আজ্ঞা মেনে চলো না।
তবু তাদের সঙ্গে পৃথিবীতে সদাচরণ কর।

উপরোক্ত আয়াত গুলো থেকে নিচের বিষয় গুলো প্রতিয়মান হয়।

১.১ আজ্ঞা এবং সীমার রেখা:
এই আয়াত আমাদের শিখিয়েছে, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণে সীমা আছে। যদি তারা অধর্ম বা অন্যকে আল্লাহর সাথে মিলিত করার চেষ্টা করে, তবে সেই ক্ষেত্রে তাদের আজ্ঞা মানা বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ, মানবিক শ্রদ্ধা ও ঈমানের নীতি কখনও বিরোধে পড়তে পারে।

১.২ ভদ্র আচরণের শিক্ষা:
"দুনিয়ায় তাদের সাথে ভদ্র ও সদাচরণ করো" — এখানে বোঝানো হয়েছে যে, ভিন্ন মত বা আদেশ থাকলেও সদাচরণ ও ভদ্রতা বজায় রাখা হলো একজন সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব।

এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সত্যবাদিতা ও শ্রদ্ধা একে অপরের সাথে সমন্বয়পূর্ণ হতে হবে।

১.৩ আধ্যাত্মিক নির্দেশনা:

"যে কেউ আমার প্রতি ফিরে আসে, তার পথ অনুসরণ করো" — এখানে ব্যক্তিগত ঈমানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও, আল্লাহর পথে ফিরে যাওয়া চূড়ান্ত কর্তব্য।

আয়াত (সুরা লুকমান ৩১:১৪):

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

অর্থ:

"আমরা ঈমানদারদের পরামর্শ দিয়েছি যে, তারা তাদের পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করুক। তার মা তাকে কষ্ট সহ্য করে গর্ভধারণ করেছে এবং দুই বছরে সে দুধপান করে বড় হয়েছে। তাই তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং পিতা-মাতার প্রতি করুণ ও শ্রদ্ধাশীল হও। নিশ্চয়ই সর্বশেষ ফিরে যাও আমারই দিকে।"

এই আয়াতের মর্ম হল ঈমান এবং মানবীয় দায়বদ্ধতার সুন্দর মিলন।

১.৪ গর্ভধারণের কষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা:

আয়াতে বলা হয়েছে, "মা তাকে কষ্টসহ্য করে গর্ভধারণ করেছে"। এটি শুধু শারীরিক কষ্ট নয়, বরং মায়ের ধৈর্য, ত্যাগ, ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার প্রতীক। আমরা এটিকে কল্পনা করলে বুঝতে পারি, শিশুর প্রথম দিনগুলোতে মায়ের প্রতি কতো গভীর দায়িত্ব ও যত্নের প্রয়োজন।

— এখানে পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্বশীলতার নৈতিক ভিত্তি (বিশেষত মায়ের কষ্ট ও পালনের বক্তব্য) হাইলাইট করা হয়েছে; পাশাপাশি সেই নির্দেশনার সীমা ও দ্বীনি অনুশাসনের অগ্রাধিকার সম্পর্কেও নির্দেশ পাওয়া যায়।

গবেষণার পদ্ধতি (Research Design)

এই গবেষণায় গুণগত (Qualitative) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ এখানে মূল লক্ষ্য হলো কুরআনে বর্ণিত পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও সদাচরণের নৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা। অর্থাৎ কুরআনের আয়াত গুলো যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, আর এই আয়াত গুলোকে সামনে রেখেই এই গবেষণার গুনগত পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কুরআনে বর্নিত অনেক আয়াত রয়েছে পিতা মাতার হক সম্পর্কিত।তাই আমি সেই আয়াত গুলোকেই প্রাথমিক ঢাল হিসেবে ব্যাপার করেছি। যা আমার এই গবেষণায় মুল ও অন্যতম ভুমিকা পালন করেছে।

তথ্য সংগ্রহের উৎস:

1. **প্রাথমিক কুরআনি আয়াতসমূহ:** আমি এই গবেষণায় কুরআনের বেশ কয়েক টা আয়াতকে উৎস হিসেবে নিয়েছি। সেই আয়াত গুলোতে সরাসরি পিতা মাতা সম্পর্কে আলোচনা, আদেশ, নিষেধ, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই আয়াত গুলো উপস্থাপন করার চেস্টা করেছি। সুরা ইসরার (২৩-২৪), সুরা লুকমানের (১৪-১৫),সুরা আল আনকাবুতের ৮, সুরা নিসার ৩৬, সুরা আহকফের ১৫,, ইত্যাদি আয়াত গুলো তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছি।

2. **তাফসির গ্রন্থ:** তাফসির ইবনে কাসির, তাওযীহুল কুরআন,মাআরেফুল কুরআন,তাফসিরে আহসানুল বায়ান,তাফসিরে জাকারিয়া এই গ্রন্থ গুলোকে আমি উৎস হিসেবে নিয়েছি। কেননা কুরআনের অনেক আয়াত আমাদের বুজার ক্ষেত্রে বোধগম্য হয় না, সেক্ষেত্রে এই তাফসীর গ্রন্থ গুলো আমাদেরকে আয়াত গুলো খুবই সহজ সাবলীল,জ্ঞান গম্ভীর ভাষায় বুজানোর ক্ষেত্রে খুবই সহায়তা করে।

3. **আধুনিক ইসলামিক বিভিন্ন গবেষণা:**
আধুনিক ইসলামিক গবেষণা ও সাহিত্যকে ও আমি এই গবেষনার উৎস হিসেবে নিয়েছি।কারন এই দিক গুলো ও আমাদের বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উৎস নির্বাচনের কারণ:

কুরআন সর্বোচ্চ অথেন্টিক উৎস। এর উপরে আর কোন উৎস নেই। হাদিসের আগে কুরআনই প্রথম বিশস্ত উৎস। তাফসির গ্রন্থসমূহ কুরআনের বাণীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে। আধুনিক গবেষণা কুরআনীয় শিক্ষাকে বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে।

১. কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, যা মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষত নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, ও কর্তব্যপরায়ণতার বিষয়ে এর নির্দেশনা সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও সত্যনিষ্ঠ উৎস হিসেবে বিবেচিত।

২. কুরআন এমন এক চিরন্তন জ্ঞানের ভাণ্ডার, যেখানে নিহিত রয়েছে মানবজীবনের সঠিক পথপ্রদর্শনের মূলনীতি। তাই কোনো বিষয়কে নৈতিক ও আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে গেলে কুরআনকে প্রধান উৎস হিসেবে গ্রহণ করাই সর্বাধিক যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক।

৩. কুরআন মানবতার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদানকারী এক অপার প্রজ্ঞার উৎস। এতে জীবন, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিত্ব—সবকিছুর জন্য রয়েছে আলোকিত দিকনির্দেশ। ফলে গবেষণার ভিত্তি হিসেবে এটি সর্বাধিক প্রামাণ্য ও আদর্শ উৎস।

৪. কুরআন এক অনন্ত আলোকবর্তিকা, যা অন্ধকারে পথহারা মানবতার জন্য দিকনির্দেশনা দেয়। তাই নৈতিকতা, দায়িত্ব, ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কিত যেকোনো গবেষণায় কুরআনকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করা শুধু উপযুক্তই নয়, বরং অপরিহার্য।

৫. কুরআনের প্রতিটি আয়াত জ্ঞানের, প্রজ্ঞার ও সত্যের নির্ভুল প্রতিফলন। মানবজীবনের মৌলিক নীতিমালা বুঝতে এবং সত্য-অসত্যের পার্থক্য নির্ধারণে এটি সর্বোচ্চ মানদণ্ড। এজন্য গবেষণায় কুরআনকে মূল উৎস হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

৬.📖 কুরআন এমন এক সর্বকালীন গ্রন্থ, যার আলো কখনো নিভে যায় না। এতে নিহিত শিক্ষাগুলো সমাজ, ধর্ম ও মানবতার শাশ্বত কল্যাণে দিকনির্দেশনা দেয়। তাই গবেষণার সত্যতা ও মূলনীতি নির্ধারণে কুরআনের ওপর নির্ভর করাই সবচেয়ে নির্ভুল পথ।

কুরআন থেকে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি :-

১.📖 এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের মূল উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াতসমূহ খুঁজে বের করার জন্য প্রথমে কুরআনের সূচিপত্র ও বিষয়ভিত্তিক সূচি ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব, দয়া ও কর্তব্য সম্পর্কিত আয়াতগুলো নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত আয়াতগুলোর আরবি পাঠ, অনুবাদ ও অর্থ নির্ভরযোগ্য অনুবাদগ্রন্থ ও স্বীকৃত তাফসীর থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

২. তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কুরআনের বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধান করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত আয়াতসমূহ শনাক্ত করতে কুরআনের সূচিপত্র, বিষয়ভিত্তিক ইনডেক্স ও ডিজিটাল কুরআন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতগুলো সংগ্রহের পর সেগুলোর বাংলা অনুবাদ হিসেবে স্বীকৃত অনুবাদকদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

৩. গবেষণায় কুরআন থেকে তথ্য আহরণের প্রক্রিয়া ছিল ধাপে ধাপে পরিকল্পিত ও বিষয়নির্ভর। প্রথম ধাপে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত সূরা ও আয়াত চিহ্নিত করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে সেই আয়াতগুলোর আরবি পাঠ ও অর্থ সংগ্রহ করা হয় নির্ভরযোগ্য অনুবাদ ও মুফাসসিরদের ব্যাখ্যা থেকে। তৃতীয় ধাপে প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলো নোট আকারে সংরক্ষণ ও শ্রেণিবদ্ধ করা হয় গবেষণার সুবিধার্থে।

বিশ্লেষণ পদ্ধতি

এই গবেষণায় গৃহীত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ছিল গুণগত ও বর্ণনামূলক–ব্যাখ্যামূলক

১. শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের বিশ্লেষণ

পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে কুরআনের নির্দেশনাগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন—

“তুমি তাদের প্রতি ‘উফ’ শব্দটিও উচ্চারণ করো না” (সুরা ইসরা ১৭:২৩) — এই আয়াতের আলোকে সন্তানের ব্যবহার, বাকভঙ্গি ও আচরণে কেমন বিনয় ও নম্রতা থাকা উচিত, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. ভালোবাসা ও মমতার দৃষ্টিকোণ

কুরআনের ভাষায় পিতা-মাতার ত্যাগ ও দুঃখ সহিষ্ণুতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা কেমন হওয়া উচিত তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে মায়ের গর্ভধারণ, প্রসব ও লালন-পালনের কষ্ট সংক্রান্ত আয়াতগুলো (যেমন সুরা লুকমান ৩১:১৪, আহকাফ ৪৬:১৫) আলোচনায় আনা হয়েছে।

৩. কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধের ব্যাখ্যা

পিতা-মাতার অনুগ্রহ ও ত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব কুরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। "আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো" (সুরা লুকমান ৩১:১৪) — এই আয়াতের ভিত্তিতে সন্তানের দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা ও কৃতজ্ঞচেতনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. দোয়া ও কল্যাণ কামনার দিক

পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দোয়া করা কুরআনের অন্যতম নির্দেশ। যেমন—
"হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে লালন করেছেন।" (সুরা ইসরা ১৭:২৪)
এই আয়াতের আলোকে শুধু শারীরিক নয় সন্তানের আত্মিক দায়িত্ব ও দোয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দিক

গবেষণায় বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সেবা ও সন্তুষ্টি অর্জনই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।
এর আলোকে সন্তানের আনুগত্য, সেবা ও নৈতিক দায়িত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৬. কর্তব্য ও ত্যাগের বাস্তব রূপ: -

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনাগুলোর আলোকে সন্তানের বাস্তব জীবনে কর্তব্যপালনের বিভিন্ন দিক—যেমন পরিচর্যা, সেবা, ভরণ-পোষণ, মানসিক সহায়তা ইত্যাদি—বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭. নৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য

শেষাংশে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালন কেবল ধর্মীয় নয়, বরং সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব হিসেবেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই দায়িত্ব সমাজে শান্তি, ভালোবাসা ও পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে—এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের নির্দেশনাগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা: -

যেকোনো গবেষণার মতোই এ গবেষণাটিতেও কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে, যা মূলত সময়, উৎস ও পরিসরের সীমাবদ্ধতার কারণে অনিবার্য ছিল।

১. সময়সীমা ও পরিসরের সীমাবদ্ধতা:

গবেষণাটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হওয়ায় বিষয়টির সব দিক বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও তাফসীরের গভীর বিশ্লেষণ সময়সীমার কারণে সীমিত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. উৎসনির্ভর সীমাবদ্ধতা:

গবেষণায় ব্যবহৃত তাফসীর, অনুবাদ ও ইসলামী গ্রন্থের পরিমাণ সীমিত ছিল। ফলে সকল মুফাসসিরের দৃষ্টিভঙ্গি একত্রে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।

৩. ভাষাগত সীমাবদ্ধতা:

আরবি ভাষার গভীর ব্যাকরণ ও ভাবগত সূক্ষ্মতা পুরোপুরি অনুধাবন করা আমার পক্ষে সীমিত ছিল। ফলে কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা জন্য নির্ভর করেছি অনুবাদকদের ব্যাখ্যা ও তাফসীরগ্রন্থের ওপর।

৪. গবেষণার পরিসীমা নির্দিষ্টতা:

গবেষণাটি কেবল "পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য"—এই নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ফলে পিতা-মাতার দায়িত্ব, পারিবারিক সম্পর্ক বা সমাজবিজ্ঞানগত বিশ্লেষণ এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়নি।

তবে কুরআনের নির্দেশনার আলোকে মূল নৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৯.২ গবেষণা পদ্ধতি হাদিস ভিত্তিক

প্রাথমিক উৎস : -

এই গবেষণার প্রাথমিক তথ্যসুত্র হিসেবে কুরআনের পাশাপাশি হাদিসকে ও বিশেষ গুরুত দেওয়া হয়েছে। গবেষণার প্রধান প্রাথমিক উৎস হলো পবিত্র হাদিস। ইসলামী নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদিস সর্বাধিক প্রমাণভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য উৎস। বিশেষ করে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও সদাচরণের দিকগুলো হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত।

উদাহরন হাদিস সমুহ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ " أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ۔

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্নিত,, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! (মানুষের মধ্যে) সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তোমার মা। তারপরও তোমার মা। তারপরও তোমার মা। তারপর তোমার পিতা। অতঃপর তোমার নিকটবর্তী জন। এরপর তোমার নিকটবর্তী জন

(সহিহ মুসলিম ৬৩৯৫)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاَقِهَا . قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ " . قَالَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ إِنَّ أُمِّي وَرُبَّمَا قَالَ أَبِي . وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ۔

আবু দারদা (রা) হতে বর্নিত,, তিনি বলেন, তার কাছে একজন লোক এসে বলল, আমার এক স্ত্রী আছে। আমার মা আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাকে তালাক দেয়ার জন্য। আবুদ দারদা (রাঃ) বললেন, রাসূলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি বলতে শুনেছিঃ জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা হচ্ছে বাবা। তুমি ইচ্ছা করলে এটা ভেঙ্গে ফেলতে পার অথবা এর রক্ষণাবেক্ষণও করতে পার।

(জামে আত তিরমিজি ১৯০০)

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ نَاعِمًا، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ . قَالَ " فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَىٌّ " . قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلاَهُمَا . قَالَ " فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্নিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর দরবারে দরবারে আগমন করলো। এরপর সে বলল, আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের জন্য বাই’আত গ্রহণ করব। (এর দ্বারা) আমি আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, তারা দুজনেই জীবিত।
তিনি আবার বললেন, সত্যিই কি! তুমি আল্লাহর নিকট প্রতিদান আকাঙ্খা করছ? সে বলল, হ্যাঁ! তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দু’জনের সঙ্গে সদাচরণ কর।

(সহিহ মুসলিম ৬৪০১)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ

ইবনু উমর (রা) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সর্বাধিক পুণ্যের কাজ হলো, কোন ব্যক্তির তার পিতার ইন্তিকালের পর (অবর্তমানে) তার বন্ধুদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা।

(সুনানে আবু দাউদ ৫১৪৩)

তথ্য সংগ্রহের উৎস : - এই গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে সহীহ ও প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থসমূহ, যেমন --

সহিহ বুখারি ----ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.) সংকলিত, যা সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

সহিহ মুসলিম— ইমাম মুসলিম আন নিসাপুরি (রহ.) সংকলিত, যেখানে নৈতিকতা, পারিবারিক দায়িত্ব ও পিতা-মাতার মর্যাদা সংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস অন্তর্ভুক্ত।

সুনানে আবু দাউদ---ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলিত, যাতে সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শ বিষয়ে বহু হাদীস পাওয়া যায়।

সুনানে আত- তিরমিজি--ইমাম তিরমিজি (রা) এর গ্রন্থে পিতা মাতা সম্পর্কে হাদিস বর্ননা করেছেন।

ইবনে মাজাহ -- ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ) সংকলিত,যাতে পিতা মাতার সেবার গুরুত্ব ও দোয়া বিষয়ক অনেক হাদিস আছে।

উৎস নির্বাচনের কারন:-

হাদিসগ্রন্থসমূহ ইসলামী আইন ও নৈতিকতার মূল ভিত্তি।তাই এটা নির্বাচন করা খুবই অপরিহার্য ছিলো

তাফসির গ্রন্থসমূহ কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করে, যা হাদিসের সঙ্গে সম্পর্কিত। এমন অনেক মুফাসসির রয়েছেন যারা কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তার ব্যাখ্যা করেছেন।

আধুনিক গবেষণা হাদিসের শিক্ষাকে বর্তমান সমাজে প্রয়োগের দিক নির্দেশ করে। হাদিসের শিক্ষা বর্তমানে বিভিন্ন গবেষনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ :-

হাদীস থেকে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

১. উৎস নির্ধারণ:

গবেষণার মূল উৎস হিসেবে হাদীস গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রধান গ্রন্থ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবন মাজাহ, মুসনাদ আহমদ।

এ গ্রন্থগুলো থেকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, কর্তব্য ও শ্রদ্ধার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক হাদীস সংগ্রহ করা হয়েছে

২. হাদীস নির্বাচন পদ্ধতি:

শুধুমাত্র সহীহ বা বিশ্বাসযোগ্য হাদীস নেওয়া হয়েছে।

হাদীসগুলো পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের বিষয়গুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে

৩. সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণ:

নির্বাচিত হাদীসগুলো বিষয়ভিত্তিক ভাগ করা হয়েছে, যেমন— শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, দোয়া, সেবা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

হাদীসের আরবি পাঠ, বাংলা অনুবাদ ও উৎস লিখে রাখা হয়েছে।

৪. তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ:

একাধিক গ্রন্থে একই বিষয় নিয়ে হাদীস থাকলে তা মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

৫. প্রামাণ্যতা নিশ্চিতকরণ:

প্রতিটি হাদীস প্রমাণ ও উৎস যাচাই করে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অনলাইন বা অন্যান্য গ্রন্থ থেকে তথ্য নেওয়া হলেও প্রামাণ্য গ্রন্থের ভিত্তিতে নিশ্চিত করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি :-

বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস:

সংগৃহীত হাদীসগুলোকে স্বতন্ত্র বিষয়ভিত্তিক ভাগে সাজানো হয়েছে—

১. শ্রদ্ধা ও সম্মান: পিতা-মাতার প্রতি বিনয় ও নম্র আচরণের নির্দেশনা।

২. ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা: তাদের ত্যাগ ও কষ্টের প্রতি সন্তানের কৃতজ্ঞচিত্ত।

৩. দোয়া ও সেবা: পিতা-মাতার জন্য দোয়া ও তাদের সেবা করার গুরুত্ব।

৪. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন: পিতা-মাতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে যুক্ত করা।

৫. অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতার বিশ্লেষণ:

প্রতিটি হাদীসকে তার প্রেক্ষাপট, ভাষাগত সৌন্দর্য ও নৈতিক বার্তার আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে প্রতিটি নির্দেশনার গভীর তাৎপর্য এবং মানবিক মূল্যবোধ স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৬. তুলনামূলক ও সমন্বয়মূলক বিশ্লেষণ:

একাধিক হাদীস ও গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়গুলোকে তুলনা করে মিল এবং পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের সুষম, প্রমাণনির্ভর ও সমন্বিত চিত্র উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

৭. নৈতিক ও বাস্তব দিকের প্রতিফলন:

হাদীসের নির্দেশনাগুলো কেবল ধর্মীয় নয়, বরং সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের নৈতিক দিককেও প্রতিফলিত করে। গবেষণার বিশ্লেষণে এসব নির্দেশনার মানবিক প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগের সম্ভাবনা বিবেচনা করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা :-

১. সময়সীমার সীমাবদ্ধতা:

গবেষণাটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ায় সমস্ত প্রাসঙ্গিক হাদীস ও তাফসীর বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।

২. উৎসনির্ভর সীমাবদ্ধতা:
হাদীস ও কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থের সংখ্যা সীমিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সকল মুফাসসির ও হাদীস ব্যাখ্যাকারদের মতামত একত্রে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।

৩. ভাষাগত সীমাবদ্ধতা:
আরবি ভাষার সূক্ষ্ম ব্যাকরণ ও শব্দার্থ পুরোপুরি অনুধাবন করা গবেষকের পক্ষে সীমিত ছিল। তাই কিছু ব্যাখ্যা প্রামাণ্য অনুবাদ ও তাফসীরের ওপর নির্ভর করেছে।

৪. গবেষণার পরিসীমা:
গবেষণাটি শুধুমাত্র পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ। পিতা-মাতার দায়িত্ব, পারিবারিক সম্পর্ক বা সমাজবিজ্ঞানের বিশদ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৫. প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা:
গবেষণাটি তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় উৎসনির্ভর। তাই বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা বা পারিবারিক পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ করা হয়নি।

৯.৩ গবেষনা পদ্ধতি তাফসীর ভিত্তিক

এই গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে কুরআন, হাদিসের পাশাপাশি তাফসীর গ্রন্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।
তাফসীরভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি ইসলামী গবেষণার এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা, যার মাধ্যমে কুরআনের নির্দিষ্ট বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয় প্রামাণ্য তাফসীরগ্রন্থের আলোকে। কুরআন মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদানকারী এক ঐশী গ্রন্থ, আর তাফসীর হলো সেই গ্রন্থের অর্থ, ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য অনুধাবনের শাস্ত্র। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়—যেমন নৈতিকতা, পারিবারিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও কর্তব্য—অনুসন্ধানে তাফসীরভিত্তিক গবেষণা এক প্রামাণ্য ও গভীর বিশ্লেষণী পথ উন্মোচন করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষক আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা, প্রেক্ষাপট, ভাষাগত গঠন, ও তাফসীরকারদের ব্যাখ্যার পার্থক্য বিশ্লেষণ করে বিষয়টির ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয় করেন।

🕮 তাফসীর গ্রন্থ ও উৎস নির্বাচন (Selection of Sources)

তাফসীরভিত্তিক গবেষণার মূলভিত্তি হলো প্রামাণ্য উৎস নির্বাচন। এই গবেষণায় কুরআনের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে তাফসীর ইবন কাসির,তাফসিরে তাওযীহুল কুরআন, তাফসীর আহসানুল বায়ান, তাফসীর মারেফুল কুরআন, ও তাফসীর জাকারিয়া প্রভৃতি গ্রন্থকে প্রধান উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব তাফসীর ইসলামি জ্ঞানচর্চায় প্রাচীন ও আধুনিক উভয় ধারার প্রতিনিধিত্ব করে।
তাফসীরকারদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে কেবল আয়াতের শব্দগত অর্থ নয়, বরং তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নৈতিক তাৎপর্য ও সামাজিক প্রভাবও বোঝা যায়।
গবেষণায় আরবি মূল তাফসীর ও বাংলা অনুবাদ উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে অর্থগত নির্ভুলতা ও ব্যাখ্যার গভীরতা বজায় থাকে।

তথ্য সংগ্রহের উৎস (Sources of Data Collection)

১. গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের মূল ভিত্তি ছিল কুরআনুল কারীম এবং প্রামাণ্য তাফসীরগ্রন্থসমূহ।
২. সহায়ক উৎস হিসেবে প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থ (যেমন সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে বিষয়টি কুরআন ও হাদীস উভয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়।
৩. ইসলামি চিন্তাবিদ, আলেম ও গবেষকদের রচিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও গবেষণাপত্রকে তাত্ত্বিক সমর্থন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৪. বিভিন্ন ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, অনলাইন ইসলামিক ডাটাবেইজ ও গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত নির্ভরযোগ্য সূত্রও ব্যবহৃত হয়েছে।
৫. আরবি ও বাংলা উভয় ভাষার প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যাতে ব্যাখ্যার পূর্ণতা ও অর্থগত নির্ভুলতা বজায় থাকে।

উৎস নির্বাচনের কারণ (Rationale for Source Selection)

১. বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রামাণিকতা: নির্বাচিত তাফসীর ও হাদীসগ্রন্থসমূহ ইসলামি গবেষণায় বহুল স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য হওয়ায় এগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
২. বিষয় সম্পর্কিততা: উৎসগুলোতে গবেষণার মূল বিষয়—যেমন পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য—সম্পর্কিত সরাসরি আলোচনা বা ব্যাখ্যা রয়েছে।

৩. তাফসীরকারদের বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি: বিভিন্ন তাফসীরকারের ব্যাখ্যা গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টির ব্যাপক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে।
৪. ভাষাগত গভীরতা: আরবি মূল পাঠের সঙ্গে বাংলা অনুবাদ তুলনা করে অর্থগত শুদ্ধতা ও ধারণাগত পরিস্কারতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
৫. আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা: কিছু আধুনিক ইসলামী গবেষণা নিবন্ধ ও তাফসীর বিশ্লেষণ যুক্ত করা হয়েছে, যাতে বর্তমান সমাজে এর প্রভাব ও প্রয়োগ নির্ণয় করা যায়।

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ (Data Collection and Analysis Process)

১. গবেষণায় গুণগত (Qualitative) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে মূলত বিষয়ভিত্তিক ও বিষয়বস্তুভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে।

২. প্রথমে গবেষণার মূল বিষয় নির্ধারণ করে সেই বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩. প্রতিটি আয়াতের প্রেক্ষাপট, ভাষাগত গঠন ও মূল শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাফসীরগ্রন্থের আলোকে।

৪. বিভিন্ন তাফসীরকারের ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করে মিল ও অমিল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা থেকে সার্বিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা হয়েছে।

৫. সংগৃহীত তথ্যসমূহ তুলনামূলকভাবে সাজিয়ে মূল থিম (Theme) বা ধারণা নির্ধারণ করা হয়েছে—যেমন দয়া, শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি।

৬. শেষে সংগৃহীত বিশ্লেষণ থেকে ধারণাগত সারসংক্ষেপ তৈরি করে গবেষণার আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তা সংযুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১. উৎসের সীমাবদ্ধতা:

গবেষণায় প্রধানত প্রামাণ্য তাফসীরগ্রন্থ ও হাদীসগ্রন্থের উপর নির্ভর করা হয়েছে। তবে সব তাফসীরকারের ব্যাখ্যা একত্রে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি; তাই কিছু ব্যাখ্যা বা মতামত গবেষণার পরিধির বাইরে থেকে গেছে।

২. সময় ও পরিসরের সীমাবদ্ধতা:
গবেষণার সময়সীমা সীমিত হওয়ায় বিষয়টির সব দিক গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যায়নি। কেবল মূল বিষয়—পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য—এর উপরই গবেষণাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে।

৩. ভাষাগত সীমাবদ্ধতা:
কিছু তাফসীর আরবি ভাষায় হওয়ায় ভাষান্তর ও অনুবাদের ক্ষেত্রে অর্থগত পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। ফলে ব্যাখ্যার সূক্ষ্ম ভিন্নতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করা সম্ভব হয়নি।

৪. তাফসীরকারদের মতভেদের সীমাবদ্ধতা:
বিভিন্ন তাফসীরকারের ব্যাখ্যার মধ্যে কখনো কখনো মতভেদ দেখা যায়, যা এককভাবে উপস্থাপন করা কঠিন। গবেষণায় এ ধরনের পার্থক্য তুলনামূলকভাবে দেখানো হলেও, প্রতিটি ব্যাখ্যার পেছনের পূর্ণ যুক্তি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।

৫. গবেষণার প্রেক্ষাপটের সীমাবদ্ধতা:
গবেষণাটি মূলত ধর্মীয় ও নৈতিক প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ; সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান বা আইনগত বিশ্লেষণ এতে গভীরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৬. প্রাথমিক তথ্যের অভাব:
এই গবেষণা তাত্ত্বিক (Theoretical) ও গ্রন্থভিত্তিক (Text-based) হওয়ায় কোনো প্রাথমিক জরিপ (Field Study) বা সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি।

৭. আধুনিক গবেষণার তুলনামূলক সীমাবদ্ধতা:
আধুনিক ইসলামি চিন্তাবিদদের ব্যাখ্যা বা সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পুরাতন তাফসীরের পূর্ণ তুলনা করা সম্ভব হয়নি, কারণ এ ধরনের আধুনিক উৎস অনেক ক্ষেত্রে সীমিত।

গৌণ উৎস: গৌণ উৎস হলো সেই সব উপাদান, যেখানে লেখক মূল তথ্য সংগ্রহ না করে আগের গবেষণা, বই, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নিবন্ধ বা অনলাইন লেখার উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করেন।
মানবজীবনের সূচনালগ্ন থেকে পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের নাম। এই বন্ধনের গভীরতা শুধু রক্তের নয়, এটি আত্মারও — যেখানে স্নেহ, ভালোবাসা, ত্যাগ ও মমতার অদৃশ্য জাল বোনা থাকে।
পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যতা, প্রতিটি ধর্ম ও সাহিত্য এই সম্পর্কের মহিমা ঘোষণা করেছে। তাই "পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" শুধু একটি নৈতিক বা ধর্মীয় বিষয় নয়; এটি মানবিকতার চূড়ান্ত প্রকাশ।

গবেষণার গৌণ উৎস হিসেবে নানা সাহিত্য, নৈতিক গল্প, ধর্মীয় উপাখ্যান, ও আধুনিক প্রবন্ধ এই সম্পর্কের বহুমাত্রিক দিক তুলে ধরে। কখনও গল্পের মাধ্যমে দেখা যায়, অবাধ্য সন্তানের পরিণতি কতটা মর্মান্তিক হতে পারে; আবার কখনও মায়ের একবিন্দু দোয়া সন্তানের জীবনে অনন্ত আশীর্বাদ বয়ে আনে। এইসব গল্প ও কাহিনী মানবজীবনের নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক বাস্তবতার এক অপূর্ব প্রতিফলন।

বাংলা সাহিত্য, ইসলামী গল্প, ও আধুনিক অনলাইন লেখাগুলোর প্রতিটি লাইনে আমরা খুঁজে পাই দায়িত্ব, কর্তব্য, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার চিরন্তন আহ্বান। এইসব উৎস আমাদের শেখায়—পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও আনুগত্য কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং এটি প্রতিটি সন্তানের আত্মার দায়।

অতএব, এই অধ্যায়ে সংগৃহীত গৌণ উৎসগুলো—যেমন ধর্মীয় কাহিনী, সমাজভিত্তিক গল্প, সাহিত্যকর্ম ও আধুনিক প্রবন্ধ—গবেষণার বিষয়কে আরো জীবন্ত, আবেগঘন ও বাস্তব করে তুলবে। কারণ গল্প শুধু পড়ার বিষয় নয়, গল্পের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সেই বাস্তবতা, যা মানবসমাজের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধকে স্পর্শ করে।
ধর্মীয় বিভিন্ন গল্প ও প্রবন্ধ গুলোর মাধ্যমে আমরা গৌণ উৎসের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছি।

তথ্য সংগ্রহের উৎস (Sources of Data)

১.মুদ্রিত বই ও ইসলামিক গ্রন্থ

পিতা মাতাকে নিয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য এজাতীয় গ্রন্থ ,বিভিন্ন ইসলামিক বই, নবিজির বিভিন্ন ঘটনা,বিভিন্ন মুনিষিদের পিতা মাতার সংক্রান্ত গল্প ও সাহাবাদের জীবনীভিত্তিক বই থেকে প্রয়োজনীয় গল্প, দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণমূলক তথ্য সংগ্রহ করেছি।

২. বিভিন্ন সাহাবি তাবেয়ীনদের কাহিনী,ইসলামিক বই থেকে প্রাপ্ত গল্প ঘটনা,বিভিন্ন স্কলার দের থেকে সংগৃহীত গল্প ইত্যাদি। যেমন বিররুল ওয়ালিদাইন ইত্যাদি।

৩. ইসলামিক প্রবন্ধ ও ম্যাগাজিন

বিভিন্ন মাসিক ইসলামিক ম্যাগাজিন ও গবেষণামূলক প্রবন্ধে সামাজিক ও নৈতিক বিষয় বলি নেওয়া হয়েছে।

৪. ব্লগ ও অনলাইন আর্টিকেল

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমসাময়িক সমস্যার গল্প সংগ্রহের জন্য নির্ভরযোগ্য ইসলামিক ব্লগ ও আর্টিকেল ব্যবহার করেছি। যেমন "আই ফতোয়া", "মাসিক আল কাউসার"," মাসিক আত তাহরীক", "Islam House.com",ihadis.com,
Ahlehaqmedia ইত্যাদি।

৫. ভিডিও লেকচার ও ওয়াজ

প্রবীণ আলেমদের বক্তব্য ও ওয়াজ থেকে বাস্তব ঘটনা ও নৈতিক শিক্ষার উদাহরণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

উৎস নির্বাচনের কারণ (Reasons for Selecting Sources)

১. বাস্তব ও সহজবোধ্য বিভিন্ন লেখা পাওয়া যায়
গল্প ও কাহিনি সাধারণ মানুষও সহজে বুঝতে পারে, তাই থিসিসে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা সহজ। এর দ্বারা পাঠক বুজতে সক্ষম হয় যে গল্প কাহিনী কিভাবে মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে।

২. নৈতিক শিক্ষা ও প্রভাব বেশি

এই সব গল্প কাহিনী নৈতিক ভাবে মানুষের জীবনে গভীর ভাবে প্রভাব ফেলে।আর এছাড়া ও ইসলামিক গল্পে চরিত্র, পরিণাম ও উপদেশ থাকে যা গবেষণার বিষয়কে আরো শক্তিশালী করে।

৩. পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করে

সরাসরি তত্ত্বের চেয়ে গল্পভিত্তিক ব্যাখ্যা পাঠকের মনে গভীর প্রভাব ফেলে।এজন্য আমি এই থিসিসে এ ধরনের প্রবন্ধ গুলো বেচে নিয়েছি।

৪. ইসলামিক উৎসের ভিত্তি

অনেক গল্প কুরআন, সহিহ হাদিস ও সীরাহ থেকে নেওয়া, ফলে ধর্মীয় সত্যতা বজায় থাকে। আর এগুলো ব্যক্তি জীবনের জন্য বিশেষ করে সন্তানদের বাবা মায়ের ক্ষেত্রে অনেক উপযোগী বিধায় আমি এগুলোকে ব্যবহার করেছি।

৫. বিভিন্ন ইসলামিল প্রশ্নমালা

নেটের বেশ কয়েকটি গ্রহন যোগ্য সাইট রয়েছে। যেগুলো থেকে সমসাময়িক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে নেওয়া হয়েছে, যা এই থিসিসে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। যার দ্বারা ব্যক্তি জীবনের নানা সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Data Collection Process)

১. প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় নির্ধারণ

প্রথমে কোন ধরনের গল্প লাগবে (যেমন পিতা-মাতা, দোয়া, নৈতিক শিক্ষা) তা ঠিক করেছি।

২. উৎস খোঁজা ও তালিকা তৈরি

বই, প্রবন্ধ, ব্লগ, ভিডিও ইত্যাদির নাম ও লিংক নোট করেছি। যাতে পরবর্তীতে তা ব্যবহার করা যায়।

৩. তথ্য নির্বাচন ও সারসংক্ষেপ তৈরি

প্রতিটি উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিয়ে সংক্ষিপ্তসার লিখেছি। কেননা পুরো অংশ টা নিয়ে কাজ করার অনেক কস্ট সাধ্য ছিলো।

৪. রেফারেন্স সংরক্ষণ

লেখকের নাম, প্রকাশ সাল, পৃষ্ঠা বা লিংক সংরক্ষণ করেছি যাতে থিসিসে সঠিকভাবে উল্লেখ করা যায়।

বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analysis Method)

১. গল্পের মূল শিক্ষা বের করা

প্রতিটি কাহিনির ঘটনা থেকে নৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় শিক্ষা চিহ্নিত করেছি। আর তা আমাদের কি শিক্ষা দেয় তার দিকে আলোকপাত করেছি।

২. গবেষণার বিষয়ের সাথে মিল পরীক্ষা
গল্পটি থিসিসের মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে কতটা সম্পর্কিত তা বিচার করার চেস্টা করেছি।

৩. তুলনা ও বিশ্লেষণ

বিভিন্ন গল্প একে অন্যের সাথে কিভাবে মিল ও অমিল তা দেখানোর চেস্টা করেছি।আর আধুনিক তত্ত্বের সাথে তুলনা করার চেস্টা করেছি।

৪. উপসংহার তৈরি

সামাজিক বাস্তবতা, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং ফলাফলের সমন্বয়ে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ তৈরি করেছি।

তথ্য ব্যবহারের ধরন
এই সব তথ্য গুলো কিভাবে ব্যবহার করেছি তা নিচে উল্লেখ করা হলো

১. উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার

গল্পগুলোকে যুক্তি শক্তিশালী করতে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছি।

২. উদ্ধৃতি বা রেফারেন্স আকারে

প্রয়োজনে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়েছি এবং উৎস উল্লেখ করেছি।

৩. বিশ্লেষণ অংশে প্রমাণ হিসেবে

যেখানে কোনো বক্তব্য প্রমাণ করতে হয়েছে, সেখানে গল্পের ফলাফল ব্যবহার করেছি।

প্রতিবন্ধকতা

সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু প্রতিবন্ধকতা থেকেই যায়, এটাও তার ব্যতিক্রম নয়। নিচে তা আলোচনা করা হলো

১. নির্ভরযোগ্য উৎস খুঁজে পাওয়া কঠিন

অনেক ব্লগ বা গল্পের উৎস স্পষ্ট নয়, প্রামাণিকতা যাচাই করতে সময় লেগেছে।

২. একই বিষয়ের গল্পের মধ্যে ভিন্নতা

একই কাহিনির বিভিন্ন সংস্করণ থাকায় সঠিকটি নির্ধারণ করতে গবেষণা করতে হয়েছে।

৩. অতিরিক্ত আবেগপূর্ণ লেখা

কিছু গল্পে তথ্যের চেয়ে আবেগ বেশি, তাই গবেষণায় ব্যবহার উপযোগী করে নিতে হয়েছে।

১০. সমাজবিজ্ঞান, নৈতিক দর্শন এবং পারিবারিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমাজবিজ্ঞান, নৈতিক দর্শন এবং পারিবারিক মূল্যবোধ ভিত্তিক একাডেমিক গবেষণায়ও এই বিষয়ের গভীর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।
সমাজবিজ্ঞানে পরিবারকে সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে প্রতিটি সদস্য নির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে (Parsons, 1955)।
Talcott Parsons পরিবারকে "সামাজিকীকরণের কেন্দ্র" হিসেবে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে সন্তানরা পিতা-মাতার কাছ থেকে শুধু লালন-পালনই পায় না, বরং তাদের প্রতি আনুগত্য, সম্মান ও দায়িত্ববোধ শিখে সামাজিক নৈতিকতার অংশে পরিণত হয়।

William J. Goode (1963) পারিবারিক কাঠামোর বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের রূপও পরিবর্তিত হয়, তবে "পারস্পরিক সহায়তা" সব সংস্কৃতিতেই স্থায়ী একটি নৈতিক ভিত্তি হিসেবে টিকে থাকে।

Bengtson & Roberts (1991) "Intergenerational Solidarity Theory" উপস্থাপন করে বলেন, পিতা-মাতার প্রয়োজনের সময় সন্তানের সহায়তাই পারিবারিক বন্ধনের সবচেয়ে দৃশ্যমান রূপ।

নৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে ইমানুয়েল কান্ট (Kant, 1785) তাঁর Groundwork of the Metaphysics of Morals গ্রন্থে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যকে "পারফেক্ট ডিউটি" (Perfect Duty) হিসেবে ঘোষণা করেছেন, যা পালন না করা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।

অপরদিকে এরিস্টটল (Aristotle, Nicomachean Ethics) গুণনৈতিকতার আলোচনায় ভালো সন্তানকে "নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তি" হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার ব্যবহারে পিতা-মাতার প্রতি সৌজন্য ও সম্মান স্বাভাবিকভাবে প্রতিফলিত হয়।
John Stuart Mill (1863) উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেন, যে পরিবারে সন্তানরা পিতা-মাতার দায়িত্ব পালন করে, সেই পরিবার সমাজের সার্বিক উপকারে ভূমিকা রাখে।

পারিবারিক মূল্যবোধ নিয়ে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা সতর্কভাবে আলোচনা করেছেন।

David Popenoe (1993) জানান, পারিবারিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সন্তানদের মধ্যে দায়িত্ববোধের পতন। Andrew Cherlin (2010) আধুনিকতার প্রভাবে পরিবারে "ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা" বাড়লেও "নৈতিক দায়িত্ব" এখনো স্থায়ী মূল্যবোধ হিসেবে বিদ্যমান বলে উল্লেখ করেন।

Stephanie Coontz (2005) ইতিহাস ও আধুনিকতার তুল্যমূল্য বিশ্লেষণে বলেন, পরিবার টিকে থাকে "পারস্পরিক যত্ন, সম্মান এবং ত্যাগের নৈতিক ভিত্তির উপর"—যার প্রধান বহনকারী হলো সন্তানদের কর্তব্যবোধ।

দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে ড. আবদুল মালেক (২০১৬) এবং সেলিনা ওয়াহিদা খান (২০১৮) দেখিয়েছেন যে, বাঙালি সমাজে পরিবার শুধু আবেগের জায়গা নয়; বরং এটি একটি নৈতিক-সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে সন্তানের দায়িত্ব আইনি, সামাজিক ও নৈতিক—তিনটি স্তরেই সংজ্ঞায়িত। সমাজ পরিবর্তন হলেও "পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও সেবা" এই অঞ্চলের সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত থেকে গেছে, যা ধর্মীয় শিক্ষা ও সামাজিক ঐতিহ্য উভয় দিক থেকেই সমর্থনপ্রাপ্ত।

সুতরাং, সমাজবিজ্ঞান আমাদের পরিবারব্যবস্থার কাঠামো ও দায়িত্ব বণ্টন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রদান করে; নৈতিক দর্শন কর্তব্যের নৈতিকতা ও মূল্যবোধগত ভিত্তি নির্ধারণ করে; আর পারিবারিক মূল্যবোধ বিষয়ক একাডেমিক রচনা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরে।
এ তিন ধরনের গৌণ উৎস পরস্পর পরিপূরক হিসেবে কাজ করে এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যকে ধর্মীয় আদেশের পাশাপাশি সামাজিক-নৈতিক বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত করে।

১১. পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য: ধর্মীয় নির্দেশনা ও আধুনিক নৈতিক তত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ধর্মীয় ও সামাজিক - নৈতিক সব দিক বিবেচনা করে আমরা পিতা মাতার প্রতি সন্তানের নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য দেখতে পাই।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২ ভাবে হতে পারে।

ক. জীবিত অবস্থায়

খ. মৃত্যুর পর

পিতা মাতার জীবদ্দশায় তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. আনুগত্য করা

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বেশ কয়েক স্থানে যেমন সুরা নিসার ৩৬ নং আয়াত,সুরা বাকারাহ এর ৮৩ নং, সুরা লোকমান এর ১৪ নং সহ আরো বেশ কিছু আয়াতে পিতা মাতার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সুরা বনী ইসরাইল (আয়াত ২৩)

قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًاۚ

অর্থ:

তোমার প্রভু আদেশ করেছেন—তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে।

এছাড়া ও হাদিসে ও পিতা মাতার আনুগত্যের কথা উল্লেখ আছে।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتِسْعٍ: لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا، وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، وَلَا تَفِرَّنَّ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، وَأَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আবু দারদা (রা) হতে বর্নিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে নয়টি ব্যাপারে ওসিয়াত করেছেনঃ (১) আল্লাহর সাথে কিছু শরীক করো নাসাঈ, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা অগ্নিদগ্ধ করা হয়। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায ত্যাগ করো নাসাঈ, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরয নামায

ত্যাগ করবে তার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (৩) মদ্যপান করো নাসাঈ, কেননা তা সকল অনাচারের চাবি। (৪) তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে। (৫) শাসকদের সাথে বিবাদে জড়াবে নাসাঈ, যদিও দেখো যে, তুমিই তুমি। (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো নাসাঈ, যদিও তুমি ধ্বংস হও এবং তোমার সঙ্গীরা পলায়ন করে। (৭) তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করো। (৮) তোমার পরিবারের উপর থেকে লাঠি তুলে রাখবে না এবং (৯) তাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখবে।

(আল আদাবুল মুফরাদ হাদিস ১৮)

উপরোক্ত হাদিসে পিতা মাতার আনুগত্যকে এমন ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে বলা হয়েছে, তোমার পিতা মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তে বলে তাই করবে।এখান থেকেই বুজা যায় পিতা মাতার আনুগত্য কতোটা গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তা'আলা মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।তাদের অবাধ্য হওয়াকে হারাম ঘোষনা দিয়েছেন।এ বিষয়ে সমস্ত উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করে থাকেন।

পিতা মাতার বৈধ বিধান তরক করলে গোনাহ হবে।
তবে শরীয়ত বহির্ভূত কোনো আদেশ করলে পিতা মাতা সহ কারো আদেশকে মান্য করা যাবে না।কেননা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের অনুসরণ করা যাবে না।(মুসনাদে আহমদ-১০৯৮)

তাফসীর 'দুররে মানসূর' গ্রন্থে রয়েছে, হযরত হাসান (রা)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করলো, মাতাপিতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার কিভাবে করা হবে? তিনি জবাবে বললেন, "তুমি তাদের প্রয়োজনে নিজের সম্পদ বিলিয়ে দেবে এবং তোমাকে তারা যে-নির্দেশ দেবে তা পালন করবে। তবে হ্যাঁ, কোনো পাপকর্মের আদেশ দিলে তা মান্য করবে না।

সুতরাং আপনি পিতামাতা উভয়ের বৈধ আদেশ পালন করবেন।
প্রয়োজনে অন্য কাহারো সাহায্য নিয়েও সেই কাজ করাতে পারেন।
যদি উভয়ের আদেশ পালন করা কোনো ভাবেই সম্ভবপর না হয়,তাহলে যার আদেশ বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার আদেশ পালন করবেন।

২. সদ্ব্যবহার করা

পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা প্রতিটু সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাঁদের সাথে উত্তম আচরন করা কুরআন হাদিসে বহু বার বলা হয়েছে

যেমন সুরা আনকাবুতে আল্লাহ তায়ালা বললেন,

﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা মাতার সাথে আনুগত্য করতে। তবে তারা যদি তোমাকে আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করতে প্ররোচিত করে যার বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা শুনো না। তোমাদের প্রত্যাবর্তনই আমার কাছে, আমি তোমাদের কাজ সম্পর্কে অভিহিত করব।

মুলত এই আয়াতে পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা, অর্থাৎ উত্তম আচরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সদ্ব্যবহার এর কয়েক অর্থ যেমন, কোমল, নিম্ন স্বর, নরম ভাবে ইত্যাদি,, এমন ভাবে তাদের সাথে কথা বলতে হবে।

৩. তাঁদের আদেশ মান্য করা

সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো পিতা মাতার সব আদেশ মান্য করা।
যদি বাবা-মা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের জন্য সন্তানকে আদেশ দেয় তাহলে সন্তানরা তাদের ওই হুকুম অমান্য করে তা থেকে বিরত থাকতে হবে কেননা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে অন্য কারো হুকুম মনে করা যাবে না তবে সে ক্ষেত্রে তাদের বাবা মার সঙ্গে ওষুধ আচরণ করা বৈধ নয়।

কোন বাবা-মা যদি সন্তানের উপর অত্যাচার করে তবে তাদের জন্য দোয়া করতে হবে যখন তাদের মন ভাল থাকে তখন তাদের বোঝাতে হবে তবে কোন অবস্থাতেই খারাপ ব্যবহার করা যাবে না।
(আল মুজামুল কাবির লিততাবারি,হাদিস ২২০২)

৪. তাদের সাথে উচ্চস্বরে কথা না বলা

অর্থাৎ যেই পিতা মাতা সন্তানদের কথা শিখিয়েছেন, সেই সন্তানের কোন ভাবেই উচিত না তার পিতা মাতার সাথে উচ্চস্বরে কথা বলা।
যেমন সুরা ইসরায় আল্লাহ পিতা মাতার সাথে যাতে উফ শব্দ উচ্চারণ না করে এবং তাদেরকে যাতে ধমক না দেয় দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

৫. পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা করা

পিতা মাতার প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা শীল থাকা। তাদের সাথে কাজে কর্মে প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা প্রতিটি সন্তানের কর্তৃব্য।

৬. তাদের সেবা যত্ন করা

পিতা মাতার সেবা করা প্রতিটি সন্তানের অন্যতম মৌলিক কর্তব্য। পিতা মাতার সেবা করা ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্য ওয়াজিব।

৭. পিতা মাতার ভরন পোষন করা

পরিবারের জন্য খরচ করা, মা বাবার ভরনপোষনের জন্য খরচ করা উত্তম কাজ। মা বাবা নিজেদের ভরন পোষনের ক্ষেত্রে অসমর্থ হলে সন্তানের জন্য তাদের ভরণপোষণের খরচ দেওয়া শুধু শরীয়তেই নয় এটা মানবতার দিক লক্ষ্য করেও জরুরী।
যখন পিতা মাতা বার্ধ্যকে পৌছে বা কর্মক্ষমতা হারান তখন তাদের প্রয়োজন পুরন করা সন্তানের ধর্মীয় সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব।

৮. তাদের মতামত ও পরামর্শকে শ্রদ্ধা করা

পিতা মাতার মতামত ও পরামর্শ এবং অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করা সন্তানের পরিপক্ক তার নিদর্শন।

৯. পিতা মাতার নাম ও মর্যাদা রক্ষা করা

তাদের মানহানি বা অপমানজনক কাজ করা বড় গুনাহ। পিতা মাতার সম্মান রক্ষা করা সন্তানের ঈমানি দায়িত্ব।

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ , أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ؟ فَقَالَ: أَبِي، فَقَالَ: لَا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্নিত,
আবু হুরায়রা (রাঃ) দুই ব্যক্তিকে দেখে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি তোমার কি হন? সে বললো, তিনি আমার পিতা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেকো না, তার আগে আগে চলো না এবং তার আগে বসো না (বাযযার, ইবনুস সুন্নী, আদাবুল মুফরাদ হাদিস নং ৪৪,)

১০. তাদের দুক্ষে কস্টে পাশে থাকা

পিতা মাতার দুক্ষ কস্ট, অসুস্থতা সহ সব সময় তাদের পাশে থাকা।

১১. পিতা মাতাকে কস্ট না দেওয়া

তাদের মন কস্ট হয় এমন কোন কথা, কাজ করা নিষিদ্ধ। ইসলাম এটিকে গুরুতর অন্যায় নিসেবে বিবেচিত করে।

১২. পিতা মাতাকে গালি না দেওয়া

পিতা মাতাকে গালি না দেওয়া সন্তানের অন্যতম দায়িত্ব।

،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ". قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ " يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّه ُ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতা-মাতাকে লা’নত করা। জিজ্ঞেস করা হলো: হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপন পিতা-মাতাকে কোন লোক কীভাবে লা’নত করতে পারে? তিনি বললেনঃসে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাকে গালি দেয়।[মুসলিম ১/৩৮, হাঃ ৯০, আহমাদ ৬৫৪০

১৩.তাদেরকে সময় উপযোগি উপহার দিন

প্রতিটি উপযোগী সময়ে মা বাবাকে উপহার- উপঢৌকন দেওয়া।আর তাদের নিকট উপহারটি পেশ করা পুরোপুরি বাধ্য ও বিনয়ীরুপে।উপযোগি সময় বলতে যেমন : দুই ঈদের দিন, ছেলে মেয়েদের বিয়ের দিন,কোন বিষয়ে সফলতার দিন,সফর বা ভ্রমন থেকে ফিরে আসলে,শীতের শুরুতে,গ্রীষ্মের শুরুতে ইত্যাদি সময় গুলোতে। কেননা যে সকল বিষয় শান্তি বয়ে আনে এবং দুশ্চিন্তা পেরেশানি দুর করে, তার মধ্যে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ও উপহার প্রদান করা অন্যতম।

১৪.কথা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া

মায়ের সাথে কথা বলার পুর্বে কোন কোন বাক্য, শব্দ ব্যবহার করবেন বা কোন কথা টা বলবেন সে ব্যাপারে আগেই সতর্ক হওয়া। যাতে সন্তানের মুখ থেকে এমন কোন বাক্য বা কথা বের না হয়ে যায়, যা শুনে বাবা মা কস্ট পাবেন।

১৫. সফরে দৈনন্দিন যোগাযোগ বজায় রাখা

সফরে থাকা অবস্থায় সামান্য সময়ের জন্য হলে ও দৈনিক মা বাবার সাথে যোগাযোগ করা। কেননা সন্তানের এই সামান্য কথোপকথন ও তার বাবা মায়ের মন আনন্দে ভরে দিতে পারে। তাদের মনের দুশ্চিন্তা ও ভয়ভীতি দুর করবে।

১৬.মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে মনোযোগ :

মায়ের ডাজে সাড়া দেওয়া ও সময়মত তাঁর প্রয়োজন ও ইচ্ছা পুরন করার প্রতি মনোযোগি হওয়া। নি:স্বন্দেহে এটি মায়ের নৈকট্য অর্জন করার এবং তাঁর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ থেকে বাচার জন্য অধিক সহায়ক।

পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. তাদের জন্য দোয়া করা

পিতা মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের অন্যতম দায়িত্ব হলো তাদের জন্য দোয়া করা।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا

দুআর ভাব ও মর্মার্থ

এ দুআর অর্থ এই যে, আমি যখন দুর্বল শিশু ছিলাম তখন তারা আমার জন্য কত কষ্ট করেছেন। আমার একটু আরামের জন্য, আমার ভালোভাবে বড় হওয়ার জন্য কত ব্যবস্থা করেছেন। সব ধরনের অসুখ-বিসুখ বিপদাপদ থেকে আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, নিজেদের আরাম-আয়েশের কোনো পরোয়া করেননি। আজ যখন তারা বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন আমি-আমার সামর্থ্যানুযায়ী তাদের খেদমত করলেও তাদের পুরো হক আদায় হবে না।

২. তাদের ঋণ পরিশোধ করা

তাদের পক্ষ থেকে কোন রিন পরিশোধ বাকি থাকলে সেটা পরিশোধ করা সন্তানের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। পিতা মাতার যাবতীয় সম্পদ দ্বারা হলেও তাদের ঋণ পরিশোধ করবে। সমর্থ্য না থাকলে ঋণদাতার নিকট থেকে মাফ করিয়ে নিবে।

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْه ُ

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্নিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মু’মিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যাবত না তা পরিশোধ করা হয়। [ইবনু মাজাহ ২৪১৩]

৩. তাদের জন্য দান সদাকা করা

পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য যথা সম্ভব দান সদাকা করা

عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ

আয়েশা (রা) আনহা হতে বর্নিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু সদকা করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হতে সদকা করলে তিনি এর প্রতিফল পাবেন কি? তিনি [নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বললেন, হ্যাঁ।

সহিহ বুখারি হাদিস ১৩৮৮

৪. তাদের আত্নীয় স্বজন দের সাথে সদ্ব্যবহার করা

পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার সুযোগ হারালে ও তাদের আত্নীয় স্বজন দের সদ্ব্যবহার করার সুযোগ থেকে যায়, তাই সকল সন্তানের কর্তব্য পিতা মাতার আত্নীয় স্বজন দের সাথে সদ্ব্যবহার করা

৫. তাদের বন্ধুবান্ধবদের খোজ খবর রাখা

পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের বন্ধুবান্ধব দের খোজ খবর রাখা ও সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ»

ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হলো, তার পিতার বন্ধু পরিবারের প্রতি তার সদ্ব্যবহার (মুসলিম, দারিমী, তিরমিযী)
আদাবুল মুফরাদ: ৪১

৬. পিতা মাতার ওয়াদা ওসিয়ত পুর্ন করা

পিতা মাতা জীবিত অবস্থায় অনেক।লোকের সাথে ওয়াদা করে থাকতে পারেন। মৃত্যুর সময় ও কিছু ওসিয়ত করতে পারেন। মাতা পিতা মারা যাওয়ার পর সন্তানের জন্য তাঁদের সাথে সুন্দর বা নেক আচরনের একটি পন্থা অবশিষ্ট থাকে।তা হলো তাদের কৃত ওয়াদা ও ওসিয়ত পুর্ন করা।

আর এভাবে তাদের রুহকে খুশি করার চেস্টা করা।মাতা পিতা যদি কারো সাথে আর্থিক সাহায্য দানের ওয়াদা করে থাকেন অথবা কাউকে কিছু দান করতে ওয়াদা করে থাকেন। তাহলে সেই ওয়াদা পুর্ন করা তার প্রতিটি সন্তানের জন্য বা তার ওয়ারিশের জন্য অবশ্যই কর্তব্য।

ধর্মীয় নির্দেশনা ও আধুনিক নৈতিক তত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

১. ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি: কুরআনে (সূরা লুকমান ৩১:১৪-১৫, সূরা ইসরা ১৭:২৩) পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ আল্লাহর ইবাদতের পরেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. **তত্ত্বগত বিশ্লেষণ**

আদেশের মাত্রা: কুরআন পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারকে আল্লাহর আদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করে — অর্থাৎ এটি কেবল সমাজচর্চা নয়, ইবাদত ও নিয়ামতের অংশ।

এক্ষেত্রে যদি সন্তান আল্লাহ বিরোধী কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ যেটা সে পছন্দ করছে না, তাহলে ও তা পালন করা ওয়াজিব।

মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা মূলত তিনটি মূলনীতির আলোকে হয়ে থাকে।

(১) তাদের আদেশ কোনো মুবাহ বিষয়ে হতে হবে।কোনো ওয়াজিব তরকের ব্যাপারে হতে পারবে না।

আর কোন হারাম কাজের জড়িত হওয়ার জন্যও হতে পারবে না।

(২)যে কাজের আদেশ তারা দিবেন,এতে তাদের ফায়দা থাকতে হবে,বা শরীয়তের পছন্দসই কাজ হতে হবে।

(৩)যে কাজের আদেশ দিচ্ছেন,তা তাদের সন্তানদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারবে না।

সুতরাং যদি সন্তানের কষ্ট লাগবের জন্য তারা এমন কোন আদেশ দিয়ে থাকেন,তাহলে এক্ষেত্রে মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা ওয়াজিব।

ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহ লিখেন,
ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين ، وهو ظاهر إطلاق أحمد ، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر ، فإن شق عليه ولم يضره : وجب ، وإلا فلا
গোনাহের কাজ ব্যতীত মুবাহ কাজে,মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা ওয়াজিব।যদি তার ফাসিকও হয়।এটা তখন যখন তাতে মাতাপিতার ফায়দা থাকবে,এবং সন্তানের জন্য ক্ষতিকারক হবে না।যদি সন্তানের উপর কষ্টদায়ক হয় তবে ক্ষতিকারক না হয়, তাহলে তখন মাতাপিতার আদেশ মান্য করা ওয়াজিব।(আল-ফাতাওয়াল কুবরা-৫/৩৮১)

আল্লামা হাসক্বাফী রাহ লিখেন,
لَا يَحِلُّ سَفَرٌ فِيهِ خَطَرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا. وَمَا لَا خَطَرَ فِيهِ يَحِلُّ بِلَا إِذْنٍ وَمِنْهُ السَّفَرُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ
যে সফরে ক্ষতির আশংকা থাকবে সে সফর মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয়।আর যে সফরে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই,সে সফর মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত বৈধ।এর মধ্যে একটি হলো,ইলম অন্বেষণের জন্য সফর করা।অর্থাৎ ইলম অর্জনের জন্য সফর করা মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত ও বৈধ।

৩.শ্রেষ্ঠত্বের প্রয়োগ: কুরআন পিতা-মাতাকে এমন মর্যাদা দেয় যা পারিবারিক ও সামাজিক নীতিতে প্রাধান্য পায়; ফলে সন্তানের আচরণে তাৎপর্যপূর্ণ নৈতিক নির্দেশনা জন্মায়।

৪. **শাস্ত্রীয় নীতিবাক্য:** বহু হাদীসে পিতা-মাতার প্রতি দয়া, পেছনে তাঁকে সম্মান করে কথা বলা, এবং তাদের প্রয়োজনের সময়ে সহায়তা করার নির্দেশ পাওয়া যায় (সহিহ বুখারী/সহিহ মুসলিমের বিভিন্ন রেফারেন্সে)।

হাদীসের প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তসমূহ

নৈতিক কর্তব্যের দৃঢ়তা: হাদীস কেবল আচরণগত নির্দেশ দেয় না—এগুলো হৃদয়ের অবস্থার গুরুত্ব আরোপ করে (সৌম্যতা, নম্রতা, ধৈর্য)।

মর্যাদার সীমা ও শর্ত: হাদীস স্পষ্ট যে সন্তানের সম্মান ও সাহায্য অবশ্যই সীমাহীন নয় যদি পিতা-মাতা আল্লাহর নির্দেশ স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করে — ইসলামিক নৈতিকতা ও তাওহীদ অগ্রাধিকার পায়।

ত্যাগের প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা
ত্যাগের প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন বুজানো হয়েছে। কেননা তা প্রত্যেক সন্তানের জন্য কর্তব্য।
ধর্ম: হাদীসে এসেছে, “পিতা-মাতা সন্তানের জান্নাত বা জাহান্নামের দরজা।” (আবু দাউদ, হাদিস: ৫১৩৮)

মানসিক সহায়তা ও আবেগিক সম্পর্কের গুরুত্ব
এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে মুলত মানসিক সহায়তা ও আবেগের সম্পর্কে ল্র একটা মিল বন্ধন হয়।
ধর্মীয় নির্দেশনা: “তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল।” (কুরআন ১৭:২৩)

নৈতিক দায়িত্ব বনাম আইনি দায়িত্বের সেতুবন্ধন
মুলত এসবের দ্বারা নৈতিক দায়িত্ব ও আইনি দায়িত্বের সেতুবন্ধন তৈরি হয়।

এছাড়া ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ গুলোতে ও পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে বলা হয়ে হয়েছে।
খ্রিস্টধর্ম

বাইবেল :
"তুমি তোমার পিতা মাতাকে সম্মান কর, যাতে তোমার আয়ু বৃদ্ধি পায়"।
Exodus, 20:12
খ্রিস্টীয় নৈতিকতায় এটি " Ten Commandments" এর পঞ্চম নির্দেশ। যা সরাসরি সামাজিক স্থিতি ও মানবিক সম্পর্ক রক্ষার শিক্ষা দেয়।

হিন্দুধর্ম:

মনুস্মৃতি (২:২২৭):

“পিতা-মাতাই সন্তানের দেবতা। তাদের সেবা করাই সর্বোত্তম ধর্ম।”
হিন্দু ধর্মে পিতা-মাতার সেবা “পিতৃঋণ” হিসেবে বিবেচিত, যা জীবনের ধর্মীয় কর্তব্যগুলোর অন্যতম।

আধুনিক নৈতিক তত্ত্বসমূহে পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য

(১) Kantian Ethics (ইমানুয়েল কান্ট):

কান্ট বলেন,

“মানুষকে কখনোই কেবল উপায় হিসেবে নয়, বরং উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।”
— (Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, 1785)

পিতা-মাতাকে সম্মান করা একটি “categorical imperative”, অর্থাৎ এটি নৈতিক কর্তব্য যা কোনো শর্ত ছাড়াই পালনীয়। সন্তান তাদের ব্যক্তিসত্তাকে মর্যাদা দেয় — কৃতজ্ঞতার অনুভবের ভিত্তিতে নয়, বরং নৈতিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে।

(২) Utilitarianism (জন স্টুয়ার্ট মিল):

এই তত্ত্ব অনুসারে কোনো কাজ তখনই নৈতিক যখন তা সর্বাধিক সুখ বা কল্যাণ বয়ে আনে।

পিতা-মাতার যত্ন নেওয়া শুধু তাদের জন্য নয়, সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল নিশ্চিত করে।
— (Mill, Utilitarianism, 1863)

সন্তান যদি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সেবা করে, তা পারিবারিক স্থিতি ও সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি করে, যা সমাজের “greatest happiness” অর্জনের উপায়।

(৩) Virtue Ethics (এরিস্টটল):

এরিস্টটলের মতে, নৈতিকতা কেবল কাজের ফল নয়, বরং মানুষের "চরিত্র" নির্ভর।

"একজন সৎ ব্যক্তি পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করে, কারণ সেটিই 'গুণী চরিত্রের' লক্ষণ।"
— (Aristotle, Nicomachean Ethics, Book VIII)

অতএব, পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন "virtue of gratitude" বা কৃতজ্ঞতার গুণ প্রকাশ করে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিষয় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক নৈতিক তত্ত্ব

নৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি কর্তার আদেশ ও ইবাদত যুক্তি, মানবিক মূল্যবোধ
উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সামাজিক কল্যাণ ও নৈতিক পরিপূর্ণতা
কর্তব্যের ধরন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা (ফরজ/ধর্ম) নৈতিক বাধ্যবাধকতা (Duty, Virtue)
প্রতিকার বা পুরস্কার জান্নাত, আখিরাতে পুরস্কার সামাজিক সম্মান, মানসিক প্রশান্তি
মূলনীতি কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য, দোয়া মানবতা, ন্যায়, কল্যাণ, কৃতজ্ঞতা।

ধর্মীয় নির্দেশনা ও আধুনিক নৈতিক তত্ত্ব উভয়ই পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কৃতজ্ঞতাকে মানবজীবনের মৌলিক মূল্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণে এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম, আর নৈতিক দর্শনে এটি মানবতার পরিপূর্ণতার উপায়। উভয়ের লক্ষ্য এক — পিতা-মাতার মর্যাদা, সেবা ও ভালোবাসা নিশ্চিত করা।

১২. বৃদ্ধাশ্রম, ধর্মীয়, সামাজিক,নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি

বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠেছে বৃদ্ধাশ্রম। সে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে বাংলাদেশেও। বিদেশিদের অনুকরণে দেশে ব্যাপক হারে বৃদ্ধাশ্রম অবাধে বাড়তে থাকলে হাজার বছরের পারিবারিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, স্নেহ-প্রীতি, মায়া-মমতার বন্ধন ধ্বংসের পথে ধাবিত হবে। বিলুপ্ত হবে পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান ও ভালোবাসা। আর নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংস এবং আজাব পতিত হবে।

সুতরাং প্রবীণদের সেবা-যত্নের প্রতি গুরুত্ব দিতে সচেতন হওয়া ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই জরুরি। সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি যশ-খ্যাতি ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাশ্রম গড়ে না তোলে প্রবীণদের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করাই হোক সময়ের দাবি।

বাংলাদেশে প্রথম বৃদ্ধাশ্রমের ধারণা

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বৃদ্ধাশ্রমের ধারণা প্রবর্তন করেন ডা: এ.কে. এম আবদুল ওয়াদুদ। তিনি ১৯৬০ সালে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বার্ধক্যে উপনীত দেশের অসহায় নারী-পুরুষদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলেন।

যাদের লালন-পালন করার মতো কোনো আপনজন ছিল না, বা থাকলেও তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কোনো আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না- তিনি তাদেরকেই অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁর বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় দিতেন। যা ছিল একেবারে নিজের দায়বদ্ধতা থেকে সেবামূলক চিন্তা । যার নাম ছিল বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান। মানবিক ও সেবার দৃষ্টিকোণ দিয়ে অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো নিঃসন্দেহে সওয়াবের কাজ এবং সে কাজ করতে ইসলাম আমাদের উৎসাহিত করে।
কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের যে হাল-চিত্র, তার পরিসংখ্যান দেখলে গা শিউরে ওঠে। এ কয়েক দশক আগেও বৃদ্ধাশ্রম নামের কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব মানুষের কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু বর্তমানে তা ব্যাঙের ছাতার মতো দেশের আনাচে-কানাচে পাড়ার অলিতে-গলিতে গজিয়ে উঠেছে। ২০১৮ সালের ২৮ অক্টোবরে প্রকাশিত সমাজসেবা অধিদফতরের তথ্য মোতাবেক বর্তমান বাংলাদেশের নিবন্ধনকৃত বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা ৬টি।

এছাড়া সরকারি আরো কিছু প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন নামে গড়ে উঠেছে। চাহিদা অনুপাতে এ সব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় আমাদের মানবিক, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানে যে ধস নেমেছে তা সহজে অনুমান করা যায়।

কাদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম

আমাদের দেশে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত নারী-পুরুষদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বৃদ্ধাশ্রম সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় নৈতিক মানকে পা দিয়ে মাড়িয়ে আজ সুবিধাবঞ্চিত বাক্যটি একশ্রেণির ধনী ও শিক্ষিত মানুষের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে। যদিও তাদের নিজ হাতের কষ্টার্জিত অঢেল ধন-সম্পদের কোনো অভাব নেই। মর্মান্তিক বিষয় হলো, নিজ হাতের কামাই করা এ সম্পদই যেন তাদের সাথে প্রতারণা করে আজ বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করছে। সংসারে সহায়-সম্পদ সব কিছু ঠিকঠাক থাকলেও তারা সন্তানহারা এতিম মিসকিনের মতো শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে বৃদ্ধাশ্রমকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বা সামাজিক মাধ্যম ঘাঁটাঘাঁটি করলে দেখা যায় যে মানুষ সাধারণত স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করে। যারা স্বেচ্ছায় বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেয় তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই পরিবার ছাড়া অবহেলিত, ঠিকানাহীন, ভবঘোরে, আশ্রয়হারা। আবার কেউ একাকিত্ব ঘোচাতে বাধ্য হয়ে বৃদ্ধাশ্রমের দ্বারস্থ হয়।

সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি হলো একসময় যাদের মান-সম্মান, যশ-খ্যাতি ছিল আকাশচুম্বী; যাদের দাপটে পাড়া-পড়শি ছিল তটস্থ; ক্ষমতার সর্বোচ্চ সিঁড়িতে আরোহণ করে মানুষের সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল সর্বদা- এ রকম ধরাকে সরা জ্ঞান মনে করা ব্যক্তিরাই আজ অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। ধর্মান্ধ ব্যাকডেটেড বা সেকেলের বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে দেখা যেত। আবার সমাজের একেবারে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর অক্ষর জ্ঞানহীন কৃষক, শ্রমিক জেলে- এদের কারো নাম বৃদ্ধাশ্রমের খাতায় না দেখে কেমন যেন মাথায় খটকা লাগে। বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন ভনভন করে মস্তিষ্কে।

ধর্মহীন শিক্ষা, আমাদের পরিবার ও বৃদ্ধাশ্রম

বিচিত্র এই পৃথিবীর বিস্ময়কর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মাখলুকাত মানুষ। মানুষকে আল্লাহ মেধা বুদ্ধি আর জ্ঞান দিয়ে তাঁর সকল সৃষ্টির সেরা হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

তাই মানুষই হলো এই সুন্দর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। সেই আদিকাল থেকে মানুষই ধাপে ধাপে রাষ্ট্র, সমাজ-পরিবার গঠন করে পৃথিবীর আলো বাতাসকে বসবাসের উপযোগী করে তুলেছে।

দাদা-দাদি, মা-বাবা, ভাই-বোন আত্মীয়স্বজন নিয়ে পারিবারিক বন্ধন, আর পাড়া-পড়শি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সামাজিক বন্ধনের যে সংস্কৃতি তা একমাত্র মানুষই তিল তিল করে গড়ে তোলে। পবিত্র কুরআনের শ্বাশত বাণী 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক' এই বাণীর নির্দেশ অনুসরণ করে জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে মানুষ একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজব্যবস্থা উপহার দিতে সক্ষম হয়। তবে দুর্ভাগ্য হলেও

সত্য, বর্তমানে সে ধারাবাহিকতা আর তেমন একটা নেই। মডার্ন হতে গিয়ে আজকাল মানুষ নামের কিছু নাস্তিক ধর্মশিক্ষাকে আফিম মনে করে শুধু জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গোটা মানবসভ্যতাক ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করে দিয়েছে। তাদের প্রতারণায় কিছু মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে তার ধর্মীয় মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে সেই জাহেলি যুগের সমাজ ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে দ্রুত অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর এই অন্ধকারের একটি উল্লেখযোগ্য অভিশাপ হলো আজকের এই বৃদ্ধশ্রম।

যে মানবতাবোধ ও দরদ নিয়ে অসহায়, গরিব বৃদ্ধদের প্রতি করুণার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি তৈরি করা হয়েছিল তা আজ কিছু ধনাঢ্য উচ্চ শিক্ষিত মা-বাবার চোখের পানি আর করুণ আর্তনাদে তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার মুখোশ উন্মোচিত করে দিয়েছে। যে মা-বাবা নিজেদের আরাম-আয়েশকে হারাম করে শুধু তার সন্তানদের মানুষ করার উদ্দেশ্যে জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা সময় ব্যয় করেছেন, সেই সন্তান যখন তাদের সাথে রুক্ষ আচরণ ও অপমান করে, তখন সে মা-বাবার দুনিয়াতে বেঁচে থাকার সকল সাধ বিষাদে পরিণত হয়।

সমাজের মৌলিক ভিত্তি হলো পরিবার। পরিবারে পিতা-মাতা হচ্ছেন সেই মূল স্তম্ভ, যাঁদের ত্যাগ ও স্নেহের ওপর দাঁড়িয়ে সন্তান ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্মিত হয়। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে আমরা এক করুণ বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করছি—সন্তানরা নিজের পিতা-মাতাকে "বৃদ্ধাশ্রমে" পাঠিয়ে স্বস্তি খোঁজে। এই প্রবণতা কি শুধুমাত্র জীবনধারার পরিবর্তন, নাকি এটি সন্তানের দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতার মারাত্মক ঘাটতির প্রতিফলন—এটাই আজকের আলোচনার মূল প্রশ্ন।

“বৃদ্ধাশ্রম” শব্দটি একদিকে যেন আশ্রয়ের প্রতীক, অন্যদিকে এক অশেষ নিঃসঙ্গতার প্রতিধ্বনি। এটি কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়; এটি এক নির্মম বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি, যেখানে ভালোবাসার পরিবর্তে এসেছে দায়িত্ব থেকে পলায়ন, সম্পর্কের পরিবর্তে এসেছে সুবিধাবাদ।

ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ

ইসলাম ধর্মে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও সেবাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

" وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"

“তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো।”
(সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর ইবাদতের সঙ্গে পিতা-মাতার প্রতি ‘ইহসান’ (সর্বোত্তম আচরণ)-এর নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাদের প্রতি দায়িত্বের গুরুত্বকে চরমভাবে প্রকাশ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“জান্নাত তোমার মায়ের পদতলে।”
(সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস ৩১০৪)

এমন হাদীস প্রমাণ করে যে, পিতা-মাতার সেবা শুধুমাত্র নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং তা জান্নাতের পথপ্রদর্শক ইবাদত।

অতএব, যখন সন্তান নিজের সুবিধা, কর্মজীবন বা পারিবারিক স্বার্থের কারণে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়, তখন সে শুধু সামাজিক নয়—আল্লাহর দৃষ্টিতেও তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। এটি একপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যর্থতা ও নৈতিক অবক্ষয়।

সমাজবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

পরিবার সমাজবিজ্ঞানের একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান। সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুর্খেইম তাঁর "Social Integration Theory"-তে বলেন,

"সমাজের ভারসাম্য রক্ষায় পারিবারিক বন্ধনই প্রধান শক্তি। যখন পরিবার দুর্বল হয়, তখন সমাজও ভেঙে পড়ে।"

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ন, পেশাগত ব্যস্ততা, পারিবারিক ভাঙন ও একক পরিবার ব্যবস্থার প্রসার বৃদ্ধাশ্রম ব্যবহারের মূল কারণ হয়ে উঠেছে।

Bangladesh Sociological Association (2022)-এর এক সমীক্ষায় দেখা যায়—

৭৩% বৃদ্ধাশ্রমবাসী বলেছেন, সন্তানদের সময় না থাকা বা পারিবারিক অজুহাতের কারণে তারা আশ্রমে এসেছেন।
৬৫% বলেছেন, তারা সন্তানদের কাছে থেকে আবেগীয় ভালোবাসা না পাওয়ায় নিজেদের 'অপ্রয়োজনীয়' মনে করেছেন।

এটি প্রমাণ করে যে, বৃদ্ধাশ্রমের বিস্তার শুধুমাত্র সামাজিক পরিবর্তনের ফল নয়, বরং পারিবারিক দায়িত্ববোধের অবক্ষয়েরও প্রতিফলন।

সাহিত্যিক ও আবেগীয় প্রতিফলন

একটি বৃদ্ধাশ্রমের নিরব দুপুর—বৃদ্ধা একা বসে আছেন জানালার পাশে। তাঁর হাতে পুরনো একটি ছবি—সন্তানের শৈশব। চোখে অশ্রু। হয়তো তিনি ভাবছেন, "যে ছেলেটিকে আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি, সে আজ কোথায়?"

এই দৃশ্য শুধু আবেগ নয়—এটি আধুনিক সমাজের বিবেকের কাছে এক প্রশ্নচিহ্ন।
বাংলা সাহিত্যে এমন মানবিক বোধ অসংখ্যবার উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের "দু:খের গল্প", সৈয়দ মুজতবা আলীর "আবদুল্লাহ" কিংবা জসীম উদ্দীনের "আসামি হাজির" — প্রত্যেকটিতে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সমাজের অবহেলা প্রতিফলিত হয়েছে।

আজকের বৃদ্ধাশ্রমগুলো বাস্তবে সেই সাহিত্যের করুণ চরিত্রদের আবাস—যেখানে ভালোবাসা নেই, আছে শুধু অপেক্ষা আর নিঃসঙ্গতা।

নৈতিক ও মানবিক বিশ্লেষণ

নৈতিকতার মূল হলো কৃতজ্ঞতা।
একজন মানুষ যিনি তার জীবনের শুরু থেকে মায়ের কোলের উষ্ণতা ও পিতার ত্যাগে বেড়ে ওঠে, তাঁর জন্য সেই পিতা-মাতার সেবা করা কেবল কর্তব্য নয়—এটি মানবতার পরীক্ষাও।

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বলেনঃ

"যে সমাজে পিতা-মাতার সম্মান নষ্ট হয়, সেই সমাজ কখনোই টিকে থাকতে পারে না; কারণ সেখানে ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের স্থলে আসে স্বার্থপরতা।"
(Insaniyat Ka Paigham, 1988)

ইসলামী দৃষ্টিতে পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জন্য বরকত, আর তাদের অভিশাপ ধ্বংসের কারণ।
সহীহ বুখারীতে এসেছে—

"যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের সেবা করে জান্নাত অর্জন করতে পারল না, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব)
অতএব, বৃদ্ধাশ্রমের ব্যবহার সামাজিক নয়, বরং আধ্যাত্মিক ব্যর্থতা ও নৈতিক বিচ্যুতির ফল।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বয়স্ক ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি যে কষ্টে ভোগেন তা হলো অপ্রয়োজনীয়তার অনুভূতি।
ড. শারমিন আরা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৩) এক গবেষণায় উল্লেখ করেন—
"বৃদ্ধাশ্রমে থাকা ৮২% প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, তাঁরা মনে করেন তাঁদের আর কেউ প্রয়োজন মনে করে না।
এই মানসিক অবমূল্যায়ন তাঁদের মধ্যে বিষণ্ণতা ও একাকীত্বের সৃষ্টি করে।"

অতএব, বৃদ্ধাশ্রম কেবল বসবাসের স্থান নয়; এটি মানসিক নিঃসঙ্গতার এক কারাগার, যেখানে প্রতিটি দিন কাটে ভালোবাসার প্রতীক্ষায়।

বৃদ্ধাশ্রমের ব্যবহার নিঃসন্দেহে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালনের ঘাটতির প্রতিফলন।
যে সমাজে সন্তান পিতা-মাতার সেবা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে সমাজ নৈতিকভাবে মৃতপ্রায়।
এটি কেবল ধর্মীয় বা সামাজিক সমস্যা নয়, বরং এক গভীর মানবিক ট্র্যাজেডি।

অতএব, এখনই সময় পরিবারে ভালোবাসা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার পুনর্জাগরণ ঘটানোর।
বৃদ্ধাশ্রম যেন প্রয়োজন না হয়—বরং পরিবারের দরজাই হোক বয়োজ্যেষ্ঠদের শেষ আশ্রয়।
কারণ
যে সন্তান আজ নিজের পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়, কাল সে নিজেও সেই পথের যাত্রী হয়ে যাবে।

১৩. "সমাজে বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধির কারণগুলো কী কী, এবং তা পরিবারের দায়বদ্ধতা ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত?"

বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বিশ্বের বহু দেশে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষত দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে যেখানে একসময় যৌথ পরিবার ছিল প্রধান সামাজিক কাঠামো। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ মুসলিম প্রধান সমাজগুলোতেও বৃদ্ধাশ্রম এখন এক অপরিচিত বিষয় নয়।
এই প্রবণতা কেবল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষয় নয়, বরং পারিবারিক দায়িত্ব, সামাজিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি গভীর প্রতিফলন।
এই অধ্যায়ে আমরা বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধির বহুমুখী কারণ বিশ্লেষণ করব এবং তা পারিবারিক দায়িত্ব ও সামাজিক মূল্যবোধের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা আলোচনা করব।

১. ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার দুর্বলতার কারনে এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মীয় জ্ঞান না থাকার কারনে সমাজে সন্তান তাদের পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে না জানার ফলে সমাজে বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খ) কুরআন-পাঠ, হাদিস শিক্ষার অভাবে

কুরআন এবং হাদিসে পিতা মাতার সম্পর্কে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।আর এই গুলোর সঠিক কোন জ্ঞান না থাকায় পারিবারিক নৈতিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার কারনে বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ) দায়িত্ব বোধ না থাকা

বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারন সন্তানের মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি না হওয়া। এই দায়িত্ব বোধের অভাবে সমাজে ব্যাপক হারে বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও আর্থিক চাপ

জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি: শহুরে জীবনে বাসস্থান, চিকিৎসা ও দৈনন্দিন খরচ বহন করা কঠিন হওয়ায় বৃদ্ধদের দেখাশোনা করা দায়িত্বহীন পরিবারের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আর ফলে সমাজে বৃদ্ধাশ্রম বাড়ঁছে।

বেকারত্ব ও নিম্ন আয়: অনেক সন্তানই নিজেই আর্থিক সংকটে থাকেন।
গবেষণা (BBS, 2021): ৪৩% পরিবার বৃদ্ধ পিতা-মাতার চিকিৎসা খরচ বহন করতে পারে না। আর যার ফলে তারা পিতা মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে।

৩. পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন

পূর্বে ছিল যৌথ পরিবার, যেখানে একাধিক প্রজন্ম একসাথে বাস করত।এখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে নিউক্লিয়ার পরিবার। যার ফলে বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. নারীর কর্মজীবী হওয়া

অতীতে মেয়েরা বা পুত্রবধুরা বৃদ্ধদের সেবা করতেন। কিন্তু আধুনিক সমাজে নারীরা কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হচ্ছে। যার ফলে বাড়িতে পূর্ণসময় সেবা দেয়ার কেউ থাকে না। সেজন্য এটা একটি কারন এটি বৃদ্ধির।

৫. অভিবাসন ও ভৌগোলিক দূরত্ব

সন্তান বিদেশে বা অন্য শহরে থাকে। যার ফলে পিতা-মাতা একা বাস করে নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে। আর এই কারনে অনেক সন্তান পিতা মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে দেয়।

৬. আইন প্রয়োগ না হওয়ায়

কিছু দেশে (ভারত, বাংলাদেশ) “Parents Maintenance Act” আছে

আইন সন্তানকে পিতা-মাতার দায়িত্ব নিতে বাধ্য করে। কিন্তু আইন প্রয়োগ দুর্বল। যার ফলে পরিবার দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। আর এই আইন বাস্তবায়ন না হওয়ায় বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৪. “বৃদ্ধাশ্রমের প্রসার কি নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতির সাথে যুক্ত?”

বৃদ্ধাশ্রম আধুনিক সমাজে একটি ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা। একদিকে এটি বয়স্ক মানুষের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত করা হলে ও এটি আসলে নৈতিক ও সামাজিক মুল্যবোধের সাথে যুক্ত। সামাজিক ও নৈতিক দিক দিয়ে কোন ভাবেই এটা কাম্য নয়।
অন্যদিকে অনেকেই মনে করেন এটি মানবিক ও নৈতিক সংকটের প্রতীক। এই প্রশ্নটি কেবল একটি সামাজিক ধারণা নয়, বরং পরিবারের ভিত্তি, নৈতিকতা, সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রজন্মগত ধারাবাহিকতার উপর গভীর প্রভাব ফেলে। তাই বৃদ্ধাশ্রমের প্রসার কি সত্যিই নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতির সাথে যুক্ত—এটি বিশ্লেষণ জরুরি।

নৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়

নৈতিক ক্ষতি বলতে বোঝায়—যেমন দায়িত্ববোধের অবক্ষয় ঘটে। ভালোবাসা ও সম্মানের ক্ষতি হয়। মানবিক মূল্যবোধের পতন ঘটে। পারিবারিক বন্ধনের ভাঙন এর সৃষ্টি হয়।

ইসলামে নৈতিকতা (أَخْلَاق) হলো পরিবারের ভিত্তি। পিতা-মাতার সেবা করা শুধু সামাজিক কাজ নয়, বরং একটি ইবাদত।

কুরআন:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো।” (সুরা আন-নিসা: ৩৬)

হাদিস:

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ»

“তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার পরিবার সদস্যদের প্রতি উত্তম।” (তিরমিজি)

পরিবারের ভাঙন: সামাজিক মূল ভিত্তির ক্ষতি

পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী ইউনিট। যখন পরিবার ভেঙে পড়ে, সমাজের সংহতি নষ্ট হয়।

প্রজন্মগত সম্পর্কের ভাঙন

আগে দাদা-দাদি / নানী-নানার সাথে বেড়ে উঠা নাতি-নাতনিরা শেখাত: আদব আচরণ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, কৃতজ্ঞতা, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা। বৃদ্ধাশ্রমের ফলে এসব শেখানোর ধারাবাহিকতা ভেঙে যাচ্ছে। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নৈতিকভাবে দুর্বল হচ্ছে।

একাকিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য

বৃদ্ধাশ্রমে কিছু কিছু সুবিধা থাকলে ও আবেগ গত দিকে সুবিধা তো আর পাওয়া যায় না। WHO রিপোর্ট (2021):

৭০% বৃদ্ধ বলে: "আমরা পরিত্যক্ত অনুভব করি।" ৫৫% বিষণ্নতায় ভুগে। ৩০% মৃত্যুকামনা প্রকাশ করে

মনোবিজ্ঞান বলছে:
পরিবারের সান্নিধ্য না পাওয়া মানসিক মৃত্যুর সমান।
ফলে দেখা যায় বৃদ্ধাশ্রমের ফলে এই ব্যক্তি জীবনে এই প্রভাব গুলো ব্যাপক হারে সাধিত হয়।

ইসলামিক নৈতিকতা বনাম আধুনিক প্রবণতা

ইসলামে পিতা-মাতার সেবা করা জিহাদের সমান ফজিলত।

হাদিস:
«ْفَفِيهِمَا فَجَاهِد»
"(পিতা-মাতা জীবিত থাকলে) তাদের সেবাতেই তুমি জিহাদ কর।" (বুখারি)

কিন্তু আধুনিক সমাজ বলছে:
"My life, my freedom, my career."
ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার এই প্রবণতা ধর্মীয় নৈতিকতার বিপরীত। মুলত দেখা যায় এর ফলে যেমন ইসলামিক নৈতিকতা বর্জন হয় তেমনি আধুনিক সমাজে তার স্বকিয়তা বজায় থাকে না।

ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের ক্ষতি

বাংলাদেশি/দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতি বলেছে:
"মা-বাবা ঘরের বরকত।"

ইসলাম বলেছে:
"পিতা-মাতার দোয়া কবুল।"
"তাদের সন্তুষ্টি - আল্লাহর সন্তুষ্টি।"
(তিরমিজি)

বৃদ্ধাশ্রমের প্রসার মানে—বরকতহীন ঘর। দোয়ার উৎস থেকে বঞ্চিত।
আল্লাহর রহমত কমে যাওয়া
এটি সরাসরি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি। সুতরাং দেখা যায়, এটি ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত মুল্যবোধকে নস্ট করে দেয়।

সমাজে সহানুভূতি ও মানবিকতার অবক্ষয়

যে সমাজে বৃদ্ধরা সম্মান পায় না, সেই সমাজ শেষ পর্যন্ত:
দুর্বলদের উপেক্ষা করে, অসুস্থদের ত্যাগ করে।
শিশু ও নারীদের প্রতিও কঠোর হয়। আইন ও ন্যায়বিচার দুর্বল হয়।
ইবনে খালদুন তার Muqaddimah গ্রন্থে বলেন,
"যে সমাজ বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করে না, সে সমাজ টিকে না।"

বিকল্প সমাধান: ইসলামিক Welfare Model
ইসলাম বৃদ্ধাশ্রম নিষিদ্ধ করেনি, তবে বলে—
পরিবার প্রথম দায়িত্ব নেবে, সমাজ ও মসজিদ সহযোগিতা করবে, সরকার সহায়তা দেবে।
বৃদ্ধাশ্রম হবে "শেষ বিকল্প", "প্রধান সমাধান" নয়।

সুতরাং:
বৃদ্ধাশ্রমের প্রসার নিছক একটি "সামাজিক উন্নয়ন" নয়, বরং গভীর নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতির ইঙ্গিতবাহী। বৃদ্ধাশ্রমের প্রসার কেবল বৃদ্ধদের বসবাস পরিবর্তন নয়; এটি পরিবার, নৈতিকতা এবং সমাজের মৌলিক কাঠামোকে দুর্বল করে। অবশ্যই কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা বা নিরাপত্তার জন্য বৃদ্ধাশ্রম প্রয়োজন হতে পারে, তবে এটি যদি পরিবারের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে নৈতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক ক্ষতির অন্যতম বড় কারণ।

১৫. পিতা মাতার সম্বলিত আইন

আইনগত দিক

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩

এই আইনের ধারা ৩ অনুযায়ী, "প্রত্যেক সন্তান তাহার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করিতে বাধ্য থাকিবে।" এছাড়া, ধারা ৪ অনুসারে, পিতা বা মাতার অবর্তমানে সন্তানকে দাদা-দাদী বা নানা-নানীর ভরণ-পোষণও নিশ্চিত করতে হবে। ধারা ৩(৭) অনুযায়ী, সন্তান আলাদা থাকলেও তার দায়িত্ব শেষ হয় না।

আইনের ধারা ৫(১) অনুযায়ী, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ না করলে সন্তানের বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা অনাদায়ে ৩ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। এছাড়া, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণে বাধা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একই দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। অভিযোগ দায়েরের জন্য পিতা-মাতা ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আবেদন করতে পারবেন।

বয়স্ক পিতা-মাতার প্রতি প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সক্ষম ও সামর্থ্যবান সন্তানের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য নিহিত। বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার দেখভাল তথা ভরণ-পোষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেন।

এই আইনে, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বলতে সক্ষম ও সামর্থ্যবান প্রত্যেক পুত্র বা কন্যা সন্তান কর্তৃক বৃদ্ধ পিতা-মাতার খাওয়া-দাওয়া, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বসবাসের সুবিধা এবং সঙ্গ প্রদানকে বোঝায়।
পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ প্রসঙ্গে ৩ ধারায় বলা হয়েছে,

সক্ষম ও সামর্থ্যবান প্রত্যেক পুত্র বা কন্যা সন্তানের তার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করতে হবে;
কোন পিতা-মাতার একাধিক সন্তান থাকলে, সেইক্ষেত্রে সন্তানগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে তাদের পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করবে;
প্রত্যেক সন্তানকে পিতা-মাতার একইসঙ্গে একই স্থানে বসবাস নিশ্চিত করতে হবে;

কোন সন্তান বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বৃদ্ধ নিবাস কিংবা অন্য কোথাও একত্রে কিংবা আলাদা আলাদাভাবে বসবাস করতে বাধ্য করবে না;
প্রত্যেক সন্তান তার পিতা এবং মাতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ খবর নিবে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করবে;
পিতা-মাতা সন্তান হতে পৃথকভাবে বসবাস করলে, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানকে নিয়মিতভাবে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে; এবং
পিতা-মাতা সন্তান হতে পৃথকভাবে বসবাস করলে, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তান তার দৈনন্দিন আয়-রোজগার, বা ক্ষেত্রমত, মাসিক আয় বা বাৎসরিক আয় থেকে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ পিতা বা মাতা, বা ক্ষেত্রমত, উভয়কে নিয়মিত প্রদান করবে।
এমনকি প্রত্যেক সন্তানকে তাদের পিতা-মাতার অবর্তমানে দাদা-দাদী এবং নানা-নানীকে ভরণ-পোষণ প্রদানে বাধ্য করা যাবে এবং এই ভরণপোষণ ধারা – ৩ মতে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ হিসাবে গণ্য হবে।

এই আইনের ধারা ৫(১) অনুসারে, কোনো সন্তান পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ না করলে, তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে বা উক্ত অর্থদণ্ড অনাদায়ের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। কোন সন্তানের স্ত্রী, বা ক্ষেত্রমত, স্বামী কিংবা পুত্র-কন্যা বা অন্য কোন নিকট আত্নীয় পিতা-মাতার বা দাদা-দাদীর বা নানা-নানীর ভরণ-পোষণ প্রদানে বাধা প্রদান বা অসহযোগিতা করলে, তিনি ধারা ৫(১) এ উল্লেখিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য ও আপোষযোগ্য; এবং ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারযোগ্য হবে। তবে কোন আদালত অপরাধে সংশ্লিষ্ট সন্তানের পিতা বা মাতার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত অপরাধ আমলে গ্রহণ করবেন না।

~ Advocate Russell Biswas
Judges' Court, Chittagong

১৬. পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সালাফদের উদাহরণ

পিতামাতার প্রতি সন্তানের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করার সময়, আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করি এবং তাদের প্রতি চিরকাল ঋণী থাকার কথা মেনে নিই।

সালাফদের কিছু উদাহরণ:

1. উম্ম ‘ইয়াস বিন মুওয়িয়াহ মারা গেলে, তিনি কাঁদলেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন:

“আমার দুটি স্বর্গের দরজা খোলা ছিল, আজ তার মধ্যে একটি বন্ধ হয়ে গেছে।”

2. রিফাহ বিন ‘ইয়াস বলেন:

“আমি আল-হারিথ আল-‘উকলিকে তার মায়ের জানাজায় হাঁটতে এবং কাঁদতে দেখেছি। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন: ‘আমি কেন কাঁদব না, যখন আমার জন্য স্বর্গের একটি দরজা বন্ধ হয়ে গেছে?’”

3. আমীর বিন আব্দুল্লাহ বলেন:

“আমার পিতার মৃত্যুর এক বছর পর পর্যন্ত, আমি যা কিছু করতাম, তা ছিল আল্লাহর কাছে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করা।”

এছাড়া, আব্দুল্লাহ বিন উমর رضى الله عنهما আমাদের জন্য একটি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যেভাবে সন্তানেরা তাদের পিতামাতা, বন্ধু ও আত্মীয়দের সম্মান জানাবে। আব্দুল্লাহ বিন দিনার বলেন:

“আবদুল্লাহ বিন উমর رضى الله عنهমা একজন মানুষকে মক্কার পথে পেয়ে তাকে সালাম জানালেন, তাকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করলেন এবং নিজের টুপি দিলেন। আমি বিন উমরকে বললাম, ‘আল্লাহ তোমাকে গাইড করুন, তিনি একটি বেদুইন এবং তারা এটিকে

কম গ্রহণ করে।' আব্দুল্লাহ বিন উমর رضى الله عنه বললেন, 'এই ব্যক্তির পিতা উমর رضى الله عنه বন্ধু ছিলেন এবং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ

"একজন মানুষের সর্বোত্তম আচরণ হল তার পিতার বন্ধুদের সাথে সদয় আচরণ করা।" (সহিহ মুসলিম)

(Book of kindness to parents)

4. যাইনুল আবেদীন:

তাবেয়ীদের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জয়নাল আবেদীন। তিনি তার মায়ের সাথে বেশি বেশি ভালো ব্যবহার করতেন এমনকি তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হত। নিশ্চয়ই আপনি আপনার মায়ের সাথে সর্বোত্তম সদ্বব্যবহারকারী মানুষ। আর আমরা আপনাকে আপনার মায়ের সাথে খেতে দেখি না।
তখন তিনি বললেন, আমি আশঙ্কা করি যে, আমার হাতে এমন কোন খাদ্য থাকবে যার দিকে পূর্ব থেকেই আমার মায়ের চোখ পড়ে আছে। ফলে আমি তার অবাধ্য সন্ধানে পরিণত হব।

5. জাফর ইবনে সুলাইমান রহ.মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির থেকে বর্ননা করেন যে, "তিনি তার গাল জমিনের উপর রাখতেন। অতপর তিনি তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, আপনি উঠুন, আপনার পা আমার গালের উপর রাখুন।

(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)

6. ইবনু ''আউন আল মুযানী রহ. থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, তাঁর মা তাঁকে ডাকলেন, অত:পর তিনি তার ডাকে সাড়া দিলেন। কিন্তু এতে তার মায়ের আওয়াজের চেয়ে তাঁর আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। ফলে তিনি দুটি গোলাম আযাদ করে দিলেন।

7. উমর ইবন যরকে বলা হলো আপনার প্রতি আপনার ছেলের আনুগত্য বা সদ্ব্যবহারের অবস্থাটা কেমন ছিলো.? তখন তিনি বললেন, আমি দিনের বেলায় হাটলে সে আমার পিছন

পিছন হাটতো। আর রাতের বেলাই হাটলে সে আমার সামনে সামনে হাটত।আর আমি নিচে থাকলে সে কখনো ছাদের উপরে উঠত না।

8. সালেহ আল আব্বাসী একবার খলিফা মনসুরের মজলিসে হাজির হলেন এবং তাকে হাদিস শোনাচ্ছিলেন।
আর তিনি তার কথাই বেশি বেশি বলতে লাগলেন। আমার পিতা, আল্লাহর রহম করুন। তখন রবি তাকে উদ্দেশ্য করে বলল; তুমি আমিরুল মুমিনের সামনে তোমার বাবার ব্যাপারে এত বেশি বেশি 'রহমতের' বিষয়টি প্রকাশ করো না।
তখন তিনি তাকে বললেন: আমি তোমাকে তিরস্কার করবো না। কারণ তুমি তো পিতার মজা উপভোগ করো নি। অতঃপর খলিফা আল মনসুর মুচকি হাসলেন এবং বললেন যে ব্যক্তি বনু হাশিমের মুখোমুখি হবে এটাই তার পুরস্কার।
(বিররুল ওয়ালিদাইন)

9. পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য ও সদ্ব্যবহার কারিগণের অন্যতম একজন হলেন মুহাদ্দিস বুন্দার। তার ব্যাপারে জাহাবি রহ. বললেন তিনি বসরার হাদিস সংকলন করেছেন।
কিন্তু তিনি তার মায়ের
প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে কোন সফর করেননি। আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর ইবন খাকান আল মাররুযী বলেন; আমি বুন্দারকে বলতে শুনেছি, আমি জ্ঞান অন্বেষণে বের হতে বা সফর করার ইচ্ছে করলাম। কিন্তু আমার মা আমাকে নিষেধ করলেন আমি তার আনুগত্য করলাম। ফলে সেই ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে বরকত দিয়েছেন।

10. আমের ইবন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রহ. বলেন; "আমার পিতা মারা গেছেন,আর আমি পরিপূর্ণ এক বছর আল্লাহ তায়ালার নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।

11.ফযল বিন ইয়াহইয়া:

শীতের কামড়ানো রাত। আকাশে তারা নেই, বাতাসে দয়া নেই, পৃথিবীতে যেন উষ্ণতার শব্দও নেই। এমন এক কঠোর শীতের রাতে দু'জন মানুষকে কারাগারের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো—বাবা আর ছেলে।
বাবা—এক বৃদ্ধ, দুর্বল, শরীর শীত সহ্য করতে পারে না।

আর ছেলে—ফযল বিন ইয়াহইয়া, এমন এক অনুগত সন্তান, যার হৃদয়ের একমাত্র রঙ—পিতার প্রতি ভালোবাসা।

কারাগারের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দটা শীতের থেকেও ঠান্ডা। এখানে নেই বিছানা, নেই উষ্ণতা, নেই আলো—এখানে মানুষ কেবলই কয়েদী।

তবুও ফযলের চোখে আরেকটি ভয়—
"বাবা ওযুর সময় ঠান্ডা পানি কীভাবে সহ্য করবেন?"

সেই চিন্তায় তিনি জেল-তত্ত্বাবধায়কের কাছে গেলেন। অনুনয়-বিনয় করে বললেন,
—"আমার বাবার জন্য একটু গরম পানি দিন। তার শরীর শীত নিতে পারে না।"
কিন্তু উত্তর এলো পাথরের মতো ঠান্ডা,
—"কোনো কয়েদীর জন্য গরম পানির নিয়ম নেই।"

ফযল আবার চেষ্টা করলেন। কাঠ কিনে দিতে চাইলেন, নিজের হাতে আগুন জ্বালিয়ে পানি গরম করতে চাইলেন।
তবুও প্রত্যাখ্যান।
তবুও নিষেধ।
তবুও কঠোরতা।

ফযলের বুকের ভেতর যেন এক আগুন জ্বলল—
"মানুষের দেয়া আগুন না হলে কী হবে? আমি নিজেই পথ বের করব।"

সে রাতে কারাগারের এক কোণে তিনি একটা ছোট প্রদীপ পেলেন। সে প্রদীপের কাঁপা শিখার পাশে তিনি পানির পাত্রটা ধরে রাখলেন।
রাত ভর নিদ্রাহীন চোখে শিখার সাথে যুদ্ধ করলেন।
প্রদীপ যেমন নিঃশেষ হতে লাগল, তিনিও তেমনি নিঃশেষ হতে লাগলেন—
কিন্তু বাবার জন্য, সবটুকুই তুচ্ছ।

সকাল হলে তিনি বাবার কাছে পানি বাড়িয়ে দিলেন—
হালকা গরম, তবু মমতার উষ্ণতায় পূর্ণ।

দ্বিতীয় রাতেও তিনি একই করলেন।
কিন্তু ভাগ্য সবসময় অনুগত সন্তানদের সহায় হয় না।
জেল-তত্ত্বাবধায়ক দেখে ফেলল।
পরদিন রাতে প্রদীপটি সরিয়ে নিল।

এবার কারাগারের অন্ধকারটা ফযলের জন্য আরও অন্ধকার হয়ে গেল।
বাবার কথা ভাবলে তার বুক টনটন করছিল—
"এ শীতে ঠান্ডা পানি তিনি সহ্য করতে পারবেন না... আমি কী করব?"

হঠাৎ তার মনে উদয় হলো এমন এক চিন্তা, যা কেবল অনুগত সন্তানের হৃদয়ে জন্মায়।

সেই বরফ শীতল পানি—
তিনি নিজের পেটে চেপে ধরলেন।
ঘন্টার পর ঘন্টা।
রাতজুড়ে।
শরীর কাঁপতে লাগল, দাঁত কাঁপতে লাগল, ঠান্ডায় বুক জমে আসতে লাগল।
তবুও তিনি ছাড়লেন না।

কারণ তার হৃদয়ে মাত্র একটি অবিচল বাক্য—
"বাবা যেন কষ্ট না পান।"

সেই পানি পুরোপুরি গরম হলো না, কিন্তু একেবারে ঠান্ডাও রইল না—
যেন মা শিশুকে বুকে আগলে রাখলে যে উষ্ণতা সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমন।

সকাল হলে তিনি সেই পানি আদরের মতো করে বাবার সামনে রাখলেন।
বাবা হয়ত জানতেনও না—
তার সন্তানের দেহরক্ত গরম হয়েছে, কিন্তু পানি ঠান্ডা হয়নি।

বছরের সেই শীত, সেই রাতগুলো আর কারাগারের সেই অন্ধকারগুলো আজও ইতিহাসে আলো হয়ে আছে।
মানুষ ভুলে গেছে রাজাদের নাম, ক্ষমতার গল্প;

কিন্তু এক সন্তানের আনুগত্য আজও বাতাসে ভাসে—ফযল বিন ইয়াহইয়া—যার ভালোবাসা প্রদীপের আগুন নেভার পরও জ্বলেছিল।

১৯৩ হিজরীতে তিনি কারাগারেই ইন্তেকাল করেন।
ইবনুল আসীর লিখেছেন—
"ফযল বিন ইয়াহইয়ার মতো অনুগত সন্তান পৃথিবীতে আমি আর কাউকে দেখি নাই।"

বাস্তব জীবনের উদাহরণ ও গল্প :
এই পর্যায়ে আমরা পিতা মাতা প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে বাস্তব জীবনের কিছু উদাহরন ও গল্প আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

১৭.পিতা মাতার সেবার ওসিলাই দোয়া কবুল

ইবনু উমর (রা) হতে বর্নিত। রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। পূর্ববর্তী জামানার ৩ জন লোক হেঁটে চলছিল। হঠাৎ বৃষ্টি আসায় তারা একটু গুহায় আশ্রয় নেয়।
এমন সময় পাহাড় থেকে একটা পাথর পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে ফেলে। তখন তাদের একজন আরেকজন কে বলল তোমাদের কৃত আমলের উসিলাই (সেই আমল যা শুধু মাত্র আল্লাহ কে খুশি করার জন্য করা হয়েছে) আল্লাহর কাছে দোয়া কর। হয়তো আল্লাহ এর উসিলাই পাথর সরিয়ে দিবেন। তখন তাদের

একজন বলল হে আল্লাহ!
আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা ছিলো এবং ছোট ছোট শিশু ছিলো। আমি জীবিকার জন্যে মাঠে পশু চরাতাম। যখন সন্ধ্যায় ফিরতাম তখন দুধ দোহন করে, আমার সন্তানদের আগে পিতা মাতাকে পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যায় এবং ফিরে দেখলাম তারা উভয়ই (পিতা মাতা) ঘুমিয়ে পড়েছেন।
তখন আমি দুধ দোহন করে, তাদের উভয়ের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। কেননা তাদের কে ঘুম থেকে জাগ্রত করা ভালো মনে করলাম না তাই।

আর তাদের আগে শিশুদের পান করানোও অপছন্দ করলাম। আর শিশুরা আমার দু'পায়ের কাছে কান্নাকাটি করছিলো।তাদের ও আমার মাঝে এ অবস্থা চলতে থাকে। শেষে ভোর হয়ে

গেলো। হে আল্লাহ আপনি জানেন যে, আমি কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যেই এ কাজ করেছি। তাই আপনি আমাদের জন্য একটু ফাঁক করে দিন যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ দোয়া কবুল করে তাদের জন্য একটু ফাঁক করে দিলেন।

২য় ব্যক্তি বল্ল হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিলো। আমি তাকে এতো খানি ভালোবাসতাম যতোখানি একজন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসতে পারে। আমি তাকে একান্তে পেতে চাইলাম। সে অসম্মতি জানাল, যতক্ষণ আমি তার কাছে একশ' দীনার উপস্থিত না করি। আমি চেষ্টা করলাম এবং একশ' স্বর্ণমুদ্রা জোগাড় করলাম। এগুলো নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম।
যখন আমি তার দু'পায়ের মধ্যে বসলাম, তখন সে বললোঃ হে আল্লাহর বান্দাহ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো, আমার কুমারিত্ব নষ্ট করো না। তখন আমি উঠে গেলাম। হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যেই আমি তা করেছি। তাই আমাদের জন্যে এটি ফাঁক করে দিন। তখন তাদের জন্যে আল্লাহ আরও কিছু ফাঁক করে দিলেন।

শেষের লোকটি বললোঃ হে আল্লাহ! আমি একজন মজদুরকে এক 'ফার্‌ক' চাউলের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করেছিলাম। সে তার কাজ শেষ করে এসে বলল, আমার প্রাপ্য দিয়ে দিন। আমি তার প্রাপ্য তার সামনে উপস্থিত করলাম। কিন্তু সে তা ছেড়ে দিল ও প্রত্যাখ্যান করলো। তারপর তার প্রাপ্যটা আমি ক্রমাগত কৃষিকাজে খাটাতে লাগলাম। তা দিয়ে অনেকগুলো গরু ও রাখাল জমা করলাম।
এরপর সে একদিন আমার কাছে এসে বললোঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আমার উপর যুল্‌ম করো না এবং আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি বললাম: ঐ গরু ও রাখালের কাছে চলে যাও। সে বললোঃ আল্লাহ্‌কে ভয় করো, আমার সাথে উপহাস কর না।

আমি বললাম: তোমার সাথে আমি উপহাস করছি না। তুমি ঐ গরুগুলো ও তার রাখাল নিয়ে যাও। তারপর সে ওগুলো নিয়ে চলে গেল। (হে আল্লাহ!) আপনি জানেন যে, তা আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই করেছি, তাই আপনি অবশিষ্ট অংশ উন্মুক্ত করে দিন। তারপর আল্লাহ তাদের জন্য তা উন্মুক্ত করে দিলেন।

(সহিহ বুখারী হাদিস ৫৯৭৪)

শিক্ষা

উপরোক্ত ঘটনা থেকে আমরা বুজতে পারি যে, পিতা মাতার সেবার উসিলায় দোয়া করলে তা আল্লাহ কবুল করেন।

১৮. বনি ইসরায়েলের এক আবেদ

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্নিত, তিনি বলেন,জুরাইজ বনি ইসরায়েল এর এক আবেদ ছিলো। যে সারাক্ষন তার ইবাদত খানাই ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।

এক দিন জুরাইজ এর মা তাকে ডাকছিলো যখন কিনা সে নফল ইবাদতে ছিলো। তখন তিনি মনে মনে বলছিলেন,

"হে আল্লাহ একদিকে আমার মা অন্যদিকে আমার সালাত। অবশেষে তিনি সালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন। আর তার মা ফিরে গেলেন। পরে তিনি ২য় বার এসে আবার ডাকলেন, হে জুরাইজ আমি তোমার মা, তুমি আমার সাথে কথা বলো। কিন্তু ২য় বার ও তিনি নামায কে প্রাধান্য দিলেন। তৃতীয়বার চিৎকার দিয়ে তার মা তাকে ডাকলেন কিন্তু তিনি তখনও নামাজকে প্রাধান্য দিলেন।

জুরাইজ তার মাকে প্রাধান্য না দিলে তিনি তাকে অভিশাপ দিলেন। কোন পতিতা নারীর মুখ দেখো অবদি যাতে তার মরণ না হয়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এক মেষ রাখাল জুরাইজের ইবাদত খানায় আশ্রয় নিত। তিনি বললেন এরপর গ্রাম থেকে এক মহিলা বের হয়েছিল।
উক্ত রাখাল তার সাথে ব্যবিচারে যারা লিপ্ত হয়।
এতে মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল এ সন্তান কোথা থেকে আসলো? সে উত্তর দিল এবাদত খানায় যে বাস করে তার থেকে।

তখন লোকজন জুরাইজ এর উপাসনালয়ের সামনে গিয়ে চিৎকার করে তাকে ডাকছিলো। আর তার ইবাদত খানা ধবংস করতে লাগ্লো। তিনি এই অবস্থা দেখে নিচে নেমে এলেন।

তারপর তারা বলল এই মহিলাকে জিজ্ঞেস করো বলছে সে কি বলছে। রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন জুরাইজ মুচকি হেসে শিশুটির মাথাই হাত বুলিয়ে বললেন তোমার পিতা কে? তখন শিশুটি বলল আমার পিতা সেই মেষ রাখাল।
যখন লোকজন সে শিশুটির মুখে একথা শুনতে পেল তখন তারা বলল। আমরা তোমার এবাদত খানার যেটুকু ভেঙে ফেলেছি তা সোনা রুপা দিয়ে পুনঃনির্মাণ করে দিব। তিনি বললেন না বরং তোমরা মাটি দ্বারাই পূর্বের মতো তা নির্মাণ করে দাও। এরপর তিনি তার এবাদত গাহে উঠে গেলেন।

এখান থেকে বুজা যায় যে নফল ইবাদাতের চেয়ে পিতা মাতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ পুর্ন। নফল এবাদতের সময় পিতা-মাতা কোন কাজে আদেশ করলে, পিতা মাতার কথা শুনা ওয়াজিব।

১৯. বাবা মায়ের দোয়ার ফল :

একবার মালিক বিন আশযারী (রা) এর ছেলে 'আউফ (রা) আনহু কিছু শত্রুর হাতে আটক হলো। তখন তাঁর বাবা -মা অনেক চিন্তাই পড়ে গেলেন। আর তাঁর মা তো কান্না করতে করতেই অস্থির হয়ে গেলেন। রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খবর টা শুনলেন, তখন তিনি তাদেরকে এই দোয়াটি বার বার পড়তে বললেন।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

অর্থ: “আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।”

তখন সাহাবী এবং তার স্ত্রী এই দোয়াটি বারে বারে পড়তে লাগলেন। আর কায়মনো বাক্যে সন্তানের জন্য দোয়া করতে লাগলেন।

আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করলেন। হঠাৎ আউফ রাদিআল্লাহু আনহু দেখলেন, তাঁর পায়ের বেড়ি ছিড়ে গেছে। তিনি খেয়াল করে দেখলেন কারাগারের সামনে কোন রক্ষী নেই। যারা কিনা সারাক্ষণ টহল দেয় তাদের কেউ সেখানে ছিল না।
আর সেই সুযোগে তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আসলেন। তিনি একটি উটনি দেখতে পেলেন আর সেটাই চড়ে বসলেন। শত্রুদের উটের পালটিও তখন কাছাকাছি ছিল। তখন সেই উটের পালটি ও তার সাথে মিলে মদিনার দিকে রওনা দিল।

আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে। তার যন্ত্রণাময় শরীর নিয়ে, তিনি খুব দ্রুত পথ চলতে লাগলেন।

অবশেষে তিনি তার পরিবারের কাছে ফিরে গেলেন। তার কণ্ঠ শুনেই তার পিতা বলে উঠলেন এটা আমার ছেলে আউফ। মা বলে উঠলেন সুবহানাল্লাহ, আমার ছেলে শত্রুদের থাবা থেকে ফিরে এসেছে। মূলত এখানে এটিই প্রমাণিত হয় যে পিতা মাতা দুয়ার ফলে বন্দী দশা থেকে সন্তান ফিরে আসতে পারে।

২০.হযরত মুসা (আ) ও কসাইয়ের গল্প

বলা হয় যে, একবার মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর প্রভুর কাছে দোয়া করলেন যেন তাঁকে তাঁর জান্নাতের সঙ্গী দেখানো হয়।
আল্লাহ সর্বশক্তিমান তাঁকে ওহি করলেন, "হে মূসা! অমুক শহরে যাও, সেখানে তুমি তোমার জান্নাতের সঙ্গীকে দেখতে পাবে।"
মূসা (আঃ) রওনা হলেন এবং সেই শহরে পৌঁছালেন। পথে এক যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। মূসা তাকে সালাম দিলেন এবং বললেন, "তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আজ রাতে আমি তোমার অতিথি।"
যুবকটি বলল, "যদি তুমি আমার দেওয়া জিনিস গ্রহণ করতে রাজি থাকো, তাহলে আমি তোমাকে আমার ঘরে স্বাগত জানাব এবং তোমাকে আপ্যায়ন করব।"
মূসা (আঃ) বললেন, "আমি তোমার দেওয়া শর্ত গ্রহণ করলাম।"

যুবকটি সম্মত হলো তাকে সেই রাতের জন্য অতিথি হিসেবে রাখতে এবং তাকে নিজের দোকানে নিয়ে গেল। সে ছিল এক কসাই; সে তাঁকে বসতে বলল যতক্ষণ না সে বিক্রি-কেনা শেষ করে। যখন সে মাংস কাটছিল, তখন সমস্ত চর্বি ও অস্থিমজ্জা আলাদা করে রাখছিল। এরপর কাজ শেষ হলে সে মূসাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল এবং সেই চর্বি ও অস্থিমজ্জা রান্না করল।

তারপর সে ঘরের ভিতরে গেল, যেখানে ছাদের সঙ্গে দুটি বড় ঝুড়ি ঝুলছিল। সে খুব যত্নসহকারে একটিকে নিচে নামাল। সেই ঝুড়ির ভিতরে এক বৃদ্ধ লোক ছিলেন, যার ভ্রুগুলো বার্ধক্যের কারণে চোখের উপর ঝুলে পড়েছিল। যুবকটি তাঁকে ঝুড়ি থেকে নামিয়ে মুখমণ্ডল

ও পোশাক ধুয়ে দিল এবং ধূপ-গন্ধ দিয়ে সুগন্ধিত করল। তারপর তাঁকে পরিধানের কাপড় পরিয়ে দিল, কিছু রুটি নিয়ে সেটি টুকরো টুকরো করে তাতে সেই রান্না করা চর্বি ও অস্থিমজ্জা ঢেলে দিল এবং তাঁকে খাওয়াল যতক্ষণ না তিনি তৃপ্ত হলেন, এবং পানি পান করাল যতক্ষণ না তিনি সন্তুষ্ট হলেন।

বৃদ্ধ লোকটি বললেন,
"হে আমার ছেলে! আল্লাহ যেন তোমার এই পরিশ্রমকে আমার প্রতি বিফল না করেন, এবং তিনি যেন তোমাকে ইমরানের পুত্র মূসার সঙ্গী করেন জান্নাতে!"

এরপর যুবকটি দ্বিতীয় ঝুড়িটি নামাল, এবং তাতেও এক বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। সে তার সাথেও একই আচরণ করল, এবং তিনি বললেন,

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, হে আমার প্রিয় সন্তান; আল্লাহ যেন তোমার পরিশ্রম বিফল না করেন এবং যেন তোমাকে ইমরানের পুত্র মূসার সঙ্গী করেন জান্নাতে!"
এরপর যুবকটি আবার ঝুড়িগুলো আগের জায়গায় ঝুলিয়ে দিল।

মূসা (আঃ) ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন চোখে অশ্রু নিয়ে, বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি গভীর মায়া অনুভব করলেন। যুবকটি তাঁর পিছু নিল এবং তাঁর জন্য খাবার নিয়ে এল।
প্রবক্তা মূসা (আঃ) বললেন,
"আমার ভাই, আমি তোমার খাবারের প্রয়োজন বোধ করছি না; আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম যেন তিনি আমাকে আমার জান্নাতের সঙ্গী দেখান, এবং তিনি আমাকে ওহি করেছেন যে তুমি সেই ব্যক্তি।"

যুবকটি বিস্মিত হয়ে বলল,

"আপনি কে—আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন?"

মূসা (আঃ) বললেন,
"আমি ইমরানের পুত্র মূসা।"

যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর সে তার পিতা-মাতার কাছে প্রবেশ করল এবং বলল যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান তাদের দোয়া কবুল করেছেন, এবং এটি মূসা (আঃ) নিজেই তাকে জানিয়েছেন, যেমন আল্লাহ তাকে ওহি করেছেন।

এটি শুনে তারা দুজনেই গভীর নিশ্বাস ফেলে মৃত্যুবরণ করলেন।
প্রবক্তা মূসা (আঃ) তাদের গোসল করালেন এবং তাদের জানাযার সালাত আদায় করলেন।
যুবকটি প্রবক্তা মূসার সঙ্গে ছিল যতক্ষণ না সে মারা গেল—আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

বিভিন্ন স্কলার ও আলেমদের মতে আমরা রেফারেন্সসমূহে অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু এমন কোনো গবেষক পাইনি, যারা এই ঘটনাটিকে সহীহ বলে বিবেচনা করেছেন বা তাদের লেখায় উল্লেখ করেছেন, শুধুমাত্র শামসুদ্দীন আবু আল-খাইর ইবনুল-জাযারী (মৃত্যু: ৮৩৩ হিজরি) ব্যতীত। তিনি এই গল্পটি তাঁর বই আয-যাহর আল-ফায়িহ ফি যিকর মান তানায্যাহা আনুয-যুনুবি ওয়াল-কাবায়িহ-এ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোনো বর্ণনাশৃঙ্খল (সানাদ) উল্লেখ করেননি।

গল্পটি Islamcweb থেকে অনুবাদকৃত।এছাড়া ও এটি ইংরেজি ওয়েবসাইট গুলোতে "The Neighbour in Jannah" নামে পরিচিত।

২১. ওয়ায়েজ আল করনীর ঘটনা

এই গল্পটি সহিহ মুসলিম এ বর্নিত, এছাড়া কিতাবুল ফাদাইলে ও রয়েছে যে,

عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ فَقَالَ أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ لَكَ وَالِدَةٌ قَالَ نَعَمْ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ " . فَاسْتَغْفِرْ لِي . فَاسْتَغْفَرَ لَهُ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ الْكُوفَةَ . قَالَ أَلاَ أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا قَالَ أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَىَّ . قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ قَالَ تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم يَقُولُ "اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ " . فَاسْتَغْفِرْ لِي . فَاسْتَغْفَرَ لَهُ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ الْكُوفَةَ . قَالَ أَلاَ أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا قَالَ أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَىَّ . قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ قَالَ تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ " . فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ اسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ لَقِيتَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ . فَاسْتَغْفَرَ لَهُ . فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ . قَالَ أُسَيْرٌ وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ مِنْ أَيْنَ لأُوَيْسٍ هَذِهِ الْبُرْدَةُ

উসাইর ইবনে জাবের (রা) হতে বর্নিত,

তিনি বলেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, যখন ইয়ামানের কোন সাহায্যকারী ফৌজ তাঁর নিকট আসত তখন তিনি তাঁদের প্রশ্ন করতেন, তোমাদের মাঝে কি উওয়াইস ইবনু আমির রয়েছে? পরিশেষে তিনি উওয়াইসকে পান। তখন তিনি বললেন, তুমি কি উওয়াইস ইবনু ‘আমির? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি প্রশ্ন করলেন, মুরাদ গোষ্ঠীর কারান কাওমের?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। জানতে চাইলেন, তোমার কি কুষ্ঠরোগ হয়েছিল এবং তা নিরাময় হয়েছে, শুধুমাত্র এক দিরহাম জায়গা ছাড়া? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রশ্ন করলেন, তোমার মা আছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ‘উমার (রাঃ) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ “তোমাদের নিকট মুরাদ গোষ্ঠীর কারান বংশের উওয়াইস ইবনু ‘আমির ইয়ামানের সাহায্যকারী দলের সাথে আসবে। তাঁর কুষ্ঠরোগ ছিল।

পরে তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন। কেবলমাত্র এক দিরহাম ব্যতীত। তাঁর মা রয়েছেন। সে তাঁর প্রতি অতি সেবাপরায়ণ।

এমন লোক আল্লাহর উপর শপথ করে নিলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। সুতরাং তুমি যদি তোমার জন্য তাঁর নিকট মাফফিরাতের দু’আ প্রার্থনার সুযোগ পাও তাহলে তা করবে।”

কাজেই আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ কামনা করুন। তখন উওয়াইস (রাঃ) তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ প্রার্থনা করলেন। তারপর 'উমার (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন, কুফাহ্ অঞ্চলে। 'উমার (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমার জন্য কূফার প্রশাসকের নিকট চিঠি লিখে দিব? তিনি বললেন, আমি বিনীত ও দারিদ্র-পীড়িত লোকদের মধ্যে অবস্থান করাই পছন্দ করি।

রাবী বলেন, পরবর্তী বছরে তাঁদের অভিজাত লোকেদের মাঝে এক লোক হাজ্জ করতে আসলো এবং 'উমার (রাঃ)-এর সাথে তাঁর দেখা হলো। তখন তিনি তাকে উওয়াইস কারানী (রাঃ)-এর অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন।

সে বলল, আমি তাঁকে নিঃস্ব দরিদ্র অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেনঃ তোমাদের নিকট কারান বংশের মুরাদ গোত্রের উওয়াইস ইবনু 'আমির (রাঃ) ইয়ামানের একদল সাহায্যকারীদের সাথে আসবে। তাঁর ছিল কুষ্ঠরোগ। সে তা থেকে নিরাময় লাভ করে, এক দিরহাম জায়গা ছাড়া। তাঁর মা আছেন, সে তাঁর প্রতি অতি সেবাপরায়ণ। সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা পূরণ করে দেন। তোমরা নিজের জন্য তাঁর নিকট মাগফিরাত-এর দু'আ কামনা করুন।

তিনি বললেন, আপনি তো নেক সফর থেকে সবেমাত্র এসেছেন। কাজেই আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ প্রার্থনা করুন। সে লোক বলল, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ কামনা করুন। উওয়াইস (রাঃ) বললেন, আপনি সদ্য নেক সফর থেকে এসেছেন, আপনি আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি কি 'উমার (রাঃ)-এর দেখা পেয়েছেন?

সে বলল, হ্যাঁ।

তখন তিনি তাঁর জন্য মাগফিরাতের দু'আ কামনা করলেন। তখন লোকেরা তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে অবগত হলেন। এরপর তিনি তাঁর সামনে চললেন।

উসায়র বলেন, আমি তাঁকে একটি ডোরাদার চাদর পরিয়ে দিলাম। অতঃপর কোন লোক যখন তাঁকে দেখতো তখন জানতে চাইতো, উওয়াইসের নিকট এ চাদরটি কোত্থেকে আসলো

উওয়াইস আল-কারনির জীবন শেখায় —
মায়ের সেবায় লুকিয়ে আছে জান্নাতের দরজা,
মায়ের সন্তুষ্টিতেই আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

যে মায়ের খিদমতে নিজেকে বিলিয়ে দেয়,
আল্লাহ তাকেই দুনিয়া ও আখিরাতে রহমতের চাদরে ঢেকে নেন।

২২.একজন উকিলের গল্প :

সমাজে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন, যাদের সাফল্য ও খ্যাতি বাহ্যিকভাবে দীপ্তিমান হলেও, অন্তরালে লুকিয়ে থাকে এক গভীর অন্ধকার। আমাদের পাশের এলাকায় এক নামকরা উকিল আছেন—তার খ্যাতি ছড়িয়ে আছে চারপাশে, ছোট-বড় সবাই তাকে এক নামে চেনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, তিনি মানসিক রোগে ভুগছেন, এবং তার পরিবারেও সেই অস্থিরতার ছাপ স্পষ্ট। পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনজন মানসিকভাবে অসুস্থ, আর বাকি দুইজন সন্ত্রাস, মাদক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত।

লোকমুখে জানা যায়, এই উকিলের পিতা ছিলেন গ্রামের এক সাধারণ কৃষক—নিরক্ষর হলেও পিতৃস্নেহ ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করে, অন্যের জমিতে কাজ করে, তিনি ছেলেকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেছিলেন। একদিন তিনি গামছা পরিহিত অবস্থায় শহরে পড়াশোনা করা ছেলেকে দেখতে যান। পিতার চোখে ছিল গর্ব, আর মনে ছিল স্নেহভরা আনন্দ। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ঘটল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। উকিলপুত্র তার বন্ধুবান্ধবদের সামনে পিতাকে ‘বাবা’ নয়, ইংরেজিতে পরিচয় দিল—“ servant.”

অজ্ঞ পিতা শব্দটির অর্থ বুঝতে না পেরে মুখস্থ করে রাখলেন, আর গ্রামে ফিরে পথে পথে মানুষকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন “servant” শব্দের মানে কী। অবশেষে জানতে পারলেন—এর অর্থ ‘চাকর’। মুহূর্তেই তার বুকের ভেতরটা ভেঙে পড়ল। যে সন্তানের জন্য তিনি সারাজীবন পরিশ্রম করেছেন, সেই সন্তান আজ পিতৃত্বের মর্যাদা অস্বীকার করেছে!

লোকদের বিশ্বাস, সেই দিনই শুরু হয়েছিল এই পরিবারের মানসিক ও নৈতিক পতনের যাত্রা। পিতার হৃদয়ের ক্ষত যেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়েছে অভিশাপের মতো। আজ সেই উকিল সমাজে খ্যাতিমান হলেও মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন; তার পরিবারও ভেঙে পড়েছে বিপর্যয়ের ভারে।

শিক্ষণীয় দিক

এই ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে এক গভীর নৈতিক শিক্ষা।
মানুষের প্রকৃত উন্নতি জ্ঞানে নয়, বিনয়ে ও কৃতজ্ঞতায়। যে সন্তান তার পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, সে জ্ঞানেও অন্ধ, প্রজ্ঞাতেও পঙ্গু।

অহংকার মানবজাতির পতনের মূল কারণ।
যে পিতা সন্তানের জন্য রক্ত-ঘাম ঝরায়, তার প্রতি অবজ্ঞা করা শুধু সামাজিক অপরাধ নয়—
এটি আত্মিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতীক।

এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়,

“পিতার ত্যাগকে উপেক্ষা করে কেউ কখনো সফল হতে পারে না;
কারণ যে শিকড়কে অস্বীকার করে, তার গাছ কোনোদিন সবুজ থাকে না।”

তাই এই ঘটনাটি সমাজের প্রতিটি সন্তানের জন্য এক গভীর বার্তা—
শিক্ষা তখনই মহৎ, যখন তার সঙ্গে যুক্ত হয় নম্রতা, শ্রদ্ধা ও পিতৃভক্তি।

২৩.মায়ের দোয়ায় কালিমা নসীব

মদিনার এক নিস্তব্ধ বিকেল।
সূর্য তার শেষ আলো মাটিতে ঢেলে দিচ্ছে, বাতাসে হালকা ধুলোর গন্ধ।
এক ঘরে শুয়ে আছে আলকামা (রাযি.), রাসূলুল্লাহ সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবী
যিনি বদর, উহুদ, খন্দকের মতো মহান যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন,
তলোয়ার হাতে ইসলাম রক্ষায় রক্ত ঝরিয়েছেন,
দিনে রোযা রেখেছেন, রাতে সিজদায় কেঁদেছেন।

কিন্তু আজ...
তার বুকের ভেতর যেন জমে থাকা আগুনের মতো কিছু ছটফট করছে।
তার ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু শব্দ বেরোচ্ছে না।

চোখে আতঙ্ক—
মৃত্যু তার দোরগোড়ায়, অথচ জিহ্বা যেন লক হয়ে গেছে।
“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...”
না, মুখ খুলছে না!

সাহাবারা ছুটে গেলেন রাসূল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে।
বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আলকামা মৃত্যুর মুখে, কিন্তু সে কালিমা বলতে পারছে না!”

রাসূল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চেহারা গম্ভীর হলো।
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তার মা কি জীবিত আছেন?”
বলল, “হ্যাঁ, আছেন, হে আল্লাহর রাসূল।”
তিনি বললেন, “তাকে ডেকে আনো।”

কিছুক্ষণ পর এলেন এক বৃদ্ধা মা।
চোখে বয়সের ছাপ, মুখে ক্লান্তি,
কিন্তু অন্তরে এক অভিমান—একটা অদৃশ্য ক্ষত।

রাসূল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,
“তুমি কি তোমার ছেলের উপর রাগান্বিত?”

চোখ নামিয়ে মা বললেন,
“হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল... সে তার স্ত্রীকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসত।
আমার কথা শুনত না।
আমার কষ্ট সে বুঝত না।
আমি রাগ করেছিলাম, এবং এখনো ক্ষমা করিনি।”

নবী সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ।
তারপর বললেন,
“হে সাহাবীগণ! যাও, কাঠ জোগাড় কর।
আগুন জ্বালো।
আমি আলকামাকে তাতে নিক্ষেপ করব।”

মুহূর্তেই মা চিৎকার করে উঠলেন—
“হে আল্লাহর রাসূল! আমার ছেলেকে আগুনে পোড়াবেন?
আমি তার জন্মদাত্রী! আমি কেমন করে দেখতে পারি?”
রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

“ যদি তুমি তোমার রাগ না ছাড়ো, তবে আল্লাহর আগুন তার অপেক্ষায় আছে—
বলো, তুমি কি ক্ষমা করবে তোমার সন্তানকে?”

চোখে পানি টলমল করে উঠল মায়ের।
হৃদয়ের সব অভিমান গলে গেল।
তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন,
“হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি তাকে ক্ষমা করলাম!
আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি—আমি তাকে ক্ষমা করলাম!”

রাসূল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবীদের বললেন,
“যাও, তার কাছে গিয়ে বলো—‘তোমার মা তোমাকে ক্ষমা করেছেন।’”

সেই খবরটি যখন আলকামার কানে পৌঁছাল,
তার মুখে এক অদ্ভুত শান্তি নেমে এলো।
চোখে অশ্রু জমল, ঠোঁট নড়ল—
এবং তখনই মৃদু কণ্ঠে ঝরে পড়ল মুক্তার মতো শব্দগুলো—
“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...”

বদরের ময়দানে যিনি লড়েছেন,
যার তরবারির নিচে কুফর কাঁপত,
যার নামের পাশে “সাহাবি” লেখা—
সেই তিনিও শেষ নিঃশ্বাসে কালিমা উচ্চারণ করতে পারেননি,
শুধু মায়ের একটি রাগের কারণে।

তবুও আল্লাহর রহমত বিশাল—
মায়ের ক্ষমার সাথে সাথেই জান্নাতের দরজা তার জন্য খুলে গেল।

শিক্ষা:
একজন মায়ের চোখের পানি কোনো অচেনা আগুনের মতো—
তা সন্তানের আমল জ্বালিয়ে দিতে পারে,
আর তার ক্ষমা—জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে দিতে পারে।

এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে—

আল-বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান (হাদীস নং ৭৫৩৮)
আল-তাবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর (হাদীস নং ৮৫৭০)
ইবনু আবি দুনইয়া, "বিররুল ওয়ালিদাইন" (পৃষ্ঠা ৬৪)

২৪.জান্নাতের বাগানে যে কণ্ঠস্বর নবিজির হৃদয় কাঁপিয়ে দিয়েছিল—হারিসা ইবনু নু'মানের গল্প

রাত ছিল রহস্যে মোড়া। আসমানের দরজাগুলো যেন অপেক্ষায় ছিল এক অনন্য অতিথিকে স্বাগত জানানোর। আলোর সিঁড়ি খুলে গেল, আর নবী মুহাম্মদ সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরু করলেন সেই বিস্ময়কর যাত্রা—মিরাজের অভিযান।
তিনি আকাশ পেরোলেন, আলো ও সুধায় ভরা ফেরেশতাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, জান্নাতের সুবাসিত বাগানগুলো দেখলেন, আর আল্লাহর নিকট সামীপ্য লাভ করলেন।

এতো সৌন্দর্য, এতো নূর—তবুও সেই রাতে এমন একটি মুহূর্ত ছিল যা নবিজির অন্তরকে বিচলিত করে দিয়েছিল,
যে মুহূর্ত আজো লক্ষ হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়।

জান্নাতের বাগানে ভেসে এলো এক সুমধুর সুর

এক পর্যায়ে নবী সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের এক মনোরম বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন।
চারপাশে আলো, পাখিরা তসবিহ পড়ছে, বাতাসে অদ্ভুত এক শান্তির গন্ধ।

হঠাৎ...

আকাশে কানে এলো এক সুমিষ্ট, অবর্ণনীয় সুন্দর কুরআন তিলাওয়াতের ধ্বনি।
তিলাওয়াত এত গভীর, এত হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া—যেন প্রতিটি আয়াত জান্নাতের বাতাসে মিশে ঝরে পড়ছে।

নবী সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থামলেন।
হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল—
“কে এই কণ্ঠের অধিকারী?”

তিনি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন,
“হে জিবরাঈল, জান্নাতের এই সুন্দর কণ্ঠ কার?”

জিবরাঈল মুচকি হেসে বললেন—
“হে আল্লাহর রাসুল, এটি আপনারই উম্মতের একজন—হারিসা ইবনু নু'মান।”

নবী সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্মিত হয়ে গেলেন।
হারিসা ইবনু নু'মান তো তখনো দুনিয়াতে জীবিত!
তবুও তাঁর কুরআনের সুর আজ জান্নাতের বাগানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে?

এ সম্মান কোন মানুষের কাছে সাধারণ নয়।

দুনিয়ায় ফিরে এসে নবী সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন

মিরাজের ঐশী যাত্রা শেষে নবী সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে এলেন।
যাদের প্রতি তাঁর হৃদয়ে ভালোবাসা ছিল—তাদের কাছে তিনি খবর, শিক্ষা ও রহস্যগুলো জানাতে লাগলেন।

এক সময় তিনি ডাকলেন তাঁর প্রিয় সাহাবি—
হারিসা ইবনু নু'মান (রাঃ)-কে।

তিনি বিনয়ের সাথে এসে দাঁড়ালেন।

নবী সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্নেহমাখা দৃষ্টিতে বললেন—
“হে হারিসা, মিরাজে আমি জান্নাতে তোমার কুরআন তিলাওয়াতের সুর শুনেছি।
আমাকে বলো—তুমি কী এমন আমল করো যার কারণে আল্লাহ তোমাকে এই সম্মান দিয়েছেন?”

হারিসা লজ্জায় মাথা নিচু করলেন।
চোখে বিস্ময়, কণ্ঠে নরম স্বর—

“ইয়া রাসুলাল্লাহ...
আমার তেমন বিশেষ কোন আমল নেই।
আমি নামাজ, রোজা—সবাই যেমন করে, তেমনি করি।”

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—

“তবে...
একটি কাজ করি যেটা হয়তো আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।
আমি আমার মায়ের খেদমত করি।
তিনি বার্ধক্যে দুর্বল—আমি তাঁকে গোসল করিয়ে দিই, তাঁর কাপড় ধুই,
তিনি ডাক দিলে দেরি করি না,
কঠিন হলেও তাঁর কথা শুনি,
তাঁর দুঃখে রাত জাগি,
আমি মনে করি—মায়ের পায়ের নিচেই আমার জান্নাত।”

তার কথা শুনে নবী সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

“হে হারিসা, মায়ের সন্তুষ্টিই তো জান্নাত।
তুমি যা করো—সেটি ছোট আমল নয়।
এটাই সেই কাজ, যা তোমাকে জান্নাতে কুরআন তিলাওয়াতকারী বানিয়েছে।”

হারিসার (রাঃ) মায়ের সেবা ছিল তাঁর ইবাদতের মুকুট

হারিসার (রাঃ) সব আমল হয়তো একই রকম ছিল—
কিন্তু একটি আমল তাঁকে ভিন্ন পথে নিয়ে গিয়েছিল—

আর তা ছিল—
মায়ের নিঃস্বার্থ সেবা

জান্নাত কখনো দূরে নয়—মায়ের পাশে দাঁড়ালেই কাছে আসে

হারিসার ইবনে নুমান (রাঃ) গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়—

জান্নাত কেবল বড় বড় আমল বা বহু দান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
অনেক সময় জান্নাত লুকিয়ে থাকে—

মায়ের ভেজা চোখ মুছে দেওয়ায়,
মায়ের ক্লান্ত শরীর ম্যাসাজ করে দেওয়ায়,
মায়ের ডাক শুনে চট করে ছুটে আসায়,
মায়ের মুখের হাসি দেখে নিজের জীবন বদলে ফেলায়।

সেই ভালোবাসা—দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইবাদত।
আর সেই ইবাদতই হারিসার নামকে জান্নাতের বাতাসে প্রতিধ্বনি বানিয়ে দিল।

২৫.অলৌকিক ভাবে ইমাম বুখারীর দৃষ্টির ফিরে পাওয়া

ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা যেন সাক্ষ্য দেয় — আল্লাহর কুদরতের সামনে কোনো অসাধ্য নেই। মানব ইতিহাসে এমন কিছু মুহূর্ত আছে, যেগুলো শুধু বিশ্বাস নয়, বরং ভালোবাসা ও দোয়ার অপরিসীম শক্তিকে প্রমাণ করে।

নিঃশব্দ রাতের আকাশে যখন চাঁদের আলো ছায়া ছায়া হয়ে নেমে আসে, তখন এক মায়ের হৃদয় কাঁপে তাঁর ছোট সন্তানের চোখের অন্ধকার নিয়ে। বুখারার এক সরল ঘরে, এক কিশোর — নাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল — চোখ মেলে কিছুই দেখতে পায় না। দুনিয়ার রঙ, আলোর রেখা, এমনকি মায়ের মুখটাও তার কাছে কেবল অন্ধকারের পর্দা।

ছোট বেলায় এই প্রতিভাবান শিশুটি যে পরিক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন,যেটা যেকোন মায়ের জন্যই হৃদয়বিদারক।

কিন্তু তার মা ছিলেন একজন ধার্মিক, আল্লাহভীরু নারী। তিনি এক নিবেদিতা,ত্যাগি,ঈমানদার নারী ছিলেন।তিনি জানতেন — আল্লাহর কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। প্রতি রাতেই তিনি তাহাজ্জুদের নিঃশব্দ কান্নায় আল্লাহর দরবারে বলতেন,

“হে আমার রব, তুমি যেভাবে মৃত ভূমিকে বৃষ্টি দিয়ে জীবিত করো, সেভাবে আমার সন্তানের চোখেও আলো ফিরিয়ে দাও।”

দিন যায়, রাত যায়, কিন্তু তাঁর দোয়া থামে না।
এক রাতে, গভীর নিদ্রায় তিনি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন— হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর সামনে এসে বললেন,

“হে নারী, আল্লাহ তোমার দোয়া কবুল করেছেন। তোমার সন্তানের চোখে আবার আলো ফিরে আসবে।”

ভোরের আলো ফুটতেই তিনি ছুটে গেলেন সন্তানের কাছে। ছেলেটি চোখ মেলে তাকাল— প্রথমবারের মতো দেখল মায়ের মুখ, আর মায়ের চোখে অশ্রুর আলো ঝলমল করছে।

এমন করেই অন্ধকার থেকে আলো ফিরে পেল সেই শিশু, যে পরবর্তীতে হয়ে উঠল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস—
ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (رحمه الله)।

তাঁর চোখের আলো শুধু ফিরে আসেনি, বরং সেই চোখ দিয়েই আল্লাহ তাঁকে এমন নূর দান করেছিলেন, যা দিয়ে তিনি হাজার হাজার হাদীস যাচাই করে সংরক্ষণ করেছিলেন।
তিনি পৃথিবীকে শিখিয়ে গেলেন—

"যে হৃদয় আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তার কাছে অন্ধকারও একদিন আলোর মতো জ্বলে ওঠে।"

তার মা আনন্দে কেঁদে ফেলেন—
সে কান্না ছিল আনন্দের, শুকরিয়ার, আর বিশ্বাসের কান্না।
এই মায়ের দোয়ার ফলেই হয়তো মানবজাতি পেয়েছিল সেই মহামানবকে,
যিনি তাঁর কলমের মাধ্যমে হাদীসের ভান্ডার সংরক্ষণ করে রেখে গেছেন চিরদিনের জন্য।

২৬. "জ্ঞানের দরজা—যা খোলে বাবা মায়ের দোয়ায়"

মদিনা শহরের সন্ধ্যা যেন সর্বদাই মায়াবী।
পাথুরে গলির ওপর লুটিয়ে থাকা সূর্যাস্তের লাল আলো দেখে মনে হয়—
সময়ের বুকেও কখনও কখনও বিষণ্ণতার ছায়া নামে।

এই মায়াবী শহরেই বাস করত একজন যুবক—
নাম তার ইদ্রীস।
চোখে আলো, মাথায় স্বপ্ন, মুখে শিহরণ মাখানো আকাঙ্ক্ষা—
কিন্তু বুকে ছিল এক গভীর শূন্যতা।

সে জানত না কেন তার জীবন যেন তালাবদ্ধ হয়ে গেছে।
দরজা আছে, কিন্তু চাবি নেই;
বই আছে, কিন্তু মনে রাখার শক্তি নেই।

ইদ্রীস রাত জেগে পড়ত—
কিন্তু মনে হতো যেন তার মস্তিষ্ক একটা ছিদ্রযুক্ত কলসির মতো,
যেখানে জ্ঞান ঢোকে আর বেরিয়ে যায়।

একদিন সাহস করে সে গেল মসজিদে নববীতে—
ইমাম মালিক (রহ.)-এর সামনে।
তিনি ছিলেন জ্ঞানের পর্বত, চোখে হিকমাহর আলোর ঢেউ।

ইদ্রীস কাঁপা কণ্ঠে বলল—

“হুজুর... আমার উপর কি আল্লাহর কোনো অভিশাপ আছে?
আমি পড়ি, শিখি, মুখস্থ করি...
কিন্তু কিছুই মনে থাকে না।
কেন আমি এমন?”

ইমাম মালিক চোখ তুলে তাকালেন—
সেই দৃষ্টি যেন হৃদয়ের গভীরতম জায়গায় গিয়ে ছুঁয়ে দিল।

তিনি খুব শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—

“বাবা... তোমার মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?”

প্রশ্নটি যেন বজ্রপাত করে নামল।
ইদ্রীসের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।
মনের পর্দায় হঠাৎ ভেসে উঠল—
মায়ের ভেজা চোখ,
বাবার নিঃশ্বাসের দীর্ঘশ্বাস,
তার নিজের রূঢ় আচরণ।

সে মাথা নিচু করে বলল—

“হুজুর... আমি ভালো সন্তান ছিলাম না।”

ইমাম মালিক বললেন—

“আল্লাহ জ্ঞানের আলো দেন সেই হৃদয়ে
যেখানে মায়ের দোয়ার সুবাস থাকে।
আর যেখানে পিতা-মাতার দুঃখের অশ্রু পড়ে—
সেখানে বরকত টেকে না।”

ইদ্রীস সেই মুহূর্তে বুঝে গেল—
তার জীবনের তালাটা মায়ের কান্নায় আটকে ছিল।

সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল মসজিদ থেকে।
মদিনার গলি বেয়ে ছুটতে লাগল।
হাওয়াও যেন তাকে তাড়া দিচ্ছিল—
“যাও, তোমার দরজা খুলো... তোমার মুক্তি অপেক্ষা করছে।”

বাড়ির দরজায় পৌঁছে দরজায় কড়া নাড়তেই
বৃদ্ধ মা দরজা খুললেন।

ইদ্রীস হঠাৎ মায়ের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল—

“মা! আমাকে মাফ করে দাও।
তোমার প্রতি ছোটাছুটি করেছি,
রাগ করেছি, কষ্ট দিয়েছি।
আল্লাহর কসম, আজ বুঝেছি—
তোমার দোয়া ছাড়া আমি কিছুই নই।”

মায়ের চোখে জল।
তিনি ছেলেকে তুলে বুকে জড়িয়ে বললেন—

“বাবা... মা কখনও অভিশাপ দেয় না...
তুমি শুধু ফিরে এসেছ—এটাই আমার ঈদ।”

সেদিন রাতে ইদ্রীস বই খুলল—
আর আশ্চর্য হলো—
যা পড়ছে, সব মনে গেঁথে যাচ্ছে।
মায়ের দোয়া যেন তার মস্তিষ্কে আলো জ্বেলে দিল।
সেই আলোর সামনে অন্ধকার পালিয়ে গেল।

অনেক বছর পরে—
ইদ্রীস হয়ে উঠল মদিনার অন্যতম আলিম।
যারা তাকে দেখত তারা বলত—

“এই সেই যুবক—
যার জ্ঞানের দরজা খুলেছিল
মায়ের একটি ক্ষমার দোয়ায়।”

১.(“সিয়ার আ‘লামুন নুবালা”—ইমাম যাহাবি)

সেখানে উল্লেখ আছে যে,
যে ছাত্রদের বাড়িতে পিতামাতার সঙ্গে সমস্যা থাকত, তাদের জ্ঞানের বরকত কমে যেত—এটি ইমাম মালিক বিশেষভাবে বলতেন।

২. “তারিখুল ইসলাম”—ইমাম যাহাবি
৩. “তাবাকাতুল ফুকাহা ওয়াল-মুহাদ্দিসীন”—ইবন কুতাইবা
৪. “মুয়াত্তা মালিক”-এর শারহগুলো
– তাতে ইমাম মালিকের বক্তব্য পাওয়া যায়, যেখানে তিনি ছাত্রদের নসিহত করেন:

যে পিতা মাতার অবাধ্যতা করে বা পিতামাতার সাথে বেয়াদবি করে, সে কখনো প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারে না।”

২৭. মায়ের দোয়ার সীমানায় থেমে গেলো মৃত্যুর হুকুম

একটা নীরব পাড়া, দুপুরের রোদের নিচে ঝিমানো এক বাড়ি—সেখানে বাস করতেন এক মা। বয়সে বৃদ্ধ, কিন্তু তাঁর চোখে আজও সন্তানের জন্য এক অপার ভালোবাসার দীপ্তি। তাঁর জীবনের সবটুকু মানে যেন ছিলো তাঁর ছেলেরা—তারাই তাঁর পৃথিবী, তারাই তাঁর দোয়ার কেন্দ্রবিন্দু।

তাদের মধ্যে একজন, সবচেয়ে আদরের সন্তান, বহু বছর আগে গিয়েছিলো কুয়েতে রুজির সন্ধানে। আল্লাহ তাঁর রিজিক এমনভাবে খুলে দিয়েছিলেন যে, সে এক সময় শহরে নিজের বাড়ি বানালো, সম্পদে পরিপূর্ণ হলো তার জীবন। কিন্তু সুখের সেই আকাশে হঠাৎ এক কালো মেঘ নেমে এলো। কোনো এক অজানা কারণে তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলো কুয়েতে। আইনের চোখে সে এখন অপরাধী, আর ফিরে আসলে মৃত্যুদণ্ড তার অপেক্ষায়।

এমন খবর যখন মায়ের কানে পৌঁছাল, তাঁর বুকটা যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। ছেলেটা বিদেশে, প্রাণের ভয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছে—এই চিন্তায় তার ঘুম হারাম হয়ে গেল। দিনে রাতে তিনি কাঁদতেন, আর নামাজের সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন সন্তানের মুক্তির জন্য।

প্রতিদিন, হ্যাঁ প্রতিদিন, তিনি অনেক রাকাআত নফল নামাজ আদায় করতেন। প্রতিটি রাকাআতে তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু পড়তো, প্রতিটি সিজদায় আল্লাহর কাছে তাঁর একটাই মিনতি—
“হে আমার রব, আমার ছেলেকে তুমি আমার চোখের সামনে ফিরিয়ে দাও, তোমার ইচ্ছে করলে সবই সম্ভব।

মানুষ বলতো, “এত নামাজ পড়ে কী হবে?”
কিন্তু তিনি জানতেন, কোনো দোয়া কখনো বৃথা যায় না। তাঁর হৃদয় বিশ্বাসে ভরা ছিলো—আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, পাহাড়ও সরতে পারে, সমুদ্রও পথ করে দেয়।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস পেরোয়—হঠাৎ একদিন আশ্চর্য এক খবর! যে ছেলেটা বিদেশে পলাতক, যাকে ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত—সে নাকি দেশে ফিরে এসেছে! কেউ জানে না

কিভাবে! কোনো ভিসা ছাড়াই, কোনো চেক ছাড়াই, যেন বাতাসের ডানায় চড়ে চলে এসেছে সে মায়ের দোয়ার দাওয়াতে!

সেদিন সেই মা সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন, কাঁদতে কাঁদতে বললেন,
"হে আল্লাহ, তুমি সত্যিই দোয়া কবুলকারী। তুমি মায়ের চোখের পানি বৃথা যেতে দাও না।"

তার ঘর আজও সেই ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। মানুষ আজও বলে—
"এটা অলৌকিক, এটা মায়ের দোয়ার ফল।"

হয়তো এটাই বাস্তবের সবচেয়ে সুন্দর সত্য
একজন মায়ের সিজদার কান্না আকাশ ভেদ করে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়, আর আল্লাহ বলেন,
"কুন ফায়াকুন"— 'হও', আর তা হয়ে যায়।

২৮. খালিদ আল-ইসলামাবাদি : এক মায়ের কান্না ও বদদোয়ার আগুনে পুড়ে যাওয়া যুবক

শামে তখন শীতের শেষ দিক। বাতাসে হালকা কুয়াশা। দূর থেকে মিনারের আজান ঢেউয়ের মতো ভেসে আসে। ইসলামাবাদের সেই পুরোনো মাটির ঘরগুলোতে সন্ধ্যার আলো মিশে ছিল গভীর এক নিস্তব্ধতায়। এই শহরেই বাস করত এক যুবক—খালিদ, সুদর্শন, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান; কিন্তু তার অন্তরের কোনো জানালা কখনো মায়ের মুখের দিকে খোলেনি।

তার মা—এক বৃদ্ধা, নাম উম্মে সালামা। চুলে রুপালি রেখা, কাঁধে সংসারের শত কষ্টের দাগ, কিন্তু হৃদয়ে অবারিত মমতার মহাসাগর। তিনি শুধু একটি জিনিস চেয়েছিলেন—সন্তানের ভালবাসা, সন্তানের কোমল আচরণ।
কিন্তু খালিদের মধ্যে সেই কোমলতা ছিল না। যেন তার ভিতরে রুক্ষ মরুভূমির এক দাহ জ্বলত। মা ডাকলে সে বিরক্ত হতো, কণ্ঠে কর্কশতা ছুঁড়ে দিত—
"এখন না, পরে!"
"বুঝতে পারো না নাকি?"
"আমাকে বিরক্ত কোরো না!"

প্রতিদিন রাত্রে খালিদ ঘর থেকে বেরিয়ে যেত; কখনো বন্ধুদের আড্ডা, কখনো বাজারে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো। আর ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিত এমনভাবে, যেন সেই দরজার ওপারে কোনো মা অপেক্ষা করছে, তা সে ভাবতেই চায় না।

উম্মে সালামা কাঁদতেন—মাটির মসজিদের সামনে বসে, কখনো জানালার গরাদের পাশে, কখনো একাকী সিজদায়।
তিনি বলতেন—
“হে আল্লাহ! আমি তো তাকে তোমার পথে বড় করেছি। আর আজ সে আমাকে রাতভর জাগিয়ে রাখে। আমাকে কাঁদায়। তুমি তো অন্যায় সহ্য করো না...।”

কিন্তু তিনি দোয়া করতেন সন্তানের জন্য, বদদোয়া নয়—চোখের পানি দিয়ে ক্ষমা চাইতেন তার জন্য।

কিন্তু এক রাতে সব পালটে গেল

রাত গভীর। খালিদ দেরিতে বাড়ি ফিরে এল। দরজা বন্ধ, মা বাইরে বসে ছিলেন। শরীর কাঁপছে শীত ও দুঃখে। তিনি বললেন—
“খালিদ, আজ দরজাটা একটু খোলো, আমি ভীষণ কাঁপছি!”

খালিদ রাগে গর্জে উঠল—
“মা! এভাবে কেন বসে আছো? আমি কি সব সময় তোমাকে দেখবো? তোমার এই কান্নায় আমি বিরক্ত!”

মায়ের বুক যেন ভেঙে গেল। এ কান্না আর অভিযোগের মধ্যে নয়—হৃদয়ের গভীরতম আঘাতের মধ্যে জন্ম নেয়া কান্না। তিনি বললেন—
“হে আল্লাহ...
যে সন্তান আমাকে রাতে ঘুমাতে দেয় না,
তুমিও তাকে ঘুমের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করে দাও,
যতদিন না সে আমার কষ্ট বোঝে।”

এটি ছিল অনিচ্ছাকৃত, ব্যথায় ভেসে যাওয়া একটি দোয়া।

কিন্তু মায়ের হৃদয় আল্লাহর আরশের নিচে বিশেষভাবে সম্মানিত।
আর এই দোয়া আসমানের দরজা ছুঁয়ে ফেললো।

পরের দিন থেকেই শুরু হল অদ্ভুত ঘটনা

খালিদ রাত নামলেই অস্বস্তি বোধ করত। তার চোখ ভারী হতো, কিন্তু ঘুম আসত না। চোখ বন্ধ করলেই মনে হতো কেউ যেন তাকে ঝাঁকাচ্ছে, কেউ ডাকছে, কেউ চিৎকার করছে। রাতভর সে ছটফট করত। প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন—এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ।

মা দেখতেন, কিন্তু কিছুই বলতেন না—শুধু মনের ভেতর কান্না জমা করতেন।

খালিদের বন্ধুদের ডাকলেন তিনি। ডাক্তার এলেন, হেকিম এলেন; ঘুমের ওষুধ, জড়িবুটি, তাবিজ—কিছুতেই কাজ হলো না। ডাক্তার বললেন—
“ছেলেটির শরীরে কোনো অসুখ নেই। কিন্তু সে ঘুমাতে পারছে না। এটা এমন এক রোগ যা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না।”

খালিদ রাতগুলোতে চিৎকার করত—
“আমাকে বাঁচান! আমি আর পারছি না!”
তার চোখের নিচে কালো দাগ জমে যেত; শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে লাগল। দিনের বেলায় সে হাঁটত, কিন্তু রাত এলেই যেন কেউ তাকে অন্ধকারের আগুনে ছুড়ে ফেলতো।

অবশেষে সে বুঝল—কার দোয়া তাকে আঘাত করছে

একদিন সে মায়ের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। খুব ধীরে ধীরে বলল—
“মা... আমি জানি, এটা তোমার দোয়া। তুমি যদি চাও, আমি আজই সুস্থ হবো। মা, আমাকে ক্ষমা করো...”

মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর চোখ ভেজা—দুঃখে নয়, সন্তানের ফিরে আসার আনন্দে।
তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—
“বাবা, আমি তো তোমার ভালোর জন্যই সব করেছি। আমিও ক্ষমা চাই আমার সেই দোয়ার জন্য, যেদিন তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছিলে।”

মা সেদিন আল্লাহর কাছে সন্তানের জন্য ক্ষমা চাইলেন।
রাতে খালিদ বারান্দায় বসে বাতাসের শব্দ শুনছিল। আশ্চর্য—তার চোখ ভারী হতে লাগল।
বহু মাস পর সে অশ্রুসিক্ত চোখে প্রথমবার একটু ঘুমালো।
পরের দিন ভোরে সে মায়ের হাত চেপে ধরল—
“মা, আমি বেঁচে গেছি...”

খালিদ বদলে গেল পুরোপুরি

সে মায়ের পাশে সবসময় থাকত। পানি এনে দিত, খাবার তৈরি করত, তাঁর কাপড় ধুত।
লোকেরা বলত—
“এই সেই খালিদ? যে মাকে কাঁদাতো? আজ সে তো মায়ের ছায়া!”
খালিদ বলত—
“মায়ের দোয়া মানুষের জীবন গড়ে দেয়, আর বদদোয়া মুহূর্তেই তা ভেঙে দেয়।”

মা-ছেলের ঘরটিতে আজ আর কোনো চিৎকার নেই—শুধু শান্তি, দোয়া আর ক্ষমার বাতাস।

(মূল ঘটনা)

📚 ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৩২

(ঘটনাটি ইতিহাসে "মাওকুফ হিকায়াত" হিসেবে বর্ণিত—ইসলামী শিক্ষার জন্য গ্রহণযোগ্য।)

২৯.“বাবা-মায়ের হজ, আর আল্লাহর পুরস্কার”

হঠাৎই যেন জীবনের গতি থেমে গেলো এক আরব যুবকের। বহুদিনের চাকরি, বহুদিনের পরিশ্রম—কিন্তু একদিন এমন এক সিদ্ধান্ত নিতে হলো, যাতে চাকরিটাই ছেড়ে দিতে হলো। চাকরি ছাড়ার দিনে অফিস থেকে তাকে দেওয়া হলো সামান্য কিছু নগদ অর্থ—মাত্র বত্রিশ হাজার দিনার। ওই মুহূর্তে সেই অর্থই ছিল তার কাছে সবকিছু; ভবিষ্যৎ পথচলার একমাত্র ভরসা।

হজের মৌসুম ঘনিয়ে এসেছে। ঘরে-ঘরে মানুষের প্রস্তুতি, চারদিকে পবিত্রতার সুবাস। যুবকটি যখন বাড়ি ফিরল এবং মৃদু হাসিতে বাবা-মায়ের হাতে বত্রিশ হাজার দিনারের কথা তুলে ধরল, তখন তার বাবা-মা খুব শান্ত, খুব সরল আবদার করলেন—

"বাবা... আমরা কি এবার হজে যেতে পারি? যদি পারো, এই টাকাগুলো দিয়ে আমাদের হজ করিয়ে দিও..."

এই কথা শোনার পর ছেলেটির হৃদয় কেমন যেন নরম হয়ে গেল। বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে ভাবল—
যারা আমাকে এই পৃথিবীতে এনেছেন, যারা আমার সবকিছু, তাদের একটা ছোট চাওয়া আমি রাখব না?

কোনো দ্বিধা, কোনো হিসেব-নিকেশ ছাড়াই সে বলল—

"অবশ্যই। এবার আপনারা দু'জনই হজে যাবেন, ইন শা আল্লাহ।"

যদিও তার নিজের জীবনের জন্য এই টাকাগুলো খুব প্রয়োজন ছিল, তবুও পিতা-মাতার মুখের হাসির সামনে তার প্রয়োজনগুলো তুচ্ছ হয়ে গেল। এরপর সে নিজেই ট্রাভেল এজেন্সিতে যোগাযোগ করল, সব আয়োজন করল, এবং অবশেষে বাবা-মায়ের মুখে আনন্দের সেই আবেশ দেখা গেল—
তারা হজে যাচ্ছেন!

বাবা-মা বিদায়ের সময় চোখে পানি নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন—
"হে আল্লাহ, আমাদের ছেলেকে তুমি কবুল করো... তার রিযিকের দরজা খুলে দিও..."

সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষে বাবা-মা হজ সম্পন্ন করে ফিরলেন। ছেলে বাড়িতে তাদের বরণ করে নিল অগাধ ভালোবাসায়।
অভাব ছিল, অর্থাভাব ছিল—কিন্তু আফসোস ছিল না। বরং মনের ভেতর ছিল শান্তির নরম আলো—
আমি আমার পিতামাতাকে সুখ দিতে পেরেছি। এটাই তো সত্যিকারের সৌভাগ্য।

কয়েকদিন পরে একদিন হঠাৎ তার পুরনো অফিসের ম্যানেজার তাকে ফোন করলেন। স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন—

"তুমি দীর্ঘদিন চাকরি করেছো। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তোমাকে অতিরিক্ত একটি এককালীন অর্থ দেওয়া হচ্ছে। দ্রুত এসে নিয়ে যেয়ো।"

ছেলেটি ভেবেছিল—
হয়তো খুব সামান্য কিছু হবে। তবুও তো রিযিক আল্লাহর, তিনি যেটুকু দেন সেটাই অনেক।

সে অফিসে গিয়ে ম্যানেজারের কাছ থেকে একটি খাম নিয়ে বাড়ি ফিরল। ঘরে এসে খামটি খুলতেই তার চোখ বিস্ময়ে ছড়িয়ে গেল।

ভেতরে একটি চেক।

আর চেকের ভিতরে আছে ঠিক বাবা-মায়ের হজে পাঠাতে সে যে পরিমাণ টাকা ব্যয় করেছিল—সেই পরিমাণই দিনার! একটুও কম নয়, একটুও বেশি নয়।

ছেলেটি থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল।
তার চোখে পানি এসে গেল।
হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে এলো—

"আলহামদু লিল্লাহ... তুমি কত মহান, হে আল্লাহ!"

সে বুঝে গেল—
যে সন্তান পিতা-মাতার সন্তুষ্টির জন্য অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ কখনো তাকে নিঃস্ব করেন না। বরং এমনভাবে ফিরিয়ে দেন—যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

(মা,মা,মা এবং বাবা বই থেকে)

৩০.“মায়ের প্রতি অবাধ্যতা — সন্তানের পরিনতি”

রিয়াদ শহরের উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকা সেই হাসপাতালটি যেন সড়ক দুর্ঘটনার নিঃশব্দ সাক্ষী। প্রতিদিন অসংখ্য ভাঙা দেহ, ভাঙা জীবন, ভাঙা স্বপ্ন সেখানে এসে পড়ে। হাসপাতালের একটি কক্ষে শুয়ে আছেন সাতাশ বছর বয়সী এক যুবক—পুরো শরীর প্যারালাইজড, নাড়াতে পারেন না হাত-পা, সোজা হয়ে বসতেও পারেন না।
দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তিনি বিছানায় পড়ে আছেন—কখনো পিঠের উপর, কখনো বুকের উপর ভর দিয়ে।

একদিন প্রখ্যাত দা'য়ী শাইখ আবদুল্লাহ আল-মাতরূদ সেখানে রোগীদের দেখতে আসেন। শান্ত স্বরে, মমতার চোখে তিনি রোগীদের সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় এই যুবক শাইখকে ডাকলেন।
চোখে গভীর অনুশোচনা, কণ্ঠে ক্লান্ত ব্যথা।

তিনি বললেন—

“শাইখ, আমাকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেখছেন... অথচ আমি সবসময় এমন ছিলাম না। একসময় সুস্থ, সবল, কর্মচঞ্চল একজন মানুষ ছিলাম। এই পঙ্গু হয়ে যাওয়ার পেছনে যে ঘটনা রয়েছে... তা আজও আমাকে ভিতর থেকে পোড়ায়। আজ আপনাকে সেই ঘটনাই বলি।”

যে দিনটি আমার জীবন পাল্টে দিল...

সেই দিনটির কথা মনে পড়লে আজও বুকের ভেতর আগুন ধরে যায়—
আমি আমার মায়ের প্রতি অন্যায় করেছিলাম...
এই কথা মনে হলেই চোখ ভেজা হয়ে ওঠে।

যুবক বলতে শুরু করলেন—

“একদিন আমার মা আমার এক নিকটাত্মীয়কে দেখতে যেতে চাইলেন। তিনি খুব বিনয়ের সাথে বললেন—

‘বাবা, আমায় ওদের বাসায় নিয়ে চলো। অনেকদিন দেখা হয়নি। তারা একসময় আমাদের ওপর অনেক উপকার করেছিলেন।’

কিন্তু আমি সেদিন ব্যস্ততার দোহাই দিলাম।
রুক্ষ গলায় বললাম—
‘হাতে অনেক কাজ আছে মা, আজ সময় নেই। অন্য কোনোদিন যাব।’

মা চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার নরম স্বরে বললেন—

‘বাবা, ওরা বিপদে ছিল, আর তখন আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সে উপকার শোধ করা আমাদের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়... আজ কেবল একটু দেখা করতে চাই।’

আমি ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হয়েছিলাম। তবু মায়ের অনুরোধের কাছে হেরে গিয়ে তাকে নিয়ে যেতে রাজি হলাম—
কিন্তু শর্ত দিয়ে।

আমি বলেছিলাম—

‘মা, তোমার কাছে আধঘণ্টা সময় আছে। পুরো আধঘণ্টা। আমি বাইরে গিয়ে হর্ন বাজাবো, আর তুমি তৎক্ষণাৎ চলে আসবে।
এক মিনিটও অপেক্ষা করব না।
না এলে তোমাকে রেখে চলে আসব।
এরপর তোমাকে আর কোনোদিন কোথাও নিয়ে যাব না।’

শাইখ, আপনি ভাবতে পারেন?
মা সেই লোকদের উপকার ভুলতে পারেননি। আর আমি... আমি মায়ের প্রতি এমন কঠিন শর্ত চাপিয়ে দিলাম।
মা আমাকে না কষ্ট দিতে চেয়ে মাথা নত করে আমার কঠোর শর্তও মানলেন।

মাকে নামিয়ে দিয়ে আমি গাড়ি নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। আধঘণ্টার মাথায় আমি হর্ন বাজালাম—
বারবার বাজালাম—
কিন্তু মা বের হলেন না।

হয়তো কথোপকথন দীর্ঘ হচ্ছিল...
হয়তো মা উঠে আসছিলেন...
হয়তো দরজার মাঝে তখনই দাঁড়িয়েছিলেন...

কিন্তু আমি ততক্ষণে রেগে লাল।
রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল।
মায়ের একটু দেরি আমার কাছে অসম্মান মনে হয়েছিল।

আমি আরেকটি হর্ন বাজিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে দিলাম।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে বাড়িয়ে দ্রুত চলে আসছিলাম—
আর তখনই
হঠাৎ—
অন্ধকার নামল আমার জীবনে।

এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা...

গাড়ি দুমড়েমুচড়ে গেল।
আমি বেঁচে গেলাম ঠিকই—কিন্তু আর কখনো দাঁড়াতে পারিনি।
শরীরের নিচের অংশ নিস্তেজ হয়ে গেল।
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমি এই হাসপাতালের বিছানায় পড়ে আছি।

যুবকের চোখ পানিতে ভরে উঠল।
তিনি ভাঙা গলায় বলতে লাগলেন—

“শাইখ, আমি জানি... আমার এই অবস্থা শুধু দুর্ঘটনা না।
এটি মায়ের কষ্ট দেওয়ার প্রতিফল।
মায়ের অবহেলার শাস্তি।
মায়ের চোখের পানির হিসাব আল্লাহ এভাবে ফেরত দিয়েছেন।”

তিনি আরেকটু থেমে বললেন—

“যদি সেদিন আমি একটু ধৈর্য ধরতাম...
যদি মায়ের ইচ্ছাকে সম্মান করতাম...
যদি একটি হর্ন না বাজিয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতাম—
আজ আমি হয়তো হেঁটে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতাম।”

তার কণ্ঠ তখন কাঁপছিল—

“শাইখ... সন্তানের জন্য যেন এর চেয়ে ভয়াবহ কোনো শিক্ষা না থাকে...”

৩১. মায়ের একটি বদদুআ... আর সন্তানের জীবনে ঝড়

মানুষের জীবনে পিতা-মাতাই সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। যাদের সন্তুষ্টির মাঝে লুকিয়ে আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর যাদের রাগের মাঝে লুকিয়ে আছে আল্লাহর কঠিন ক্রোধ। তাই সন্তান যত বড়ই হোক, যত শক্তিশালীই হোক—মায়ের চোখের পানি ও বাবার দীর্ঘশ্বাস কখনো তাকে ছাড়ে না।

রাসূলুল্লাহ সসল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিন ও জোরালো ভাষায় বলেছেন—

“তার নাক ধুলোয় রঙ্গে যাক! তার নাক ধুলোয় রঙ্গে যাক! তার নাক ধুলোয় রঙ্গে যাক!”
সাহাবারা জানতে চাইলেন—হে আল্লাহর রাসূল, সে কে?
তিনি বললেন—
“যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার একজন বা উভয়কে বৃদ্ধ বয়সে পেল, তবুও তাদের সেবা করে জান্নাত অর্জন করতে পারল না।”

এই হাদীস যেন মানুষের অন্তরকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—
'পিতা-মাতার দরজাই জান্নাতের সবচেয়ে সহজ পথ।'
এই পথ যদি কেউ নিজ হাতে বন্ধ করে দেয়, তাহলে তার মতো হতভাগা আর কে?

আবদুর রাউফ হানাওয়ীর বর্ণনায় এক হৃদয়বিদারক ঘটনা

বিখ্যাত আলিম আবদুর রাউফ হানাওয়ী (রহ.) তাঁর বহুল পরিচিত গ্রন্থ বিররুল ওয়ালিদাইন-এ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এই ঘটনা কেবল একটি পরিবারের নয়—এটি হাজারো সন্তানের জন্য সতর্কবার্তা।

তিনি বলেন—

"আমার এক নিকটাত্মীয় ছিলেন অত্যন্ত সুনামধন্য ব্যবসায়ী।
তার পিতা মৃত্যুকালে অঢেল ধন-সম্পদ রেখে যান।
সেই সম্পদ দিয়ে সে কোনো কাজ না করেও জীবনভর সম্মান নিয়ে চলতে পারত।"

তার মা তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। সুখী, পরিপাটি জীবন। কারও কাছে হাত পাতার প্রয়োজন তো দূরের কথা—তার ঘরে কখনো অভাবের ছায়াও পড়েনি।

কিন্তু একদিন কোনো কারণে মা খুব কষ্ট পেলেন।
ছেলের রূঢ় কথা, মায়ের প্রতি তার অবহেলা...
আর মায়ের কষ্টের একটি দীর্ঘশ্বাস, একটি অভিযোগ, একটি ক্ষোভ—
সেটাই হয়ে দাঁড়ালো সন্তানের জীবনের অন্ধকারতম মোড়।

মায়ের মুখ থেকে বের হয়ে এল কঠিন একটি বদদুআ।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেই সচ্ছল ব্যবসায়ীর জীবনে দুঃখ নেমে এল।

ধনসম্পদ গায়েব হয়ে যাচ্ছে যেন রহস্যজনকভাবে।
ব্যবসায় লোকসান, জমিজমায় বিরোধ, বন্ধুরা প্রতারণা করছে—
যেদিকে হাত বাড়ায়, সেদিকেই ক্ষতি!

এমনকি তার নিজের বাড়ির দরজাও রক্ষিত থাকে না—চোর-ডাকাতের হাতে লণ্ডভণ্ড হয়।

লোকেরা অবাক হত—
যে ছেলের সম্পদ পাহাড়ের মতো ছিল, তার ঘরে আজ নুন আনতে পান্তা ফুরায় কেন?
দিনকে দিন সে দারিদ্র্যের অতল অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগল।

হানাওয়ী (রহ.) লিখেছেন—

"আমি নিজের চোখে দেখেছি কীভাবে অঢেল সম্পদ অল্প দিনেই শূন্য হয়ে গেল।
মৃত্যু-মুহূর্তে তার কাছে বাবার রেখে যাওয়া সম্পদের এক কানাকড়িও অবশিষ্ট ছিল না।
আমরা নিজেরাই তাকে দান-সদকা দিতাম, তার পরিবারের জন্য খাবার পাঠাতাম।"

সবাই জানত—সে কখনো জুয়া খেলেনি, দুশ্চরিত্র ছিল না, অপচয়ও করত না।
বরং স্বভাব-চরিত্রে ছিল নম্র ও ভদ্র।

কেন তবে তার এই পতন?

একটাই কারণ—
মায়ের ব্যথা, মায়ের কান্না, মায়ের বদদুআ।

৩২. জীবন থেকে নেওয়া

হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরাচ্ছে মেয়েটা।
দুই দিন হয়ে গেছে—
অসহ্য প্রসব বেদনায় তার মুখটা ফ্যাকাসে, চোখে অশ্রু আর কপালে ঘামের বিন্দু জমে আছে।
প্রতিটি নিঃশ্বাসে যেন শরীরের ভেতর থেকে একটা করে আর্তনাদ বের হয়ে আসছে—
"আল্লাহ... দয়া করুন... এই কষ্টটা আর নিতে পারছি না..."

এটা এমন একটা ডেলিভারি। যা ছিলো ছয় মাসের।

একটা নিষ্পাপ প্রাণ, যে জন্ম নেবার আগেই থেমে গেছে।
ডাক্তার বলেছিলেন, "বাচ্চাটা আর নেই....।"

এই একটা কথায় মেয়েটার বুক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।
নিজের শরীরের যন্ত্রণার চেয়েও বড় হয়ে উঠল এক অন্যরকম ব্যথা—
একটা মায়ের বুকের ভেতর যে শূন্যতা তৈরি হয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তার চোখের পানি থামছে না।
মনে শুধু একটাই চাওয়া— "মা যদি পাশে থাকতো..."
কিন্তু মা-ও অসুস্থ। মেয়েটা তাই নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করছে, যেন মাকে চিন্তায় না ফেলে।
তবুও মায়ের মন তো মেয়ে ছাড়ে না—
বাড়িতে বসেই তিনি অনুভব করলেন, তার বুকটা কেমন হালকা হয়ে যাচ্ছে,
যেন কেউ ভেতর থেকে ডাকছে.....

অসুস্থ শরীর নিয়েই মা ছুটে এলেন হাসপাতালে।
দরজায় ঢুকেই মেয়েকে দেখে থমকে গেলেন—
সেই মুখে মৃত্যুর মতো ক্লান্তি, সেই চোখে বেদনার ছাপ।
মায়ের বুকটা ফেটে গেল কান্নায়।

তিনি মেয়ের মাথায় হাত রেখে কাঁপা কণ্ঠে বললেন
"হে আল্লাহ, আমার এই মেয়েটা কোনোদিন আমার অবাধ্য হয়নি।
সবসময় আমার কথা শুনেছে।
আজ সে যে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে,
হে দয়াময় আল্লাহ, আপনি তাকে মাফ করে দিন,
আপনি তার কষ্ট দূর করে দিন..."

মায়ের চোখের পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো
আর সেই অশ্রু যেন রহমতের বৃষ্টির মতো আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেল।

অলৌকিকভাবে, যেই ডাক্তারকে সকাল থেকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না—

সেই ডাক্তার হঠাৎ বিকেলবেলা এসে হাজির!
সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।
ডাক্তার দ্রুত মেয়েটাকে নিয়ে গেলেন ওয়ার্ডে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ডেলিভারি সম্পন্ন হলো।

মেয়েটা বেঁচে গেল, কিন্তু তার কোল ফাঁকা।
বাচ্চাটা চলে গেছে, তবুও তার মনে হলো—
এই জীবনের মাঝে সে যেন একটা মহান সত্য আবিষ্কার করেছে।

তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল নীরব অশ্রুধারা।
চারপাশের সব শব্দ যেন হারিয়ে গেল — শুধু তার হৃদয়ের গভীরে একটাই ধ্বনি বাজতে লাগল।
সে অনুভব করল, এই জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস যেন মায়ের দোয়ার ফল,
প্রতিটি ধুকপুকানিতে যেন মায়ের আর্তনাদের প্রতিধ্বনি।

মেয়েটার মনে এক গভীর উপলব্ধি জেগে উঠল—

“আমি হয়তো এতক্ষণ নিজের শক্তিতে লড়ছিলাম বলে ভেবেছিলাম,
কিন্তু আসলে বেঁচে থাকা আমার নিজের কারণে নয়,
বেঁচে থাকা মানে ছিল — মায়ের দোয়ার ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া।”

তার বুকের ভেতর কৃতজ্ঞতার অজস্র ঢেউ উঠল।
মনে হলো, আল্লাহ যেন তাঁর মায়ের কণ্ঠস্বরেই রহমতের আদেশ পাঠিয়েছেন—
যে দোয়ার প্রতিটি অশ্রু হয়ে মিশে গিয়েছিল আকাশের দরজায়।

মেয়েটার মনে মনে বার বার একটি কথাই আসে

"যখন মায়ের হৃদয় থেকে দোয়া উঠে যায় আকাশে,
তখন আল্লাহর দরজাও খুলে যায় নিঃশব্দে..."

৩৩. এক মায়ের দোয়ার অলৌকিক প্রতিফল — হারাম শরিফের ইমাম

একজন মায়ের দোয়া কতটুকু শক্তিশালী হতে পারে, তা এই পৃথিবীর কোনো কলম দিয়ে পুরোপুরি লিখে শেষ করা হয়তো অসম্ভব। দোয়া — এই এক শব্দের ভেতরেই লুকিয়ে আছে এমন এক জগত, যা কখনো আকাশ ছুঁয়ে যায়, কখনো মাটির বুক চিরে চিরন্তন অলৌকিকতায় ফুটে ওঠে।

সুবহানাল্লাহ! এ গল্পটি সেই অনন্য উদাহরণ, যেখানে এক মায়ের চোখের পানির সঙ্গে মিশে ছিল সন্তানের প্রতি অসীম মমতা, আর তার ওজু করা হাতে উঠে গিয়েছিল এমন এক দোয়া, যা আল্লাহ তায়ালা কাবার মাটিতে পৌঁছে কবুল করে নিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন —
“তিনটি দোয়া এমন আছে, যা আল্লাহ কখনো প্রত্যাখ্যান করেন না: পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জন্য, রোজাদারের দোয়া, এবং সফরকারীর দোয়া।”
[তিরমিজি, বায়হাকী – সহীহ]

একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া এক ছোট্ট শিশু — নাম আদিল আল-কালবানি। তাঁর পরিবার পারস্য উপসাগরের প্রান্তিক অঞ্চল থেকে আগত, কোনো প্রভাবশালী বংশ নয়, কোনো বিশেষ বংশগৌরবও নয়। তাঁর গায়ের রং ছিল কৃষ্ণাঙ্গ, কিন্তু মায়ের হৃদয় ছিল আলোকিত এক মেহেরাবের মতো।

ছেলেটি ছোটবেলায় ছিল দুষ্ট, চঞ্চল, অবাধ্য। এমন কোনো দিন ছিল না, যেদিন সে মাকে কষ্ট দেয়নি। মা রেগে যেতেন, মন খারাপ করতেন, তবুও ছেলেকে শাসন করতে গিয়ে কখনো অভিশাপ দেননি। বরং যখনই রাগ হতো, তখন তাঁর মুখে উচ্চারিত হতো এক অদ্ভুত দোয়া—

“হে আল্লাহ! তুমি ওকে হেদায়াত দাও, আর ওকে তোমার ঘরের ইমাম বানিয়ে দাও!”

এ দোয়া ছিল না কোনো কণ্ঠের আওয়াজ, এটি ছিল এক অন্তরের আর্তনাদ, এক মায়ের বুকের গভীর থেকে উঠে আসা আল্লাহর দিকে প্রেরিত আকুল মিনতি।

বছর পেরোল, ছেলেটি বড় হলো, আল্লাহর রহমতে তার জীবনে পরিবর্তন এলো। যে ছেলে একদিন মায়ের ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়েছিল, সেই ছেলেই একদিন হয়ে উঠলো এমন একজন আলেম, যার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো কুরআনের তিলাওয়াত, আর যিনি দাঁড়ালেন পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র স্থান— বায়তুল্লাহর সামনে, লাখো মুসল্লির ইমাম হিসেবে।

তিনি আর কেউ নন — শাইখ আদিল আল-কালবানি, মসজিদুল হারামের ইমাম।

লন্ডনের এক সম্মেলনে তিনি নিজের জীবনের এই সত্য কাহিনি শোনাতে গিয়ে বলেছিলেন,

"আমি ছোটবেলায় খুব দুষ্ট ছিলাম, মাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু আমার মা খুবই ধার্মিক নারী ছিলেন। তিনি কখনো আমার জন্য খারাপ কিছু বলেননি। বরং রাগের সময়ও তিনি আমার জন্য বলতেন —
'হে আল্লাহ! তুমি ওকে হেদায়াত দাও, আর ওকে কাবার ইমাম বানিয়ে দাও।'
আর দেখো! আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করেছেন, আমি সত্যিই কাবার ইমাম হয়েছি।"

একজন কৃষ্ণাঙ্গ, এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান, কিন্তু আল্লাহর কুদরতে হয়ে গেলেন পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্থানের ইমাম।

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর এক সাক্ষাৎকারে শাইখ কালবানি বলেছিলেন,

"হারাম শরিফে নামাজের ইমাম হওয়া এমন এক সম্মান, যা সাধারণত সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বিশুদ্ধ আরব বংশোদ্ভূতদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, যখন জানতে পারলাম কিং আবদুল্লাহ আমাকে এই সম্মানের জন্য মনোনীত করেছেন — আমি, একজন কৃষ্ণাঙ্গ, একজন দরিদ্র অভিবাসীর সন্তান।"

তিনি থেমে যান, আর তাঁর চোখে পানি চিকচিক করে ওঠে। তিনি বলেন,

"এটা আমার কোনো কৃতিত্ব নয়, এটা আমার মায়ের দোয়ার ফল। যদি আমার মা তখন রাগের সময় বদদোয়া দিতেন, তাহলে হয়তো আজ আমি এই জায়গায় থাকতাম না।"

এই গল্প আমাদের শেখায় —

পিতামাতার মুখের দোয়া সন্তানের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। মায়ের চোখের জল যদি দোয়ার রূপ নেয়, তবে তা আকাশ ভেদ করে সোজা আরশে পৌঁছে যায়।
রাগের সময়ও সন্তানকে অভিশাপ নয়, বরং হেদায়াতের জন্য দোয়া করাই একজন মায়ের প্রকৃত মহত্ত্ব।

৩৪. গবেষানার ফলাফল ও বিশ্লেষণ

ধর্মীয় ফলাফল : ইসলামে পিতা মাতার মর্যাদা
ইসলামে পিতা প্রতি সদাচারন ও দায়িত্ব পালন শুধু নৈতিক নির্দেশ নয়,বরং সরাসরি ইবাদাতের অংশ। কুরআন ও হাদিসে বারবার পিতামাতার মর্যাদা, তাদের অধিকার এবং তাদের প্রতি সন্তানের কর্তব্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নিচে বিষয়টি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হলো

১. আল্লাহর ইবাদতের পরপরই পিতা মাতার অধিকার

কুরআন আল্লাহ বহু স্থানে তাওহীদের পরই পিতা মাতার প্রতি সদাচরনের নির্দেশ দিয়েছেন। সুরা ইসরার ২৩, সুরা লোকমানের ১৪, সুরা আনকাবুতের ৮ নং আয়াত সহ আরো বেশ কিছু আয়াতেই আল্লাহ ইবাদাতের পর পিতা মাতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রমানিত হয় যে,আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতের পর পিতা মাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা হওয়ার ন্যায় পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ওয়াজিব।
এছাড়াও বিভিন্ন হাদিসে ও আল্লাহর পরে পিতা মাতাকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ : মুলত এই সব কিছু মিলে এটাই স্পস্ট প্রমান করে যে পিতা মাতার অধিকার আল্লাহর ইবাদাতের পরই আসে। ইসলামে ইবাদত শুধু নামায রোজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের যত্ন ও ইবাদত। এছাড়া ও ইবনে কাসির ও তাবারী তাফসীর উভয়েই বলেছেন আল্লাহ তায়ালা পিতামাতার হককে নিজের হকের সাথে তুলনা করেছেন।

২.পিতা মাতার প্রতি বিনয় ও নম্র আচরনের নির্দেশ

কেবল সেবা নয়, আচরনে ভদ্রতা ও কোমলতা অত্যন্ত জরুরি। পুর্বে আমরা দেখে এসেছি কুরআন হাদিসের বেশ কিছু স্থানে পিতা মাতার প্রতি বিনয়, নম্র ও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অর্থ:

“তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁর ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করো না,
এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।
তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়,
তবে তাদেরকে ‘উফ্’ পর্যন্ত বলো না,
তাদের ধমক দিও না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো।”

এছাড়া ও সুরা বাকার ৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে," তোমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। পিতা মাতার সাথে, আত্নীয় স্বজন, এতিম ও দরিদ্রের সাথে সদ্ব্যবহার করবে"। এই আয়াতে প্রথমে পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার তার পর অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।
উপরোক্ত আয়াত সহ পিতা মাতা সম্পর্কিত সব কয়টা আয়াতেই পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, নম্র আচরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর সহিহ মুসলিম এবং বুখারির হাদিসে রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সদাচার পাওয়ার সব চেয়ে বেশি হকদার হচ্ছে মা, মা,মা এবং বাবা।

বিশ্লেষণ : এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে ইসলামিক দিক দিয়ে পিতা মাতার সাথেই সন্তান সবচেয়ে বেশি নম্র,বিনয় ও সদ্ব্যবহার করবে। প্রথমে পিতা মাতা তার পর অন্যরা অগ্রাধিকার পাবে। এটাই বিভিন্ন আয়াতে ও হাদিসে তাগিদ দিয়েছে।

৩. পিতা মাতার জন্য দোয়া করার নির্দেশ

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“হে আমার রব! যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন, তুমি তাদের প্রতি রহম কর।”
(ইসরা ১৭:২৪)

বিশ্লেষণ : কুরআনে হাদিসে যে শুধু পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা বা আল্লাহর পরেই পিতা মাতার স্থান এটা বলা হয়েছে এমন না,, তাঁদের জন্য দোয়া করতে ও বলা হয়েছে আর কিভাবে দোয়া করতে হবে সেটা ও বলা হয়েছে।সন্তানের জন্য পিতা-মাতা দোয়া করে, কিন্তু এখানে আল্লাহ সন্তানকে শিখিয়েছেন পিতা-মাতার জন্য দোয়া করতে। এটি প্রমাণ করে যে পিতা-মাতার হক শুধু দুনিয়ায় নয়, আখিরাতেও।

৪. পিতা মাতাই জান্নাত অথবা জাহান্নামের অসিলা

হযরত আবই উমামাহ বাহেলী (রা) থেকে বর্নিত এক ব্যক্তি নবী সল্লি ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সন্তানের উপর পিতা মাতার হক কি? রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁরা উভয়ে তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

(মিশকাত, ইবনে মাজাহ)

এই হাদিস দ্বারা এটা স্পস্ট যে জান্নাত, জাহান্নামের ক্ষেত্রে পিতা মাতা সন্তানের জন্য অনে গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্লেষণ : নবী সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবাবের মর্মার্থ হলো কোন ব্যক্তি তাদের থেকে সরে দাড়াতে পারবে না।সামাজিক জীবনে তাদের গুরুত্ব ছাড়াও পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের দিক থেকেও তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও আনুগত্য করে এবং সন্তুষ্টি রেখে সন্তান জান্নাতে নিজের ঘর তৈরির উসিলা হতে পারে। অন্যদিকে তাদের অধিকার পদদলিত করে অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের ইন্ধনও হতে পারে।

৫. পিতা মাতার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে হজ্বের সওয়াব

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত যে রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সেবা যত্নকারী সন্তান তার নিজ মাতা পিতার প্রতি রহমতের নজরে সশ্রদ্ধ ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকায়। তখন সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতি নজরের বিনিময়ে তার আমলনামায় একটা করে মকবুল হজের সওয়াব দান করেন।

একথা শোনার পর উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন,ইয়া রাসুলুল্লাহ সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সে দৈনিক ১০০ বার ওইভাবে নজর করে.? তবে কি সে ১০০ হাজার সওয়াব পাবে.? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ সে দৈনিক ১০০ বার বৃষ্টিপাত করলেও ১০০ মাকবুল হাজ্বের সাওয়াব পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। তাতে ও তার ভান্ডারে অকুলান পড়বে না। আল্লাহ অতি মহান, অতি পবিত্র।

(বায়হাকি,শুআবুল ঈমান,মিশকাত -৪২২)

বিশ্লেষণ : তাফসীরে দুররে মানসুরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতা সন্তুষ্ট সে যদি মাতা পিতার দিকে সু দৃষ্টিতে তাকাই সে একটি গোলাম আজাদ করার সাওয়াব পাবে। প্রশ্ন করা হলো ইয়া রাসুলুল্লাহ যদি ৩৬০ বার দেখে তবুও? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আল্লাহ অনেক বড়। ওই সাওয়াব দেওয়া তা জন্য দুসাধ্য নয়। এখান থেকেই আমরা বুজতে পারি যে, পিতা মাতার সন্তানের জন্য অনেক বড় নেয়ামত।

৬. পিতা মাতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি

তিরমিযী ও মুসতাদরাক হাকেম আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্নিত, রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

অর্থাৎ হাদিসের আরবি শব্দের মধ্যে "ওয়ালিদ" শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থ একবচনে পিতাকে বুজালে ও মুলত পিতা মাতা উভয়কেই বুজিয়েছে।যেমন "ওয়া বিলওয়ালিদাইনী ইহসানা"।

বিশ্লেষণ : এখান থেকে প্রতিয়মান হয় যে পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে আল্লাহ ও সন্তুষ্ট হবেন,আর তাঁদেরকে অসন্তুষ্ট করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন। এর দ্বারাই বুজা যায় ইসলামে পিতা মাতাকে অনেক বেশিই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন হাদিসে কুদসীতে আছে," مَن رضى عَنه والِدَهُ فَانَا عَنهُ رَاض" অর্থাৎ যার উপর তার মাতা পিতা রাজি থাকেন।আমি তার প্রতি রাজি খুশি থাকি।" একথা নিসন্দেহে বলা যায়, যিনি আল্লাহ তায়ালাকে রাজি খুশি করতে চান, তিনি যেন নিজ পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট রাখেন।অবশ্যই সেটা আল্লাহর অবাধ্যতা মুক্ত হতে হবে।

৭. মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত

হাদীসে আছে,

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا

মুআবিয়া ইবন জাহিমা সালামী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা জাহিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যুদ্ধে গমন করতে ইচ্ছা করেছি। এখন আপনার নিকট মতামত জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। তিনি বললেনঃ তোমার মাতা আছে কি? সে বললোঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার খেদমতে লেগে থাক। কেননা, জান্নাত তার পদদ্বয়ের নিচে। (সুনানে নাসাঈ-৩১০৮, সুনানে ইবনে মাজা-২৭৮১)

পবিত্র হাদিসে বর্ণিত আছে, 'মা-বাবার পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।' এর মর্ম হলো, মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ ও তাদের সন্তুষ্ট করার মাধ্যমেই সন্তানরা জান্নাতের উপযুক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, মা-বাবা সৎকর্মশীল হোক বা পাপী ও হত্যাকারী হোক, এমনকি কাফিরই হোক, তবু তাদের সঙ্গে সদাচরণ করা সন্তানের ওপর অপরিহার্য। যদিও মা-বাবা স্ব স্ব পাপের শাস্তি আল্লাহ তাআলার নিকট ভোগ করবে। কিন্তু সন্তানদের পাপী মা-বাবার সঙ্গেও অসদাচরণ করা বৈধ হবে না।

বিশ্লেষণ : উপরোক্ত হাদিস থেকে এবং এই গবেষনা থেকে বুজা যায় যে মা কে বেশিই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা মাতা,পিতার চেয়ে বেশি কস্ট সহ্য করে। যেমন গর্ভে ধারন প্রসব,দুধ পান সব কিছুই মিলিয়ে মায়ের অবদান সন্তানের জন্য অনেক বেশিই হয় যার জন্য মাতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এথেকে বুজা যায় ইসলামে পিতার চেয়ে মাতাকে বেশিই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৮. পিতা মাতার প্রতি খরচ করা

পিতা-মাতার জন্য খরচ করা সকল সন্তানের ওপর ওয়াজিব। রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

وان اموال اولادكم من كسبكم فكلوه هنيءا

আর তোমাদের সন্তানদের সম্পদ তোমাদেরই উপার্জন।অতএব তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে খাও।

(মুসনাদে আহমদ ৬৬৭৮)

সন্তানের মালে পিতার হক্ব ও অধিকার রয়েছে, সম্পর্কে একটি হাদীস
হযরত জাবের রাঃ থেকে বর্ণিত,
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ
এক ব্যক্তি এসে নবীজী সাঃ কে বলল,আমার মাল আছে এবং সন্তানাদিও আছে।এখন আমার পিতা আমার মাল নিয়ে নিতে চায়। নবীজী সাঃ তদুত্তরে বললেনঃতুমি এবং তোমার মাল, তোমার পিতার জন্য বৈধ।

৯. পিতা মাতার সেবাই রিজিক বৃদ্ধি

পিতা মাতার সেবার দ্বারা আল্লাহ খুশি হন।আর আয় রোজগারে বরকত দান করেন।
আনাস ইবনু মালেক (রা) হতে বর্নিত তিনি বলেন,রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে করে যে তার আয়ু বৃদ্ধি এবং তার জীবীকায় প্রশস্ততা আসুক সে যেন সে যেন তা পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে ও আত্নীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।

পিতা মাতার অবাধ্যতার ফলাফল

অবাধ্যতার সংজ্ঞা

অবাধ্যতাকে আরবিতে اَلعقُوق বলা হয়। অর্থাৎ অবাধ্য হওয়া, অমান্য করা। শব্দটি البر তথা সদ্ব্যবহার এর বিপরীত।
ইবনু মানযুর (রহ.) বলেন; এর অর্থ হচ্ছে সে তার পিতার আনুগত্যের লাঠি ভেঙ্গে ফেলল। আর সে তার পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল এবং সে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেনি।

(লিসানুল আরব)

একই গ্রন্থে তিনি আরো ও বলেন,হাদিসে রাসুল সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতাগনের অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন ; আর العقوق শব্দ টি البر এর বিপরীত। যার মুলত العق শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ ভেঙ্গে ফেলা,কর্তন করা, ছিন্ন করা।

১ অবাধ্য ব্যক্তির প্রতি বদদোয়া

যে ব্যক্তি পিতা মাতার সাথে অসদাচরণ করে

তার প্রতি আল্লাহ তো সন্তুষ্ট হোনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং জিব্রাইল আলাই সাল্লাম তার বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেছেন।এক হাদিসে এমন আছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তার নাক ধুলোই ধূসরিত হোক।এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো তিনি কে? তিনি বললেন যে ব্যক্তি তার পিতা মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।

২. পিতা মাতার অবাধ্য ব্যক্তির ফরজ বা নফল কোন ইবাদত কবুল হবে না

পিতা মাতার অবাধ্যতা এমন মহা পাপ যে

এর ফলে, অবাধ্য ব্যক্তির ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। যেমন হাদিসে এসেছে

عن ابي امامة عن النبيصلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيمة صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بالقدر

আবু উমমা (রা) হতে বর্নিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির ফরজ ও নফল কোন এবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দান করে খোটা দানকারী ব্যক্তি ও তাকদীর কে অস্বীকারকারী।

(মুজামুল কাবির হাদিস ৭৫৪৭)

৩. পিতা মাতার অবাধ্যতা কবিরা গুনাহ

أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ ثَلاَثًا أَوْ قَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

আবু বাকরাহ (রা) তিনি বলেন, নবী (সাল্লালাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সবচেয়ে কঠিন কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। মিথ্যা সাক্ষ্য কথাটি তিনবার বললেন। অথবা বলেছেন; মিথ্যা বক্তব্য। কথাটি বারবার বলতে থাকলেন, এমন কি আমরা আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম, হায় যদি তিনি নীরব হয়ে যেতেন

সহিহ বুখারি হাদিস ৬৯১৯

৪. পিতা মাতাকে অস্বীকারকারি ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম

عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

সাদ (রা) হতে বর্নিত
তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে বলতে শুনেছি, যে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবি করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম।

৪৩২৬; মুসলিম

৫. দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অবাধ্য সন্তান

আল মান্নাভী তাঁর বীররুল ওয়ালিদাঈন গ্রন্থে এ কাহিনী টি বর্ণনা করেন, আল আসমাই বলেন - " আমাকে এক ব্যক্তি বলল, দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অবাধ্য সন্তানকে খুজে বের করার জন্য, আমি একদা দীর্ঘ ভ্রমনে বের হলাম। একদিন আমি এক বৃদ্ধের দেখা পেলাম। ওনি একটি বালতি দিয়ে কুয়া থেকে পানি তুলছিলেন। বালটির দড়িটি তার গলাই বাধা ছিলো। তখন গ্রীষ্মকাল ছিলো। সেদিন এতোই গরম পড়েছিলো যে উট পর্যন্ত গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলো। বৃদ্ধের পিছন থেকে এক যুবক তাকে চাবুক পেটা করছিলো।

আমি সেই যুবককে বললাম, আল্লাহকে ভয় কর..! এই বৃদ্ধটি খুবই দুর্বল এবং তুমি তার সাথে যে আচরন করছো সেটা তার সহ্যের বাইরে। দয়া করে তুমি তোমার চাবুক মারা থামাও। তখন সে যুবক বললো 'এ বৃদ্ধ আমার বাবা'। আমি বললাম 'আল্লাহ তোমাকে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করুন'। যুবক টি চিৎকার বললো, 'চুপ থাকো! সে তার বাবার সাথে এভাবেই ব্যবহার করতো। আর তার বাবা ও তার দাদার সাথে এমনই আচরণ করতো। তখন আমি মনে মনে বললাম, 'এই ব্যক্তিই দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অবাধ্য সন্তান।' "
(যেভাবে মা বার হৃদয় জয় করবেন বই থেকে নেওয়া)

৬. শাস্তি যোগ্য অপরাধ: পিতা মাতার অবাধ্যতা নৈতিক দিক দিয়ে যেমন ঘৃন্য ঠিক তেমনি ধর্মীয় দিক ও বড় গুনাহ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ، مِنَ الْبَغِيِّ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ«

আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

নবী (সাঃ) বলেছেনঃ পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধের শাস্তি অন্যান্য পাপের চেয়ে দ্রুত অপরাধীর উপর কার্যকর হয়। পরকালের শাস্তি তো আছেই (দারেমী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, হাকিম, ইবনে হিব্বান)।
আদাবুল মুফরাদ: ২৯

নৈতিক ফলাফল : পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য নৈতিক চরিত্র গঠনের ভিত্তি
ইসলামি নৈতিকতা শুধু ইবাদত নয়,মানুষের ভেতরের চরিত্র, আচরণ, মুল্যবোধের পরিশুদ্ধতা। একজন মানুষের চরিত্র কতোটা উত্তম ----- তার অন্যতম প্রমান হলো সে তার পিতা মাতার সাথে কেমন আচরন করে।

১. কৃতজ্ঞতার নৈতিকতা :
কৃতজ্ঞতা (شُكْر) ইসলামে একটি মৌলিক নৈতিক গুণ। আল্লাহ বলেন—

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

“আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।”
(সূরা লুকমান ৩১:১৪)
অর্থাৎ কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও একটা নৈতিকতা। আর সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে যে অকৃতজ্ঞ মানুষ বড়ই খারাপ।

আল্লাহ নিজের শোকরের সাথে পিতা-মাতার শোকরকে যুক্ত করেছেন।
এটি নৈতিকভাবে বুঝিয়ে দেয়: “যে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রকৃত কৃতজ্ঞ হতে পারে না।”

ইবনে কাসিরের তাফসির:

“পিতা-মাতা হলো মানুষের দুনিয়াবি জীবনের কারণ, আর আল্লাহ হলো তার অস্তিত্বের পরম কারণ—তাই উভয়ের প্রতি শোকর ফারজ।”

২. আনুগত্য ও শৃঙ্খলা চরিত্র গঠনের মুল ভিত্তি

পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য (طاعة الوالدين) শুধু দয়া নয়; এটি শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও বিনয়ের প্রশিক্ষণ।

রাসূল ﷺ বলেছেন—
“আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করা।”
(তাবরানী, হাকিম)

পিতা-মাতার আনুগত্য শিখলে সন্তান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করতেও সক্ষম হয়।
এটি দায়িত্ববোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নম্রতা—সব নৈতিক গুণকে শক্তিশালী করে।

ইমাম গাজালী (ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন):
“পিতা-মাতার আনুগত্য আখলাকের মৌলিক স্তম্ভ। যে এখানে ব্যর্থ, সে অন্যান্য নৈতিক গুণে স্থায়ী হতে পারবে না।”

৩. অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা মুলত নৈতিক অবক্ষয়

ইসলাম অকৃতজ্ঞতাকে কেবল ভুল নয়—নৈতিক দেউলিয়াত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছে।
কেননা নৈতিকতা বিহীন কোন কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামের সৌন্দর্যের বিনস্টের ২ টি উপাদান হলো অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা।
রাসূল ﷺ বলেছেন—
“পিতা-মাতার অবাধ্যতা সবচেয়ে বড় গুনাহ।”
(সহিহ বুখারী 5976)

আরও বলেছেন—
“যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, তার কোনো দোয়া কবুল হয় না।”
(সিলসিলা সাহিহাহ 675)

অর্থাৎ, নৈতিক দূষণে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন।
এটাতে কোন কল্যান নেই।

সুতরাং, পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য নৈতিকতার কেন্দ্রবিন্দু, যা ব্যক্তির জীবনে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সাফল্যের দরজা খুলে দেয়।

৩. সামাজিক ফলাফল : পারিবারিক বন্ধন ও সমাজে শান্তি

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় কর্তব্য নয়—এটি সামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম মূল ভিত্তি। পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম একক, আর এই পরিবার টিকে থাকে পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর। যখন এ সম্পর্ক দৃঢ় হয়, তখন সমগ্র সমাজে শান্তি, ঐক্য ও স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১. পিতা-মাতার সম্মান পরিবারে ঐক্য ও স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে

কুরআনে বলা হয়েছে—

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"আল্লাহর ইবাদত করো... এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো।"
(সূরা নিসা ৪:৩৬)

এখানে ইবাদতের পরেই পারিবারিক দায়িত্বের উল্লেখ।
ইবনে কাসির বলেন: "পিতা-মাতার সাথে ইহসান পরিবারে ভালোবাসা ও ঐক্য বৃদ্ধি করে।"

২. সন্তানের কর্তব্য না পালনে সামাজিক পরিনতি

সমাজে অস্থিতিশীলতা দেখা যায়, সমাজের সামাজিক ও মৌলিক কাঠামো গুলো ভেঙ্গে পড়ে। সুতরাং দেখা যায় এটা সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক বড় সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। সমাজ জীবনে যার ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

৩৫. সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ : সন্তানের দায়িত্ব বোধ হ্রাসের আধুনিক কারন সমুহ

বর্তমান যুগের সামাজিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সন্তানের চরিত্র, পারিবারিক মূল্যবোধ ও পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। ফলে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ আগের তুলনায় কমে যাচ্ছে। নিচে এসব চ্যালেঞ্জ পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা হলো—

ধর্মীয় শিক্ষার অভাব:

ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে সন্তান পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে অসচেতন থাকে। ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে সন্তানেরা তাদের কর্তব্যবোধ হারাচ্ছে।

কুরআন মাজিদ না শেখানো

একজন মুসলিম তার সন্তানকে আল্লাহর কালাম শেখাবে না এটা কি কল্পনা করা ও সম্ভব.? কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে আমরা কুরআন না শেখার কারনে আমরা জানি না যে কুরআনে পিতা মাতার হক সম্পর্কে। তাই এটা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ।

পিতা মাতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা

পিতা মাতা সম্পর্কে ইসলামের কি নির্দেশ তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায়। তারা পিতা মাতার হক সম্পর্কে জানে না।এটা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ যে সন্তান জানেই না যে তার প্রতি তার পিতামাতার কি কি দায়িত্ব রয়েছে।

নগরায়ণ ও ব্যস্ত জীবনযাত্রা

নগরায়ন ও ব্যস্ত জীবন যাত্রার জন্য বেশির ভাগ সময় সন্তান পিতা মাতার দায়িত্বে অবহেলা করে থাকে। যা বর্তমানে খুবই বেশি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

ছোট পরিবার ব্যবস্থা (Nuclear Family)

আগে যৌথ পরিবারে দাদা-দাদি, চাচা-ফুপু সবাই মিলিয়ে পিতা-মাতার সেবা করা সহজ ছিল।

এখন নগরজীবনে Small family system যার ফলে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গিয়ে সন্তানেরা দিন দিন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে।

UN-Habitat Report (2023):
“Urbanization directly weakens intergenerational bonds.”

চাকরি ও মাইগ্রেশন

সন্তান চাকরি বা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ/অন্য শহরে চলে যায়। যার ফলে তাদের পিতা মাতার প্রতি তেমন কোন আগ্রহ থাকে না,, আর যোগাযোগ হলে ও সেটা যান্ত্রিক ভাবেই মোবাইলে কয়েক মিনিট হয়ে থাকে। যার জন্য পিতা মাতার সেবা যত্ন, বা তাদের যথাযথ হক আদায় হয় না। ফলে পিতা-মাতা একা হয়ে পড়ে এবং সম্পর্ক দূরে সরে যায়

উদাহরণ: মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত সন্তানেরা বছরে মাত্র ৭-১০ দিন পিতামাতার সাথে কাটায়।

ডিজিটাল আসক্তি

স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, গেমস, মস্তিষ্কের প্রধান ব্যস্ততা। যার ফলে কিছু কিছু সন্তান তাদের আসক্তি তেই মেতে থাকে আর পিতা মাতার প্রতি তাদের কোন গুরুত্ব থাকে না।
Pew Research (2022):
“৮০% যুবক বলে তারা পরিবার থেকে বেশি সময় মোবাইলে ব্যয় করে।”

যার ফলে পিতা-মাতার সাথে বসে কথা বলার সময় নেই এমন অবস্থা হয়। আর তার ফলে আবেগিক সংযোগ দুর্বল হয়ে পড়ে। আর এটি ও পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।

মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব

TikTok, Facebook, Drama ইত্যাদি, এগুলোতে স্বাধীনতা ও বিদ্রোহী মনোভাবকে স্টাইল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।ফলে তরুন তরুনীদের চোখে পিতা মাতার আনুগত্য "পুরনো ধ্যানধারণা " মনে হয়। আর এসবের জন্য সন্তান পিতা মাতার সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। তাদের যে কোন খোজ খবর নেওয়ার ক্ষেত্রে সন্তান পিছিয়ে থাকে।

ভোগবাদী (Materialistic) জীবনদর্শন

আধুনিক সংস্কৃতি শেখাচ্ছে—

“নিজেকে প্রাধান্য দাও, স্বাধীন হও, নিজের সুখই সব।” অর্থাৎ ভোগবাদী জীবন ব্যবস্থার ফলে সন্তান পিতা মাতার প্রতি গুরুত্ব দেয় না। কেননা আধুনিক ভোগবাদী সমাজ সব সময় নিজেকে নিয়েই চিন্তার প্রকাশ ঘটায়। এখানে এটাই শিখানো হয় নিজের সুখই প্রধান,আর বাকি কিছু জানার দরকার নেই।

Self-centered culture

“আমার ক্যারিয়ার, আমার স্বপ্ন, আমার ফ্রীডম...”
এতে পিতা-মাতার জায়গা ছোট হয়ে যায়
বর্তমানে একটা ট্রেন্ড এমন যে, নিজের ক্যারিয়ার, নিজের স্বপ্ন এগুলোর মধ্যে পিতামাতার স্থান নেই। অথচ সেই পিতা মাতার স্বপ্নেই সে ছিলো। আর সন্তানের চিন্তা ধারায় যখন এই দিক গুলো প্রকাশ পায় তখন সে পিতা মাতাকে কোন প্রাধান্য দেয় না। আর এটি আধুনিক সমাজের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত।

অর্থ ও সুখের ভুল ধারণা

মানুষ ভাবে—
“বেশি টাকা মানে সফলতা”— কিন্তু পিতা-মাতার সেবা নয়।
অথচ কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ

“মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে সে সীমালঙ্ঘন করে।”
(আলাক ৬-৭)
মুলত সন্তান নিজের সফলতার ক্ষেত্রে টাকাকে বেচে নেয় আর যার ফলে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে আর এটাই তার সীমালঙ্ঘন এর নিদর্শন। আর এই মনোভাবের ফলে সে পিতা মাতার প্রতি আগ্রহ দেখায় না। আর এসবের ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখে প্রযুক্তি। কেননা প্রযুক্তি ও অর্থ মানুষকে “আমি কারো সাহায্য ছাড়াই চলতে পারি” ভাব তৈরি করেছে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ

পশ্চিমা সংস্কৃতি বলে— ১৮ বছর পূর্ণ হলে বাবা-মা থেকে আলাদা হও। এছাড়া ও পশ্চিমা শিক্ষা ও সেক্যুলার মানসিকতার ফলে অনেক শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় নৈতিকতা শেখানো হয় না। "parents are just normal humans, you don't owe them anything " এই ধারনা ছড়িয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের শিখাই আমাদের অর্থাৎ সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অনেক দায়িত্ব রয়েছে কিন্তু পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য তারা কখনো প্রকাশ করে না। আর এটি অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ। কেননা আধুনিক সমাজে সবাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পিছনে ছুটছে। সবাই এই সংস্কৃতির কাছে ধরনা দিচ্ছে। আর এই ভাবেই এটি আমাদের সমাজ, সন্তানের দের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এর ফলে সবাই নিজের জীবনে ব্যস্ত থাকো।
হাদিস শরীফ এর বিপরীতঃ
“তোমার ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার।”

বৃদ্ধাশ্রমের সংস্কৃতি

আগে এটি পশ্চিমাদের ছিল, এখন মুসলিম সমাজেও ছড়াচ্ছে। বাংলাদেশে ২০২৪ সালে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা ১০০
(বাংলাদেশ সামাজিক কল্যাণ অধিদপ্তর রিপোর্ট)
এই বৃদ্ধাশ্রম এর জন্য অনেক সন্তান তাদের পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের অবহেলা করছে।

মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব

ড্রামা/সিনেমায় পিতা-মাতাকে হাস্যকর বা পুরনো ধ্যানধারণার মানুষ হিসেবে দেখানো হয়। সন্তানদের মনে নেতিবাচক ধারণা গড়ে ওঠে।
Social Learning Theory (Bandura):
“মানুষ যা দেখে, তাই অনুকরণ করে।

আইন বাস্তবায়িত না হওয়া

পিতা মাতার ভরন পোষন সম্বলিত আইনের বাস্তবয়ন না হওয়ায় সন্তান পিতা মাতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে না। যা পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ।

সন্তানদের অসৎ সঙ্গ

এটা এমন একটি কারণ যা সন্তানকে নষ্ট করে ফেলে এবং তাদেরকে পিতা মাতার অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে দুঃসাহস জুগাই। এর দ্বারা পিতা মাতার প্রতি অত্যাচার ও নির্দয় ব্যবহার করে। কেননা মানুষ যার সঙ্গে থাকে, তার গুন গুলো নিজের মধ্যে লালন করে।

অজ্ঞতা ও মূর্খতা

মূর্খতা হল প্রাণ বিধ্বংসী ব্যাধি। আর মূর্খ ব্যক্তি তার নিজ জীবনে শত্রু। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্যতার ইহকালীন ও পরকালীন খারাপ পরিণতির কথা না জানে এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ইহকালীন ও পরকালীন সুফল এর ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে। তখন সেই অজ্ঞতা ও মূর্খতা তাকে অভদ্রতার দিকে নিয়ে যাই।

পিতা-মাতা কর্তৃক তাদের পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান কর্তৃক তাদের অবাধ্যতা
যখন পিতা মাতা তাদের পিতা মাতার সাথে অসদাচরণ করে। তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে তাদের সন্তানের অবাধ্যতার দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়। এটা দুভাবে হয়ে থাকে যেমন প্রথমত সন্তানেরা অবাধ্য আচরণ করার ক্ষেত্রে তাদের পিতা মাতার অনুসরণ করে।
দ্বিতীয়তঃ একই রকম কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিদান পাওয়া।

সন্তানদেরকে সৎ ব্যবহার করার ব্যাপারে পিতা-মাতা কর্তৃক সহযোগিতার অভাব

কোন কোন পিতা মাতা সৎ ব্যবহার করার ব্যাপারে তাদের সন্তানদেরকে উৎসাহিত করে না এবং তারা যখন ভালো ব্যবহার করে। তখন তাদের আচরণের জন্য তাদেরকে বাহবা দেয় না। বস্তুত পিতা-মাতা সবচেয়ে বড় কর্তব্য হলো সন্তানদেরকে সব ব্যবহার শিখানো এবং

সন্তানদেরকে সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। আর এই সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তারা উৎসাহ না পাওয়ায় অনেক সময় অসদ্বাচরণ করে থাকে।

৩৬. পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সুপারিশসমূহ

প্রস্তাবনা:

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন শুধুমাত্র ধর্মীয় নির্দেশনা নয়, বরং সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বও বটে। এই থিসিসে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে দুটি প্রধান দিক—শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশীলন—সম্পর্কে সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি: পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবে শিক্ষা দেওয়া ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা। আর এর দ্বারাই কিন্তু সন্তানের মনে পিতা মাতার প্রতি ভালোবাসা জন্মানো সম্ভব হয়।তাদের কর্তব্য সচেতন করে তোলে।

২. পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের গুরুত্ব বুজানো

সন্তানের জন্য পিতা-মাতা হচ্ছেন জীবনের প্রথম শিক্ষক এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অপরিসীম। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন শুধুমাত্র ধর্মীয় নির্দেশনা নয়, বরং সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বও বটে। এই সব কিছুর গুরুত্ব সন্তান দেরকে বুজানো। যাতে তারা নিজ পিতা মাতা সম্পর্কে সচেস্ট হয়। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন সন্তানের নৈতিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এই দিক গুলো সন্তানদের সামনে তুলে ধরা।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্তি করা

বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে। পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষার্থীরা ছোটবেলা থেকেই এই বিষয়ে ধারণা লাভ করবে এবং ভবিষ্যতে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। কেননা ছোট বেলা থেকেই তারা যখন এই বিষয় গুলো সম্পর্কে নিজেদের পাঠ্যবইয়ে ধারনা পাবে তখন এটা তাদের মন মানসিকতায় গভীর ভাবে প্রভাব ফেলবে।

৪. গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনতা প্রচার

গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বিশেষ করে টেলিভিশন, রেডিও, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি মাধ্যমে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও ভিডিও তৈরি করে সাধারণ জনগণের মধ্যে এই বিষয়ে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। কেননা বর্তমান সমাজের ছেলে মেয়েরা এই সব প্লাটফর্ম এর দিকে অনেক বেশি ঝুকে আছে। তাই এই মাধ্যম গুলোর মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে।

৫. কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন

বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে। এতে বিশেষজ্ঞ বক্তারা এই বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। আর ফলে সন্তানেরা নিজেদের অভিব্যক্তি ও প্রকাশ করতে পারবে। আর নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা নিয়ে সেটা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৬. ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশীলন: ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সন্তান পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ববান হতে পারবে। আর এটা অনেক কার্যকরী একটা বিষয়। কেননা ধর্মীয় অনুশীলন ও ধর্মীয় শিক্ষাই একটা মানুষকে তার পরিপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন করতে পারে। আর এটি পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য পালনে উৎসাহ প্রদান করে থাকে ব্যাপক হারে।

৭. কোরআন ও হাদিসের আলোকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সূরা লোকমানের আয়াত ১৪-তে বলেছেন: "আর আমি আদেশ করেছি তোমাকে তোমার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তোমার মা তোমাকে কষ্টের পর কষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয়েছে দু'বছরে। আমাকে এবং তোমার পিতা-মাতাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (teachers.gov.bd)

এছাড়া হাদিসে এসেছে: "যে ব্যক্তি তার মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করে, আল্লাহ তার জীবনে বরকত দেন।" (protidinersangbad.com)
অর্থাৎ কুরআন এবং হাদিসের জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করা। যাতে তার পিতা মাতার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

৮. ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে পাঠদান

মাদ্রাসা ও ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে পাঠদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে।

৯. ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের আলোচনা

মসজিদ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা সভা আয়োজন করা যেতে পারে। এতে ইমাম ও আলেমরা এই বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং মুসল্লিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবেন। যাতে শ্রোতারা যার যার জায়গা থেকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে চিন্তা।করতে পারে আর সেটা জীবনে প্রয়োগ করতে পারে।

১০. ধর্মীয় বই ও পুস্তিকার মাধ্যমে শিক্ষা

ধর্মীয় বই ও পুস্তিকা প্রকাশ করে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। এসব বই ও পুস্তিকা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় ও মসজিদে বিতরণ করা যেতে পারে।

১০. পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব নৈতিক বিষয়

ঈমাম গাজ্জালী বলেছেন:

“পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের নিজেদের প্রতি সদয় হতে সাহায্য করা উচিত, এজন্য যে তারা তাদের থেকে যা সহ্য করতে পারবে না তা দাবি করবেন না এবং সন্তানদের ক্লান্ত বা বিরক্ত অবস্থায় জোর করবেন না, যাতে তারা তাদের অবাধ্য না হয় এবং ফলে Jahannam-এর শাস্তি অর্জন না করে।”
[Tanbihul-Ghafilin, p. 98]
আর এটা একটা নৈতিক কাজ। যার দ্বারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হয়।

মুহাম্মদ বিন হাটিব বলেন, তিনি আবদুল্লাহ বিন উমার (রদ্বি আলাইহি)কে একজনকে বলতে শুনেছেন:

“তোমার সন্তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করো, কারণ তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তুমি তাদের কী শেখিয়েছ, এবং সন্তানদেরও দায়িত্ব থাকবে তোমার প্রতি dutiful এবং আনুগত্যপূর্ণ হওয়ার।”

অতএব, সন্তানরা পিতামাতার কাছে একটি আমানত। তাদের হৃদয় একটি মূল্যবান রত্নের মতো, যা কোনো লিপি ছাড়াই প্রস্তুত থাকে সমস্ত শিক্ষা ও প্রভাব গ্রহণের জন্য। যদি সন্তানদের সৎ আচরণ শেখানো হয়, তারা সেই অনুসারে বড় হবে এবং এই জীবন ও পরকাল উভয়েই সুখ অর্জন করবে।

এছাড়াও, যখন পিতামাতা ধার্মিক হয়, তাদের ধার্মিকতার ফল তাদের সন্তানের ওপরও প্রভাবিত হয়।

১১. বৃদ্ধাশ্রম বা আলাদা ব্যবস্থায় রাখার পরিবর্তে সরাসরি সেবা করা

ইসলামিক দৃষ্টিতে বৃদ্ধাশ্রমে সরাসরি রাখা প্রাধান্য পায় না। ইসলামে এটাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।কেননা এর রাস্ট্র,সমাজ, পরিবার ধবংস হয়ে যায়। এর ফলে সন্তান আরো কর্তব্য অসচেতন হয়ে যায়।
কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টান্ত নবি সল্লিল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মায়ের সেবা করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। এবং তার উদাহরণ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
যতক্ষণ সম্ভব পিতা-মাতাকে পরিবারের সাথে রাখার চেষ্টা করা।
প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সেবা সরাসরি প্রদান করা।

১২. পিতা মাতা সম্বলিত আইনের প্রয়োগ

পিতা মাতার সম্পর্কে আইন গুলোর সুষ্ঠু প্রয়োগ না হওয়ায় সমাজে সন্তান পিতা মাতার দায়িত্বে পালনে অবহেলা করে থাকে। তাই এটা সময়ের দাবি যে পিতা মাতার সম্বলিত যতো আইন আছে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা। এর ফলে সন্তান আইনের শাস্তির কথা ভেবে হলে পিতা মাতার দিকে সচেতন হবে।

৩৭. যেভাবে মা বাবার হৃদয় জয় করবেন

কয়েক বছর আগের এক বিকেল। চাঁদপুরের সেই শিশু-হাসপাতালের করিডর আজও আমার চোখে স্পষ্ট। জায়গাটা যেন কেবল ইট-সিমেন্টের একটি ভবন নয়—মায়েদের কান্না, দুশ্চিন্তা, আর নিঃশব্দ প্রার্থনায় ভরা এক অদৃশ্য মসজিদ। প্রতিটি কোণে কোণে মায়েরা তাদের ছোট্ট প্রাণটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছে—ডাইরিয়ায় কাহিল ছোট শরীরগুলো, আর মায়েদের ভেজা চোখ।

ঠিক সেই সময়েই ঘটেছিল দৃশ্যটি, যা আমি আজও ভুলতে পারি না—সম্ভবত আর কোনোদিনও পারব না।

হাসপাতালের ক্লিনারটি মেঝে ধুয়ে গেছে। টাইলসগুলো তখনো ভেজা, আলো পড়ে চিকচিক করছে। এমন সময় এক মা তার অসুস্থ শিশুটিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ শিশুটা তার কোলে বসেই পায়খানা করে ফেলল—সবকিছু ছলকে মেঝেতে পড়ে গেল।

মুহূর্তেই মা থমকে গেলেন। আমি তার চোখ দেখলাম—সেখানে এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি; লজ্জা, ভয়, অসহায়ত্ব... আর তার চেয়েও বড় কিছু—এক অসীম মমতা, যা মানুষের ভাষায় মাপা যায় না।

তার পরনের কাপড়, তার হাতের পলিথিন, তার ক্লান্ত মুখ—সবকিছুই বলে দিচ্ছিল তিনি নিম্নবিত্ত পরিবারের একজন সংগ্রামী নারী। সেই অভাবের ভাঁজ তার চেহারায় ছিল, তার চুলে ছিল অবহেলার ছাপ, তার চোখে ছিল জীবনের শীতল কষ্টের রেখা।
কিন্তু অবাক করা বিষয়—
তার অভাব তার সন্তানের চিকিৎসায় এক মুহূর্তও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।
তার নিজের প্রয়োজন, তার নিজের কষ্ট, তার নিজের অভিমান—সবই যেন দূরে সরিয়ে রেখেছেন শুধু সন্তানের শরীরটুকুকে নিরাপদে রাখতে।
সে মুহূর্তে মনে হলো—দারিদ্র্য মানুষকে ক্ষুদ্র করে, কিন্তু মাতৃত্ব মানুষকে অসীম বড় করে।

ক্লিনারের বকুনির ভয়ে তিনি তড়িঘড়ি করে একটা ছেঁড়া পলিথিন তুলে নিলেন। কাঁপা হাত দিয়ে মেঝে থেকে ময়লাটা তুলতে লাগলেন। কোনো ঘৃণা নেই, কোনো বিরক্তি নেই—মনে হলো যেন নিজের শিশুর সব কষ্ট নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন।

আমি শুধু তার মুখটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সে মুহূর্তে যেন পৃথিবীর সব মায়েরা এক হয়ে তার চোখে ভেসে উঠেছিল। আমি বুঝলাম—মায়ের ভালোবাসা কখনো শব্দে বোঝানো যায় না; সে ভালোবাসা কখনো জাগতিকও নয়, বরং আল্লাহর সবচেয়ে কোমল রহমতের রূপ।

আমি ভাবছিলাম—
এই ছোট্ট শিশু কি জানে তার মা কতটা ব্যথা লুকিয়ে হাসছে?
সে কি জানে তার মায়ের চোখের ভেতর কী ঝড় বয়ে গেছে?
আর বড় হয়ে—
সে কি কখনো এমন মমতা নিয়ে তার মায়ের হৃদয় স্পর্শ করবে?

এই প্রশ্নগুলো যখন আমার বুকের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল, তখন হঠাৎ আমার নিজের মায়ের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি যেন তাঁর কাঁপা হাত দুটো আবার অনুভব করলাম—সেই হাত, যে আমাকে ধরেছিল; যে আমাকে সুস্থ করতে রাত জাগে; যে আমার দুঃখে নিঃশব্দে কান্না করত।

ফ্যামিলি থেকে দূরে থাকার কারণে তখন মায়ের সঙ্গে মাসের পর মাস দেখা হতো না। অন্যের মমতার দৃশ্য দেখে নিজের মায়ের জন্য বুকটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল। মনে হলো—এই মুহূর্তেই দৌড়ে যাই, মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে বলি,

"মা, আমি আপনাকে ভুলে যাইনি। আমি আপনাকে প্রতিটা সময়ই মনের ভেতর রাখি... আপনি আমার সমস্ত শক্তির উৎস।"

এই থিসিস লেখার সময়ও সেই দৃশ্য বারবার ফিরে এসেছে। মনে হয়েছে—
আমাদের প্রত্যেক সন্তানেরই মা-বাবার হৃদয় জয় করার জন্য কিছু করতেই হবে।
মা-বাবা কোনো দিনই সন্তানের কাছে দাবিদার নন—তবুও সন্তানের সৎ-ব্যবহার, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা—এইগুলোই তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

আর তাই নিজের জন্য, আমাদের সকলের জন্য—
মা-বাবার ভালোবাসা পাওয়ার নয়,
মা-বাবার হৃদয় জয় করার কিছু করণীয় আছে...

১. তাদের ক্লান্ত হাতের গল্প শোনো

মা-বাবার হাতগুলো শুধু হাত নয়; সেখানে জীবনের প্রতিটা ঝড়, রাতজাগা, কষ্টের রেখা আছে।
একদিন তাদের হাত নিজের মাথায় নিয়ে ধীরে ধীরে বলো—
"মা, আপনার হাত টা আমার মাথায় বুলিয়ে দিন। যাতে আমার হৃদয় প্রশান্ত হয়।"
এই এক বাক্যই তাদের হৃদয় ভরে দেবে।

২. স্বীকারোক্তির শক্তি

বাবার চোখে দেখা যায় অভিমান, মা-এর চোখে লুকানো ক্লান্তি।
চুপচাপ বসে বলো—
"বাবা, তুমি আমার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। যদি আমি কখনো কষ্ট দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা করো।"
এই স্বীকারোক্তি তাদের হৃদয়ে নরম আলো জ্বালায়।

৩. দোয়া এবং নিয়ন্ত্রিত নীরবতা

সকাল হোক বা রাত—প্রথম কাজ হোক দোয়া।
“আল্লাহ, আজ আমি এমন কিছু করবো না, যাতে মা-বাবার হাসি ম্লান হয়।”
এটি শুধু একটি ইবাদত নয়; এটি তোমার মায়ের-বাবার হৃদয় জয় করার নীরব চাবি।

৪. ছোট্ট কাজ, অসীম প্রভাব

মা রান্না করছেন, বাবা সংবাদপত্র পড়ছেন।
তুমি হাত ধুয়ে এসে ধীরে বলো—
“মা, তোমার হাতে শুধু খাবার নয়, বরং রহমত নেমে আসে।”
ছোট্ট এই কাজটিই তাদের মনে আনন্দ দিবে।

৫. বাবার অপুর্ণ স্বপ্নে হাত বাড়াও

বাবাকে জিজ্ঞেস করো—
“বাবা, আপনার স্বপ্নগুলো কি এখনো পূর্ণ হয়নি?”
তার অপুর্ণ স্বপ্নের সঙ্গে তুমি হাত মিলালে,
সে মুহূর্তেই তোমার হৃদয় ও তার হৃদয় এক হয়ে যায়।

৬. হাতে লেখা চিঠি—হৃদয় থেকে হৃদয়ে

চিঠিতে লিখো—
“আমি বড় হব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু তোমাদের ছাড়া কখনো পূর্ণ হব না।”
এটি শুধু চিঠি নয়; এটি তোমার অন্তরের সবচেয়ে গভীর ভালোবাসা।

৭. ক্ষুদ্র আচরণ, বৃহৎ প্রভাব

মা-বাবা বিরক্ত থাকলে শান্তভাবে বলো—
“আপনারা রাগ রাখতে পারেন, কিন্তু দোয়া রাখবেন, আমার জন্য।”
এই ছোট্ট বাক্যই তাদের কাঁদানো অভিমানকে গলে দেয়।

৮. ছোট মুহূর্ত তৈরি করা

মায়ের পাশে বসে চুল আঁচড়ানো, বাবার পাশে চায়ের কাপ এগিয়ে দেওয়া—
সাধারণ মনে হলেও, এগুলোই সত্যিকারের ইবাদত।
তাদের চোখে দেখবে শান্তি, সন্তুষ্টি, ভালোবাসা।

৯. নিজের ভুল স্বীকার করা

বলো—
"আমার অর্জনের পেছনে আমার পরিশ্রম আছে, কিন্তু টিকে থাকার পেছনে শুধু তোমরা।"
মা-বাবার জন্য এই স্বীকারোক্তি সবচেয়ে বড় সম্মান।

১০. রাতের শেষ মুহূর্তের দোয়া

ঘুমানোর আগে চুপচাপ বলো—
"হে আল্লাহ, আমার মা-বাবার প্রতি হাসিটুকু আজ হারিয়ে যেতে দিও না।"
এই অভ্যাসই তাদের হৃদয় জয় করে।

১১. শক্তির উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া

কখনো হঠাৎ বলো—
"তোমরা থাকলে আমি দুনিয়ার সব ঝড়কে তুচ্ছ করতে পারি।"
এই কথাটি তাদের মনে করিয়ে দেয়—
তুমি শুধু সন্তান নও; তুমি তাদের অবলম্বন।

১২. কথার গুরুত্ব দিন

মা-বাবার ছোট্ট কথার গুরুত্ব দাও।
তারা যা কিছুই বলুক না কেন মনোযোগ দিয়ে তাদের প্রতিটি কথা শুনা — এতে তাদের হৃদয় তোমার প্রতি আলাদা টান অনুভুত হবে।

১৩. বিনয়ী হোন—অহংকার গলিয়ে ফেলো

মাঝেমধ্যে তাদের পায়ে হাত রাখো। বিনয়ের সাথে নিজের কোমল হাত দিয়ে তাঁদের পা দ্বয় ছুয়ে দাও।
নাটক নয়, অভিনয় নয়, সত্যিকারের বিনয়—
এটি তাদের হৃদয়কে মোলায়েম করে।

১৪. শেষের মহাবাক্য—সর্বাধিক শক্তিশালী টিপস

"মা, বাবা—আমি তোমাদের স্বপ্নের সন্তান হওয়ার চেষ্টা করছি... তোমাদের দোয়া আমার জয়, তোমাদের হাসি আমার জান্নাত।"
(বিভিন্ন বই ও নেট থেকে উপাত্ত)

৩৮. আবাধ্য সন্তানের প্রতি কিছু নাসীহাহ

যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন বইয়ে থেকে নেওয়া;

আপনার মা-বাবাকে কখনো অবহেলা করবেন না তাদের ভালো-মন্দের দিকে সদা নজর রাখুন তাদের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করবেন না কিংবা এমন কোন কাজ করবেন না যাতে তারা মনে কষ্ট পাই। সন্তান হিসেবে আপনি তাদের কথা মেনে চলা আপনার উপর বাধ্যতামূলক। এখানে গাফিলতির কোন সুযোগ নেই। তাই তাদেরকে অবহেলা না করে সদয় হোন। আপনি জান্নাতে যাওয়ার ইরাদা করছেন অথচ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস অনুযায়ী মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত।
মায়ের খেদমতে অবহেলা করার অর্থ আপনি জান্নাতকে পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। মা আপনাকে হাজারো কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করে ৯ মাস গর্ভে ধারণ করেছেন। তারপর আপনার জন্মের সময় ও তিনি অসহনীয় প্রসব বেদনাকে হাসিমুখে আপন করে নিয়েছেন। তিনি আপনাকে দুধ পান করিয়েছেন। আপনার যাবতীয় দেখাশুনা করেছেন আপনার মল মুত্র পরিষ্কার করেছেন আবেগ ভালোবাসা দিয়ে। আপনার জন্য কত নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন। আপনার পাশে বসে রাতভর আপনার সেবা যত্ন করেছেন।

মনে রাখবেন আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্যে বড় করে তোলার জন্য আপনার মা নিজের ভালো মন্দের বাছ বিচার করেননি।

এতসব ত্যাগ তিতিক্ষা সত্ত্বেও আপনি কিভাবে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন..? তার কর্তব্যে অবহেলা করতে পারেন.? তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারেন..? বৃদ্ধ অবস্থায় যখন আপনাকে তার অনেক বেশি প্রয়োজন সে কঠিন সময় আপনি তাকে কিভাবে ছেড়ে যেতে পারেন..? নিজের মাকে ক্ষুধার্ত রেখে কিভাবে আপনি পেট ভরে খেতে পারেন..? কিভাবে নিজের মায়ের থেকে আপনার স্ত্রী ও বাচ্চাকে বেশি অগ্রাধিকার দিতে পারেন..? কিভাবে নিজের মাকে আপনি অবহেলা করতে পারেন..? কিভাবে আপনি তার উপস্থিতিতে বিরক্তি বোধ করতে পারেন আর কিভাবেই বা আপনি তার মৃত্যু কামনা করতে পারেন..?

অথচ মা-বাবার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমনকি সামান্যতম "উহ" শব্দ বলে বিরক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যদি আপনি নিজের মা-বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকেন এই দুনিয়ার বুকে আপনি তার শাস্তি পেয়ে যাবেন। আপনার সন্তানরাও আপনাকে শ্রদ্ধা করবে না এবং আপনার অবাধ্যতা করবে। আর আখেরাতেও আল্লাহ তাআলা থেকে আপনার অবস্থান হবে সবচেয়ে দূরবর্তী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اِن اللهَ حَرمَ عَلَيكُم عُقُوقَ الأُمهَاتِ

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর মায়েদেরকে
কষ্ট দেওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন"।

মা বাবার সাথে তর্ক করবেন না। তাদের কোন ভুল হলে আদবের সাথে বুজিয়ে বলবেন। উচ্চস্বরে তাদের সাথে কথা বলবেন না। তাদের অনুমতি ব্যতিত তাদের ঘরে প্রবেশ করবেন না। বিশেষ করে রাতের বেলায়। মা বাবা ফোন করলে কোন প্রকার বিলম্ব না করে তাদের কল রিসিভ করুন। তাদের সাথে সদা হাসি মুখে কথা বলুন।

হে আমার মুসলিম ভাই বোনেরা, আমার নাসীহাহ গুলো জীবনে মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রানপন চেস্টা করুন। ইনশাআল্লাহ একদিন আপনি ও মা বাবার হৃদয় জয় করতে পারবেন।

৩৯. পরবর্তী গবেষণার জন্য সুপারিশ

গবেষণার এই পথচলায় আমি আন্তরিক চেষ্টা করেছি এই আলোচনাকে যতটা সম্ভব পরিপূর্ণ, প্রমাণভিত্তিক ও মানবিক করতে তবুও মানবজ্ঞান সীমাবদ্ধ; আর গবেষণা একটি চলমান পরিমার্জনের পথ। তাই যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিছু সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে—যা আমি বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করছি। প্রতিটি গবেষণা শেষ নয়—বরং আরেকটি সূচনার দ্বারপ্রান্ত। এই কর্ম আমার কাছে তেমনই এক সূচনা; যেখানে অসম্পূর্ণতাই ভবিষ্যৎ গবেষকের জন্য সম্ভাবনার নূতন জানালা খুলে দিয়েছে।
গবেষণার এ অঙ্গনে যারা পরবর্তীতে পদার্পণ করবেন, তাঁদের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস হয়তো একটি সোপান হবে। ভবিষ্যৎ গবেষকরা যেন আরও পরিশীলিত, প্রমাণসমৃদ্ধ, ব্যাপক ও সময়োপযোগী গবেষণা উপস্থাপন করতে পারেন—সে প্রত্যাশা থেকেই নিচে কিছু সুপরিকল্পিত সুপারিশ রেখে যাচ্ছি। আশা করি, এই নির্দেশনাগুলো তাঁদের গবেষণাপথকে আরও সুগম, তথ্যনির্ভর ও উৎকর্ষমণ্ডিত করে তুলবে।

সুপারিশসমূহ

(যাতে ভবিষ্যৎ গবেষণা আরও মানসম্মত ও প্রাঞ্জল হয়)

১. কুরআন ও হাদীসের আলোকে গবেষণাকে গভীরতর করা:

এই গবেষণায় কুরআন, হাদীস ও তাফসীরের বিস্তৃত আলো সম্পূর্ণভাবে ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যৎ গবেষণায় যদি মূল আরবি সূত্র, নির্ভরযোগ্য তাফসীরগ্রন্থ এবং উলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যা অধিকতর অন্তর্ভুক্ত করা যায়—তবে এ বিষয়টি আরও আধ্যাত্মিক, পূর্ণতা-লাভকারী ও গবেষণারত মনকে আলোকিত করে তুলবে।

২. আরবি ভাষার প্রাঞ্জল জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা:

এই গবেষণার একটি স্পষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল আরবি ভাষায় অনুপূর্ণ দক্ষতা। অথচ মা-বাবার অধিকার বিষয়ক আলোচনার সবচেয়ে পবিত্র সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে আরবি ভাষার গভীরে। ভবিষ্যতে যারা এই বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহী হবেন—তাঁরা আরবি ভাষা বোঝার সাধনায় নিজেদের সমৃদ্ধ করলে লেখনী হবে আরও জীবন্ত, হৃদয়গ্রাহী এবং নূরানী আবেশময়।

৩. বহুভাষিক গ্রন্থ ও আন্তর্জাতিক গবেষণা অন্তর্ভুক্তির প্রয়াস:

বাংলা–ইংরেজি–আরবি—বহুভাষিক সাহিত্য, গবেষণা নিবন্ধ, আন্তর্জাতিক জার্নাল ও ইসলামি চিন্তাবিদদের রচনাসমূহ যুক্ত করা গেলে গবেষণাটি হবে অধিকতর প্রামাণ্য ও বিশ্বায়নী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। আমি সে পর্যায়ে পৌঁছাতে পুরোপুরি সক্ষম না হলেও, ভবিষ্যৎ গবেষণায় এ প্রয়াস গবেষণাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে—এ বিশ্বাস রাখি।

৪. আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যভিত্তিক রচনাশৈলীকে স্থান দেওয়ার প্রয়াস:

মা–বাবা কেবল দায়িত্ব ও কর্তব্যের শিরোনাম নয়—এ এক অনুভূতির নাম, মমতার আশ্রয়, ইমানী সম্পর্কের মধুর ভাষা। ভবিষ্যৎ গবেষণা যদি তথ্যের পাশাপাশি সাহিত্যিক রচনা, হৃদয়ছোঁয়া কাহিনী, আধ্যাত্মিক অনুধাবন ও অনুভূতিময় বর্ণনা ধারণ করে—তবে পাঠক শুধু জ্ঞান অর্জন করবে না; হৃদয়েও স্নেহ, ভালোবাসা ও করণীয়ের তাগিদ অনুভব করবে।

৫. বাস্তবধর্মী কেস স্টাডি ও জীবনঘনিষ্ঠ উদাহরণ অন্তর্ভুক্তির চেস্টা করা:

এই গবেষণায় বাস্তব কেস স্টাডি ও সমাজভিত্তিক উদাহরণ সেভাবে উপস্থাপিত হয়নি। ভবিষ্যৎ গবেষণায় যদি পরিবার, সমাজ ও ভিন্ন সংস্কৃতিতে সন্তানের আচরণগত বাস্তবতা যুক্ত হয়—তাহলে গবেষণাটি বইয়ের পাতা ছাড়িয়ে জীবনের মাঠে পৌঁছে যাবে।

৬. পাঠকের হৃদয়ে অনুরণন সৃষ্টি করে এমন ভাষাশৈলী গঠনের প্রয়াস:

মা–বাবার অধিকার এমন এক বিষয়—যা কেবল যুক্তি দিয়ে নয়, হৃদয়ের স্পর্শী ভাষায় ফুটে উঠলে পাঠকের মনে ভালোবাসা, অনুতাপ, দায়িত্ববোধ ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগে। আগামীর গবেষণায় ভাষা ও উপস্থাপনায় সেই শিল্পসুষমা যুক্ত হলে গবেষণাটি বুদ্ধিকে যেমন আলো দেবে, তেমনি আত্মাকেও ছুঁয়ে যাবে।

৭. ব্যবহারিক ও প্রয়োগিকযোগ্য সুপারিশ সংযোজনের চেস্টা করা:

গবেষণা শুধু তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য করণীয়, কর্মপরিকল্পনা ও সচেতনতা বৃদ্ধির উপায়–উপসংহার ধারণ করলে সমাজে তার প্রভাব হবে দৃশ্যমান। ভবিষ্যৎ গবেষণায় এ দিকটি অধিক গুরুত্ব পেলে গবেষণাটি কেবল জ্ঞানের আলো নয় জীবন–প্রকাশের আলো হয়ে উঠবে।

৮. কর্তব্যের কাঠামো ও ধারণাগত স্পষ্টতা বৃদ্ধি

ভবিষ্যৎ গবেষণায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বগুলো আরও পরিষ্কারভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা উচিত—আধ্যাত্মিক, নৈতিক, আবেগিক, সামাজিক ও আর্থিক এই পাঁচটি স্তরে। এভাবে নির্দিষ্ট কাঠামো নির্মাণ করলে গবেষণা পাঠকের নিকট অধিক বোধগম্য, বিশ্লেষণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হবে।

৯. বয়স ও পরিস্থিতিভেদে দায়িত্বের ভিন্নতা সংযোজন

সন্তান-পিতা-মাতার সম্পর্ক বয়স, সামাজিক-অবস্থা ও প্রেক্ষাপট অনুসারে ভিন্ন হতে পারে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় এই ভিন্নায়ন তুলে ধরলে গবেষণা আরও বাস্তবসম্মত ও প্রেক্ষিতনির্ভর হবে। এতে পাঠক বুঝতে পারবে কোন বয়সে, কোন পরিস্থিতিতে, কী ধরনের দায়িত্ব অগ্রাধিকার পাবে।

১০. আবেগিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের বিশ্লেষণ সংযোজন

কেবল নির্দেশনা বা বিধান নয়—কীভাবে সন্তানের হৃদয় ও চরিত্রে পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা, নম্রতা ও কৃতজ্ঞতার মূল্যবোধ জন্ম নেয়, সে বিষয়ে গভীর বিশ্লেষণ করলে ভবিষ্যৎ গবেষণা সাহিত্যিক ও মানবিক উভয় দিক থেকেই সমৃদ্ধ হবে।

১১. ব্যবহারিক উদাহরণ, কেস স্টাডি ও ফিল্ড ডেটা সংযোজন

পরবর্তীতে গবেষকরা যদি বাস্তব তথ্য, সাক্ষাৎকার, কেস স্টাডি, জরিপ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক ডেটা অন্তর্ভুক্ত করেন, তবে গবেষণা শুধু তাত্ত্বিক নয়—প্রমাণভিত্তিক হবে। এতে ভবিষ্যৎ গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা, আধুনিক মান এবং বৈজ্ঞানিক দৃঢ়তা সবই বৃদ্ধি পাবে।

১২. অসচ্ছল ও বিশেষ পরিস্থিতির পরিবার নিয়ে পৃথক বিশ্লেষণ

অসচ্ছল, একক-অভিভাবক, অসুস্থ বা বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন পরিবারে সন্তানের দায়িত্ব আলাদা রূপ ধারণ করে। এ প্রেক্ষাপটকে আলাদা অংশে বিশ্লেষণ করা উচিত। এতে গবেষণা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, মানবিক এবং সমাজসচেতন হবে।

১৩. ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আইনগত দৃষ্টিকোণের সমন্বয়

পরবর্তী গবেষণায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি, পারিবারিক নীতি ও রাষ্ট্রীয় আইন কীভাবে দায়িত্ব পালনে প্রভাব ফেলে—সে তুলনামূলক আলোচনা করলে গবেষণাটি নীতি-নির্ধারণ, সমাজবিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্ব—তিন ক্ষেত্রেই গুরুত্ব পাবে।

১৪. পরিবারিক যোগাযোগ-নীতি ও দ্বন্দ্ব সমাধানের দিকনির্দেশনা সংযোজন

শ্রদ্ধা রক্ষা করে বিরোধ সমাধান, মতবিরোধ মোকাবিলা, এবং সুস্থ যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়ে বাস্তব প্রয়োগযোগ্য কৌশল সংযোজন করলে ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিবার-মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রেও মূল্যবান অবদান রাখবে।

১৫. কার্যকর সচেতনতা ও প্রয়োগ-কৌশল প্রস্তাবনা

শুধু দায়িত্ব উল্লেখ নয়—কীভাবে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মিডিয়া ও সমাজে সচেতনতা বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি ও কর্মপরিকল্পনা যোগ করা উচিত। এতে গবেষণা তাত্ত্বিক সীমায় আটকে না থেকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য হয়ে উঠবে।

১৬. পরবর্তী গবেষণা-গ্যাপ ও উন্নতির ক্ষেত্র স্পষ্টভাবে উল্লেখ

গবেষণাপত্রের শেষে যে যেসব ক্ষেত্রে তথ্য ঘাটতি ছিল বা আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে, তা পরস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলে ভবিষ্যৎ গবেষকরা পথনির্দেশনা পাবেন এবং একই ভুল পুনরাবৃত্তি হবে না।

৪০. উপসংহার

পিতা-মাতা... মানবজীবনের সেই দুটি শব্দ, যার ভেতর লুকিয়ে আছে অগণিত ত্যাগ, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং এমন এক মায়ার সমুদ্র—যার গভীরতা কোনো ভাষা মাপতে পারে না। সন্তান পৃথিবীতে আসার মুহূর্ত থেকে যে দু'টি হৃদয় নিঃস্বার্থভাবে তার জন্য ধুকধুক করতে থাকে—তারা হলো পিতা ও মাতা। শীতের রাতে সন্তানের জ্বর কমাতে নিজের গায়ের চাদর খুলে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাতজেগে থাকা মা; আর সারাদিনের পরিশ্রম শেষে ক্লান্ত শরীর নিয়ে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বুনে দেওয়া বাবা—এরা কোনো দিন প্রতিদান চায় না, চায় শুধু সন্তানটি ভালো থাকুক।

এই গবেষণা প্রমাণ করেছে—পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কেবল নৈতিকতার শিক্ষা নয়, এটি ভালোবাসার ইবাদত, মানবতার সর্বোচ্চ মর্যাদা, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সোনার দরজা। তাদের সেবা করা মানে জান্নাতের পথে পা বাড়ানো, আর তাদের চোখের পানি ফেলা মানে নিজের ভাগ্যকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া। কারণ, সন্তানের জন্য দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান দোয়া ঝরে পড়ে পিতা-মাতার ঠোঁট থেকে; আর সবচেয়ে ভয়াবহ বদ-দোয়াও আসে তাদের হৃদয়ের ক্ষত থেকে।

সময়ের স্রোত বড় নির্মম...
যে হাত একসময় সন্তানের আঙুল ধরে হাঁটতে শিখিয়েছে, একদিন সেই হাতই কেঁপে ওঠে সন্তানের হাতের স্পর্শের অপেক্ষায়।
যে কণ্ঠ সন্তানের কান্না থামাতে আদর করে স্বান্তনার শব্দ শুনিয়েছে। একদিন সেই কণ্ঠই সন্তানের কাছে কয়েকটি মমতার শব্দ শুনতে ব্যাকুল হয়ে থাকে।
যে চোখ সন্তানের সাফল্যে ঝলমল করেছে, একদিন সেই চোখই অপেক্ষায় থাকে—"আজ আমার সন্তান একটা বার এসে পাশে বসবে তো?"

কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো—অসংখ্য সন্তান আজ সফলতার মোহে, ব্যস্ততার অজুহাতে, কিংবা আধুনিকতার নামে তাদের সেই অমূল্য সম্পদ—পিতা-মাতাকে—ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে। অথচ সত্য হলো:
যে ঘরে পিতা-মাতার দোয়া আছে, সে ঘর কখনো নিঃস্ব হয় না।
যে হৃদয়ে তাদের সম্মান আছে, সে জীবন আল্লাহর রহমতে ভরে যায়।

তাই আজ অত্যন্ত জরুরি—প্রত্যেক সন্তান যেন উপলব্ধি করে যে পিতা-মাতাকে সম্মান, ভালোবাসা, সেবা, সময় ও স্নেহ দেওয়া কোনো ভার নয়, বরং এটি সন্তানের জীবনের সর্বোচ্চ সৌভাগ্য। তাদের বার্ধক্যকে বোঝা মনে না করে আলিঙ্গন করা হোক দায়িত্ব, তাদের একাকিত্বকে পূর্ণ করা হোক সঙ্গ দিয়ে, আর তাদের জীবনের শেষ প্রহরগুলো হয়ে উঠুক শান্তি, দোয়া ও মমতার আশ্রয়।

পরিশেষে, এই গবেষণার সারকথা—
পিতা-মাতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর তাদের দোয়া সন্তানের জীবনের রৌদ্র-ছায়ার মাঝে জান্নাতের শীতল ছায়া।
সন্তান হিসেবে আমাদের উচিত—জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে, প্রতিটি সাফল্যে, প্রতিটি হাসির পেছনে তাঁদের ভালোবাসার ঋণ স্মরণ করা, তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা নিশ্চিত করা, মৃত্যুর পরও তাদের জন্য দোয়ার স্রোত অব্যাহত রাখা।

এই আলোচনার সারমর্ম হলো—সন্তান সত্যিকারের সফল তখনই, যখন সে তার মা-বাবার দোয়া, সন্তুষ্টি এবং খেদমতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অর্জন করে। মা-বাবার মুখের হাসি—সন্তানের জন্য পৃথিবীর সব দুঃখ দূর করার চেয়েও বড় সম্পদ; আর তাদের হৃদয়ের কষ্ট—সন্তানের ভাগ্যের ওপর সবচেয়ে বড় আঁধার।

উপসংহারে, আল্লাহর দরবারে একটি বিনম্র আবেদন:

“হে আমার রব,
আমি যেন আমার মায়ের প্রতি ততোটুকু সেবা, যত্ন ও আনুগত্য করতে পারি—
যতটুকু সেবা, যত্ন ও আনুগত্যে আপনি আমার উপর সর্বোচ্চ খুশি হন।
হে আল্লাহ, আমাকে এমন হৃদয় দিন যা তাঁকে সম্মান করতে পারে, এমন শক্তি দিন যা তাঁকে সেবা করতে পারে,
এবং এমন তৌফিক দিন যাতে আমার প্রতিটি আচরণই আপনার সন্তুষ্টির দিকে এগিয়ে যায়।
হে আমার আল্লাহ, আমাকে সেই সৌভাগ্য দিন—
যাতে মায়ের খেদমতের মাধ্যমেই আমি আপনার রহমত ও সন্তুষ্টির সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করতে পারি।”

আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, আমাদের পিতা-মাতার চোখে কোনোদিন কষ্টের অশ্রু নয়, বরং সন্তুষ্টির হাসি ফোটাতে জীবন উৎসর্গ করবো। কারণ, তাদের একটি হাসি—সমগ্র পৃথিবীর সকল সাফল্যের চেয়ে মূল্যবান, আর তাদের একটি দোয়া—সন্তানের ভাগ্য বদলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

গ্রন্থগুচ্ছ

বাংলা গ্রন্থ

১.পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য — মুহাম্মদ আব্দুর রহীম
২. যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন — শাইখ ইব্রাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ
৩. পিতা-মাতার অবাধ্যতা : কারণ, কিছু বাহ্যিক চিত্র ও প্রতিকারের উপায় — মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল হামাদ
৪. মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য — মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান
৫. মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার — আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
৬. মা মা মা এবং বাবা — আরিফ আজাদ
৭. মাকে খুশি করার ১৫০ উপায় — ড. সুলাইমান সাকির

তাফসির ও ইসলামিক গ্রন্থ

১. তাফসির ইবনে কাসির — ইমাম ইবনে কাসির (রহ.)
২. তাওযীহুল কুরআন — মুফতি তাকি উসমানী (দা.বা.)
৩. আহসানুল বায়ান — হাফিজ সালেহ আহমদ শামি
৪. তাফসিরে জাকারিয়া — হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কাঁধলভী (রহ.)
৫. মা'আরেফুল কুরআন — মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.)

অনলাইন সূত্র

১. IslamicBoard
২. IFatwa
৩. AhleHaq Media

৪. iHadis
৫. Islamic Boisomahar / Library
৬. Wikipedia
৭. Islamic Web

গবেষণা ও তাত্ত্বিক সূত্র

Social Integral Theory — Ken Wilber (Conceptual Framework)

Research Methods in Social
Sciences — C. R. Kothari

Ethics and Sociology: A Study of Human Relations — Harold Titus

Modern Moral Philosophy — Elizabeth Anscombe